দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশিত হ'ল : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪

প্রথম অভিনয় রজনী :

১৯শে এপ্রিল, ১৯৫৭

এই নাটকের দাম—২৲ টাকা

এর প্রচ্ছদটি এঁকেছেন :

শ্রীমান অরুণকুমার পাইন।

বইটি ছেপেছেন :

বিজয়কুমার মিত্র

কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস

২৮, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

কুশীলবগণ

রাণা রাযমল্ল	...	চিতোরের রাণা
সূর্য্যমল্ল	...	ঐ ভ্রাতা ও সেনাপতি
সঙ্গ	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র
পৃথ্বীরাজ	...	, মধ্যম পুত্র
জয়মল্ল	..	,, কনিষ্ঠ পুত্র
জয়সিংহ	...	সঙ্গের সেনাপতি
জগমল	...	,, শ্যালক ও সেনাপতি
তিলক চাঁদ	...	জয়মল্লের সহচর
সিলাইদি	...	বাইমাণ অধিপতি ও সঙ্গের সেনাপতি
শূরতান রায়		সামন্তরাজ
শম্ভুজী	...	মিনতির পিতা
বাবর শাহ্		মোগল সম্রাট্
হুমায়ুন	..	ঐ পুত্র
রঘুয়া	...	পৃথ্বীরাজের সহচর

মোগল দূত, রাজপুত সৈনিকদ্বয় ও মোগল সৈন্য, চারণ।

মমতা	...	সঙ্গেব স্ত্রী
মিনতি	.	শম্ভুজীর কন্যা, সঙ্গের আশ্রিতা
তারাবাঈ	.	পৃথ্বিরাজের পত্নী

চারণীগণ, নর্ত্তকীগণ

চিতোর গৌরব

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অন্তঃপুর উদ্যান

জয়মল্লের প্রবেশ

জয়মল্ল। হাঃ হাঃ হাঃ! চাণক্যের বুদ্ধি—আর বিশ্বামিত্রের সাধনা এক হলে—মেবার তো তুচ্ছ, তুড়িতে জয় করা যায় পৃথিবীর সিংহাসন!

গীতকণ্ঠে জগাপাগলার প্রবেশ

জগাপাগলা। গীত।

ফিরে আয়—ফিরে আয়—
ওরে ও পথহারা।
আলেয়ার পিছে আলো ভেবে
ঘুরে কেন হবি সারা।

জয়মল্ল। থাক থাক, তোকে আর মাতব্বরি করতে হবে না।

জগাপাগলা। পূর্ব্বগীতাংশ।

বাড়বে তিয়াস মিটবে না আশ
শুধু তপ্ত বালুর চরা
মরীচিকার মোহে পড়ে হসনি দিশেহারা।

জয়মল্ল। আঃ মলো। এ তো ভারি বিরক্ত করলে।

জগাপাগলা। পূর্ব্বগীতাংশ

আয় রে ফিরে পথভোলা
আছে তোর দুয়ার খোলা
মায়ের বুকে দিস্‌নি ঢেলে
ভায়ের রক্ত ধারা॥

[প্রস্থান

জয়মল্ল। হাঃ হাঃ হাঃ। পাগলের প্রলাপ আর কাকে বলে? ভাই—ভাই; হাঃ হাঃ হাঃ।—কিন্তু আমার মনের উদ্দেশ্য ও কি করে জানলে?

রায়মল্লের প্রবেশ

রায়মল্ল। তুমি একা এখানে—তারা সব গেল কোথা?

জয়মল্ল। বোধ হয় পিতৃব্যের সঙ্গেই আছেন।

রায়মল্ল। সূর্য্যের সঙ্গে! সে সবে মাত্র রোগমুক্ত, এখনও খুব দুর্ব্বল। এ অবস্থায় সে কখনোও উদ্যানে আস্‌তে পারে না।

জয়মল্ল। আমি যে একটু আগেই তাঁকে এখানে দেখেছি পিতা!

রায়মল্ল। দেখেছ! তা হলে এখুনি আসবে? জগদীশ্বর তাকে দীর্ঘজীবি করুন। তুমি জান না জয়মল্ল—সূর্য্য আমার কত প্রিয়!

জয়মল্ল। আমাদের ইতিহাস ভ্রাতৃত্ব গৌরবে চিরদিনই গৌরবান্বিত।

রায়মল্ল। ভাই—ভাই বিধাতার কি মহান সৃষ্টি। ওই দুটী কথায় কি সুধার আস্বাদ মাখান।

একটী বর্শা রাণার পদতলে পড়িল

জয়মল্ল। পিতা, সাবধান হন

আর একটী বর্শা জয়মল্লের কাঁধের উপর পড়িল

ওই যে গুপ্তঘাতক পালাচ্ছে। কোথা যাবি শয়তান আমি এখুনি তোকে বন্দী করবো।

প্রস্থানোদ্যত

রায়মল্ল। (জয়মল্লকে বাধা দিয়া) দাঁড়াও, আমায় একটু বুঝতে দাও।

বর্শা ফলকটী নিজের হাতে লইয়া বিশেষভাবে নিরীক্ষণের পর, আপন মনে বলিলেন

এ যদি সত্য হয়······না না, এ হয় না হ'তে পারে না।

জয়মল্ল। কি হ'তে পারে না, পিতা!

রায়মল্ল। আমার স্নেহের সূর্য্য কখনো···যাও জয়মল্ল, বন্দী করে নিয়ে এসো সেই প্রতারককে; যে এমন নির্ম্মল ভ্রাতৃস্নেহ বিষাক্ত করে তুলতে পারে; তার অকরণীয় কাজ জগতে কিছুই নেই। যাও—

জয়মল্লকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া

কি গেলে না?

জয়মল্ল। যাচ্ছি; তবে আমার বক্তব্য।

রায়মল্ল। কি?

জয়মল্ল। যে উদ্যানে সাধারণ একটী রক্ষীর প্রবেশ অধিকার নেই, সেখানে আর অন্য কে আসবে পিতা!

রায়মল্ল। জয়মল্ল, জয়মল্ল, দোহাই তোমার। আমার ভ্রাতৃস্নেহের ভিতটাকে টলিয়ে দিও না। আমার শান্তির পথে অশান্তি জাগিয়ো না— স্বর্গনন্দনের বুকে মর্ত্ত্যের কোলাহল ডেকে এনো না। না-না, আমার স্নেহের ভাই, কখনো এ কাজ করতে পারে না। সে কখনো এতটা নীচে নামতে পারে না। ভগবান্—ভগবান্! এই শেষ বয়সে তুমি আমায় শান্তিহারা করো না। সুখ সুপ্ত বুকের মাঝে—মরুর হাহাকার জাগিয়ে দিও না।

[প্রস্থান ও রাণার অজ্ঞাতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাফল্যের হাসি হাসিতে হাসিতে জয়মল্লের প্রস্থান

শম্ভুজী ও তরবারী হস্তে সূর্য্যমল্লের প্রবেশ

সূর্য্যমল্ল। বল তুমি কে?

শম্ভুজী। একজন সৈনিক ছাড়া আর আমার অন্য কোন পরিচয় নাই।

সূর্য্যমল্ল। কার অধিনস্থ ?

শম্ভুজী। বাইমান অধিপতি— সিলাইদির।

সূর্য্যমল্ল। মেবারী হয়ে তুচ্ছ ক'রে মহারাণার মর্য্যাদা! কার অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করেছ রাজ-অন্তঃপুর উদ্যানে ?

শম্ভুজী। অনুমতির অপেক্ষা করিনি! এসেছিলাম নিজের ইচ্ছায়।

সূর্য্যমল্ল। স্পর্দ্ধার কথা! বল কি উদ্দেশ্য তোমার ?

শম্ভুজী। কন্যার সন্ধান।

সূর্য্যমল্ল। কন্যার অন্বেষণ! রাজ অন্তঃপুরে তোমার কন্যা ?

শম্ভুজী। হ্যাঁ, রাজ অন্তঃপুরেই আমার কন্যা। ইহলোকে তার সৌন্দর্য্যের তুলনা নেই। মেবার ঈশ্বরী হবার যোগ্য সে, কিন্তু ঈশ্বরের কি সুবিচার! সে আজ রাজ-অন্তঃপুরচারিণী সামান্য একটা দাসী মাত্র।

সূর্য্যমল্ল। তোমার কন্যার নাম ?

শম্ভুজী। মিনতি!

সূর্য্যমল্ল। মিনতি! মিনতি তোমার কন্যা ? কিন্তু একদিন সেই হতভাগিনীকে কুমার-সঙ্গ ভীলপল্লীর পথের ধূলো থেকে কুড়িয়ে এনে রাজ অন্তঃপুরে আশ্রয় দিয়েছে।

শম্ভুজী। হ্যাঁ,—হ্যাঁ, সেই পথ পরিত্যক্তা অনাদৃতাই আমার কন্যা।

সূর্য্যমল্ল। তোমার কথা যদি সত্য হয়; আর সত্যই যদি তুমি মিনতির পিতা হও; তাহ'লে আমিও জানতে চাই যে, সামর্থ্যবান হ'য়ে কেন তুমি তোমার কন্যাকে ত্যাগ করেছ ?

শম্ভুজী। আগে আমিও জান্‌তে চাই—যদি সে আমার কন্যা হয়, আমি তার সংগে কথা কইবার অধিকার পাব-কি না ?

মিনতির প্রবেশ

মিনতি। সে পথ তুমি ত রাখনি বাবা।

শম্ভুজী। কে? (মিনতির দিকে মুখ ফিরাইয়া) মিনতি! তুই একথা কেন বলছিস মা?

মিনতি। তুমিই বল না বাবা—কেন বলছি। আট বছর পরে আজ তোমায় দেখা মাত্র—প্রাণ পুলকে ভরে উঠেছিল। ব্যাকুল আগ্রহে তোমার বুকের উপর বাবা বলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম; কিন্তু তোমার অবস্থা দেখে লজ্জায় মাটিতে মুখ লুকোতে ইচ্ছা ক'রছে।

শম্ভুজী। কেন মা, কেন আজ এ কথা বলছিস?

মিনতি। আমার সঙ্গে ছলনা করো না। চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা করো না, আমি সব দেখেছি সব জানি। আমার জননী গেছে, কিন্তু জন্মভূমি আছে। জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গরিয়সী। আমি সেই জন্মভূমির কল্যাণের জন্য পিতাকেও শত্রু করতে পারি। রাজপুত তুমি—মেবারী তুমি, কিন্তু মেবারী নামে পরিচয় দেওয়ার মত তুমি কিছুই রাখনি; আমার জন্মভূমির কুসন্তান তুমি।

[প্রস্থান

শম্ভুজী। মিনতি! মিনতি!

প্রস্থানোদ্যত, সূর্য্যমল্ল তার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল

সূর্য্যমল্ল। কে আছ?

একজন প্রহরীর প্রবেশ

বন্দী কর।

প্রহরী বন্দী করিতে উদ্যত হইবামাত্র জয়মল্লের প্রবেশ

জয়মল্ল। সাবধান, জয়মল্ল বর্ত্তমানে ওর গায়ে হাত দেওয়ার কারও অধিকার নাই। শম্ভুজী! চলে এস।

সূর্য্যমল্ল। জয়মল্ল! রাজকার্য্য তোমার মত শিশুর খেয়াল চরিতার্থের জন্য বাধা পেতে পারে না।

জয়মল্ল। পারে-কি না পারে। তার কৈফিয়ৎ দেব পরে। চলে এস শম্ভুজী !

[উভয়ের প্রস্থান

সূর্য্যমল্ল। এ আমি কি দেখছি? আমি জীবিত না মৃত কিম্বা নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখছি। স্বয়ং রাণা যাঁর অনুরোধ আদেশ বলে মেনে নেন, তার কিনা এই পরিণতি। এখনো যার ঈঙ্গিতে হাজার হাজার চিতোরীর তরবারি এক সঙ্গে ঝলসে ওঠে সেই সূর্য্যমল্ল কিনা একটা বালকের উদ্ধত— না থাক।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিতোর দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ

রায়মল্ল আপন মনে পদচারণা করিতে করিতে

রায়মল্ল। সেই সূর্য্য! যে একদিন নিজের জীবন তুচ্ছ করে আমাকে রক্ষা করেছিল মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে আজ কেন এমন হ'লো? কে তার মনকে বিদ্রোহী করলে? জানি না কোন অজ্ঞাত শত্রুর প্ররোচনায় ভাই শত্রু হয়ে দাঁড়াল! কি চায় সে! সিংহাসন! ধন্য সিংহাসন, ধন্য তোর কুহকিনী শক্তি! দাদা বলতে যে অজ্ঞান—সেই আমার স্নেহের ভাই সূর্য্যকেও—আজ তুই শত্রু করে তুলেছিস।

সূর্য্যমল্লের প্রবেশ -

সূর্য্যমল্ল। দাদা—

রায়মল্ল। কে? (চমকাইয়া উঠিল) ওঃ—সূর্য্য!

সূর্য্যমল্ল। এমন ধারা চম্‌কে উঠলে কেন দাদা ?

রায়মল্ল। (স্বগতঃ) দাদা ! এখনও দাদা ?

সূর্য্যমল্ল। তুমি কি অসুস্থ ? কি হয়েছে দাদা ?

রায়মল্ল। (স্বগতঃ) এও কপটতা ! এই ব্যাকুল কম্পিত স্বর—এও কি তবে একটা ভান ?

সূর্য্যমল্ল। চুপ করে রইলে কেন দাদা ! কথা কও, কি হয়েছে বল ?

রায়মল্ল। সূর্য্য !

সূর্য্যমল্ল। কেন দাদা ?

রায়মল্ল। দেখ, দেখ সূর্য্য কেমন জ্যোৎস্নাময়ী সুন্দর ধরণী। পর্ব্বত-শীর্ষে—উপত্যকায় কেমন ফুলের মেলা। বাতাসে ভেসে আস্‌ছে ফুলের সুবাস। দেখ ওই দূরে কুটীরে কুটীরে কি আনন্দ কলরব। মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যা আরতীর মধুর বাদ্য। তোমার মনে পড়ে সূর্য্য ?

সূর্য্যমল্ল। কি দাদা !

রায়মল্ল। এমনি এক অতীত সন্ধ্যার কথা। আমার মনে পড়ে। আজ আবার সেই সন্ধ্যা ফিরে এসেছে। সেই পূর্ণিমা, যেদিন আমার অভিষেক হয়েছিল। চেয়ে দেখ কত যত্নে তোমার রাজ্যকে শান্তির কোলে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। মেবারী এখনও তেমনি আনন্দ করে। নাচে, গায়, চাঁদ তেমনিই হাসে, ফুলও তেমনিই ফোটে—সুরভি ছড়ায়—প্রজারাও ঠিক তেমনিই সুখের কোলে ঘুমিয়ে আছে। দেখেছ ?

সূর্য্যমল্ল। ঈশ্বরের কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবন লাভ কর দাদা ! মেবার ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠুক—মেবারী সুখী হোক।

রায়মল্ল। রাজকোষ অর্থপূর্ণ, সৈন্যগণও ঐক্যের বাঁধনে আবদ্ধ। সবই তেমনি আছে। কেবল আমিই বদলে গেছি—বৃদ্ধ হয়েছি। আমার গাত্রচর্ম্ম লোল হয়ে পড়েছে। বার্দ্ধক্য মাথার উপর শুভ্র পতাকা

তুলে ধরেছে—এ অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বলের হস্তে কি রাজদণ্ড শোভা পায় ভাই? এতদিন তোমার দেওয়া ভার আমি সাদরে বয়ে এসেছি। এবার আমায় ছুটী দাও ভাই।

সূর্য্যমল্ল। (স্বগতঃ) মা ভবানি! মেবারের নির্ম্মল আকাশে একি প্রলয়ের সূচনা কর্‌লি মা? এ ত শুধু খেয়াল নয় এর ভেতর গড়ে উঠেছে কুচক্রীর একটী কুচক্র! কে বলে দেবে আমাকে এ রহস্যের মূল কোথায়?

রায়মল্ল। চুপ করে থাক্‌লে চলবে না ভাই! বল—বল, এই গুরু-দায়িত্ব হ'তে আমায় অবসর দিচ্ছো তো!

সূর্য্যমল্ল। কেন এ অলীক উৎকণ্ঠা দাদা! আমি ত বেঁচে আছি। আমার বাহুতো এখনো দুর্ব্বল হয় নি। শত্রুশূন্য দেশ—তবে কেন এ দুর্ব্বলতা? কিসের আশঙ্কায় তোমার মত বীরের হৃদয় এমনি ধারা মুসড়ে পড়েছে! মুছে ফেলে দাও এ দুর্ব্বলতা। বীর তুমি—ক্ষত্রিয় তুমি—চিতোরের ভাগ্য বিধাতা তুমি। তোমার ত সাজে না এ অলস উক্তি—তোমার তো সাজে না এ দুর্ব্বলতা।

রায়মল্ল। আর তা হয় না ভাই। ফুলের যখন গন্ধ ফুরিয়ে যায় —তখন কি আর সে ফুটে থাকে? আপনি আপনিই ঝরে যায় আশা আকাঙ্খার সমাধি রচনা করে। তুমি বুঝতে না পারলেও আমি বুঝতে পারছি যে, কত দুর্ব্বল আমি, সিংহাসনে বসার যোগ্যতা আমার নেই। সূর্য্য! আমি তীর্থে যাব। আমায় অবসর দাও ভাই।

সূর্য্যমল্ল। দাদা! আমার এতদিনের আশা এমনি করে নষ্ট করে দিও না। এতদিনের প্রাণপাত চেষ্টায় মেবারকে যে ভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছি—তাতে এ ভারতবর্ষে তার সমকক্ষ কেউ নেই। দিল্লী আজ শক্তিহীন। পাঠান অত্যাচারে দেশে বিদ্রোহের আগুন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে উঠ্‌ছে। দস্যুর আক্রমণে ধনশালী প্রদেশগুলি নিঃসম্বল হয়ে

পড়েছে। এই সুযোগে আমাদের শক্তি যদি সদর্পে দিল্লীর মাথার উপর চেপে পড়ে, তা হলে আর্য্যাবর্ত্ত আবার হিন্দুর শাসন গৌরবে গৌরবান্বিত হ'য়ে উঠ্‌বে।

রায়মল্ল। হায় অন্ধ! বাইরের শত্রু দমন করতে বল্‌ছ—আর আমার গৃহ যে আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। অপরিচিতের মাথায় অস্ত্রাঘাত করবো—আর আমার পরিচিত যে সে গোপনে ছুরি শানাচ্ছে, আমার বুকে বসিয়ে দেবার জন্য।

সূর্য্যমল্ল। দাদা—দাদা! কি বল্‌ছ তুমি? আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

রায়মল্ল। কিছুই বুঝতে পাচ্ছ না? (লুক্কায়িত বর্শা ফলক্ দেখাইয়া) এই দেখ। দেখ, চিন্‌তে পার কার এ বর্শা ফলক?

সূর্য্যমল্ল। (বর্শাফলক ভাল ভাবে নিরিক্ষণ করিয়া) এ তো আমারই দাদা!

রায়মল্ল। শুধু তাই নয়। এর সঙ্গে আর কিসের স্মৃতি জড়ান আছে বলত?

সূর্য্যমল্ল। তুমি কি বলছো দাদা?

রায়মল্ল। তোমার মনে না থাকলেও—আমার স্পষ্ট মনে আছে আমাদের অতীত দিনের ইতিহাস—মৃগয়া কাহিনী। সেই সংগীহারা অসহায় অবস্থায় আমরা দু'ভাই ভীষণ শার্দ্দুল গহ্বরের সামনে উপস্থিত হলাম। এইবার মনে পড়ে?

সূর্য্যমল্ল। পড়ে।

রায়মল্ল। এই বর্শার একটা আঘাতে সেই ভীষণ শার্দ্দুলকে ধরাশায়ী করে তুমি আমাকে আসন্ন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলে। বল, মনে আছে সে কথা?

সূর্য্যমল্ল। জীবনের সেই স্মরণীয় ইতিহাস তো ভোলার নয়, দাদা!

রায়মল্ল। এই অস্ত্র ; যে অস্ত্র একদিন আমার জীবন রক্ষা করেছিল, সেই অস্ত্র আজ এসেছে আমায় হত্যা করতে !

সূর্য্যমল্ল। দাদা ! দাদা !

রায়মল্ল। না না, এ আমার বিশ্বাস হয় না। পূবের সূর্য্য পশ্চিমে উঠাও সম্ভব কিন্তু আমার সূর্য্য হ'তে কখনো একাজ হ'তে পারে না।

সূর্য্যমল্ল। বিশ্বাস কর দাদা। এর বিন্দু-বিসর্গও জানি না।

রায়মল্ল। জানি ভাই, জানি। আমার স্নেহের সূর্য্য কখনো এতোটা নীচে নামতে পারে না। যাও। সন্ধান কর। কে সে গুপ্তঘাতক, রাজ-অন্তঃপুর উদ্যানে প্রবেশ করে রাজরক্ত পান করতে চায়। আমাদের নির্ম্মল ভ্রাতৃস্নেহে বিষ মিশিয়ে—ঘর ভেদী চক্রান্তের সৃষ্টি করতে চায়। আরো দেখো কে তোমার অস্ত্রাগারে প্রবেশ করেছিল। শুধু হত্যাই তার উদ্দেশ্য নয়—এই অস্ত্র ব্যবহার করে সে জানাতে চেয়েছিল যে সূর্য্যমল্লও এ কাজে লিপ্ত। (সূর্য্যমল্লের হাত ধরিয়া স্নেহ কাতর কণ্ঠে) ওরে ভাই ; ওরে আমার স্নেহের অনুজ। আমার এ ভুলের জন্য আমাকে ক্ষমা কর।

সূর্যমল্ল। ধৈর্য্য হারিও না। দাদা ! এই শয়তানী চক্র গঠনকারীদের কাল-সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই বন্দী করে এনে তোমার সম্মুখে উপস্থিত করবো। দেখবো—কত বড় তার বুকের পাটা—কোন স্বার্থের প্ররোচনায় এই ঘর ভেদী কৌশল রচনা করেছে।

[প্রস্থান

রায়মল্ল। তাই কর ভাই—তাই কর। যত শিগ্‌গির পারিস্ বন্দী করে নিয়ে আয়। আমি সেই শয়তানদের এমন শাস্তি দেব—যা শোনা মাত্রই সারা মেবার আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌বে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

রায়মল্লের বিলাস কক্ষ

নর্ত্তকীগণের গীতকণ্ঠে প্রবেশ

নর্ত্তকীগণ। গীত।

আজি আশার আশে আছি বসিয়া
তাপিত হিয়া করিব শীতল
হিয়াতে হিয়া পরশিয়া।
চাতকিনী মোরা সে যে জলধারা
নহেলো নিঠুর—নহে সে সাহারা
জলদরূপে আসিবে পিয়াসা নাশিবে।
আঁধার ঘুঁচিবে চাঁদরূপে হাসিয়া।

তিলকচাঁদের প্রবেশ

তিলক। থামিও না—থামিও না—বীণা থামিও না। চলুক।

নর্ত্তকী। যাকে নিয়ে চলাব—সেই তিনিই আজ—

তিলক। গর হাজির? তা কি হয়, (অদূরে জয়মল্লকে আসিতে দেখিয়া) ওই যে তিনি এসে হাজির।

জয়মল্লের প্রবেশ

এই নাও—বসন্তের আগমনে ফুল যেমন আত্মহারা হয়ে মনের গোপন-কথা বলে! তোমরাও তেমনি আমাদের আগামী দিনের যুবরাজ অর্থাৎ আমাদের এই বসন্ত সখাকে জীবন যৌবন সব নিবেদন কর - আর আমিও বসন্ত সহচর কোকিলের মত কুহু—কুহু স্বরে তোমাদের গানের সুরে সুর ভিঁড়িয়ে দিই—নাও ধর। তাহলে আপনি বসন্ত—এরা কুহু—আর আমি কোকিল। কুহু—কুহু—

নর্ত্তকীগণ। গীত।

কুহু—কুহু—কুহু—
কেন ডাকিস্ কোকিলা।
বসন্তের পরশনে সইতে নারি
মদনের দহন জ্বালা।
আবেশে আপন ভুলে
বুকের বসন যায়লো খুলে
তোমার পরশ পেতে প্রিয়,
ব্যাকুল বাহুর মালা॥

জয়মল্ল। তোমরা যাও—

তিলক। ওগো তোমরা আজ যাও। কাল সন্ধ্যার বৈঠকে আবার দেখা হবে।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

জয়মল্ল। দেখ তিলক্!

তিলক। কুহু।

জয়মল্ল। তিলকচাঁদ।

তিলক। কুহু!

জয়মল্ল। রেখে দাও তোমার কুহু; এখন কথা শোন।

তিলক। ক্ষমা করবেন যুবরাজ! আমি যে তিলকচাঁদ একথাটা ভুলে ভাব রাজ্যের গভীরতার মধ্যে ডুবেছিলুম। আমি ভাবছিলাম আপনি বসন্ত—আর আমি বসন্তের সখা কুহু। আর ওই ছুঁড়িগুলো বসন্তের টাট্‌কা ফোটা ফুল। ওঃ—তারাও চলে গেছে বুঝি? ওঃ কি নেমকহারাম জাত বলুন দেখি। বলা নেই—কওয়া নেই—সোজা চলে গেল।

জয়মল্ল। তিলক! তোমার ভাঁড়ামি রাখ।

তিলক। উচিৎ কথা বল্‌বো এতে আর দোষ কি? ওঃ—কি ভয়ানক জাত রে বাবা।

জয়মল্ল। শোন তিলক!

তিলক। তা না হয় শুনছি। তবে ওই যে স্বেচ্ছাচারিণীরা আপনার আদেশ না নিয়ে যে চলে গেল—তার ব্যবস্থাটা আগে করুন।

জয়মল্ল। আমি তাদের যাবার অনুমতি দিয়েছি।

তিলক। (সহাস্যে) হ্যা হ্যা হ্যা দিয়েছেন নাকি? তাই বলুন! হুজুর ওদের স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু হুজুর! আমি যে এতদিন জুতোর শুকতলার মত পায়ের তলায় তলায় শ্রীচরণকমলেষু হ'য়ে ঘুরছি—কই—আমায় তো কোনদিন স্বাধীনতা দেন নি।

জয়মল্ল। তোমায় কি আর স্বাধীনতা দিতে পারি তিলক?

তিলক। তাতো বটেই! আমাকে কি আর স্বাধীনতা দিতে পারেন? কারণ আমি তো আর মেয়ে মানুষ নই, আর ওদের মত আঁখি ঠেরে সুমধুর গলায় গানও গাইতে পারি না। তা যদি পারতুম তা হলে অবশ্য আমিও স্বাধীনতা পেয়ে ধ্বজা উড়িয়ে অর্থাৎ ওদের মত বুক চিতিয়ে গট মট করে চলে যেতুম।

জয়মল্ল। ভুল বুঝেছ তিলক! ওরা স্বাধীনতা পায়নি, পেয়েছে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রামের অবসর; তা ছাড়া ওদের গান আজ আর আমার মোটেই ভাল লাগ্‌ছে না।

তিলক। আর আমার—কুহু?

জয়মল্ল। তোমায় খুব ভাল লেগেছে—আর ভাল লেগেছে বলেই তোমাকে আমার কাছে কাছে রেখে দিয়েছি।

তিলক। (সোল্লাসে) তাই নাকি? তাহলে আবার ডাকি—কুহু—কুহু—কুহু।

জয়মল্ল। তোমার কুহু শুনবো পরে। তার আগে আমার দু'একটী কথার উত্তর দাও।

তিলক। বেশ—বেশ—বলে ফেলুন।

জয়মল্ল। আচ্ছা! তুমি এদিকের কোন খবর রাখ?

তিলক। আজ্ঞে—কোন দিক্‌কার?

জয়মল্ল। এই আমাদের তিন ভাইয়ের।

তিলক। আজ্ঞে—তা আর যদি না রাখ্‌তে পারতুম, তাহলে কি এতদিন আপনার কুহু হয়ে আপনার পেছু পেছু ঘুরে বেড়াতে পারতুম?

জয়মল্ল। আমাদের তিন ভাইয়ের কি সংবাদ রাখ বল দেখি।

তিলক। আজ্ঞে এই ধরুন মহারাণা রায়মল্লের তিন পুত্র। সঙ্গ বড়—পৃথ্বি মেজো—আর আপনি ছোট।

জয়মল্ল। দূর আহাম্মুক! তা নয়; আমি বল্‌ছি এই আমাদের তিনজনের মধ্যে চিতোরের রাণা হবে কে?

তিলক। ওঃ, এই কথা—তাই বুঝিয়ে বলুন! এতো সোজা কথা পড়ে আছে—যুবরাজ সঙ্গ!

জয়মল্ল। কি?

তিলক। আজ্ঞে না, পৃথ্বিরাজ! তার হওয়াটাই সম্ভব যেহেতু সে খুব বড় যোদ্ধা।

জয়মল্ল। যোদ্ধা হলেই বুঝি রাজা হওয়া যায়?—যুদ্ধ করবে সেপাই, সেনাপতি—

তিলক। আজ্ঞে হ্যাঁ। এ একটা কথার মত কথা বলেছেন। যুদ্ধে মারা-মারি ফাটা-ফাটী—লাঠা-লাঠি—হাতা-হাতি এসব কি ভদ্র লোকের কাজ, এসব যে ইতর বেহায়াদের কাণ্ড কারখানা, এটা এতক্ষণ আমার মাথায় ঢোকেনি।

জয়মল্ল। তোমার মাথা থাক্‌লে তো ঢুকবে?

তিলক। তাহলে কি আমি কন্ধকাটা! কেন, এই মাথা আছে। এই চুল, চুলের নীচে কপাল, তার নীচে নাক—নাকের দুপাশে-

দুয়োরাণী সুয়োরাণীর মত দুটো চোখ ; আর আপনি বল্‌ছেন কিনা মাথা নেই ? আলবৎ আছে।

জয়মল্ল। তা যদি থাকে, তাহলে কেমন করে বল্লে, সঙ্গ-পৃথ্বি রাণা হবে ?

তিলক। ওঃ আমার ঠিকে ভুল হয়েছিল হুজুর ! অতটা তলিয়ে বুঝতে পারিনি।

জয়মল্ল। এইবার বুঝতে পেরেছ ?

তিলক। আজ্ঞে হাড়ে হাড়ে।

জয়মল্ল। তিলক, আমার কি রাণা হওয়ার কোন লক্ষণ নেই ?

তিলক। নেই মানে ! ওই তো আপনার কপালে রাজটীকা জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে।

জয়মল্ল। রাণা হওয়ার মত গুণ—

তিলক। অসংখ্য।

জয়মল্ল। কি কি বল দেখি !

তিলক। এই ধরুন না কেন জালিয়াতি, জুচ্চুরি-ফরেব্বাবাজি-বিশ্বাস-ঘাতকতা পরস্ব অপহরণ—নারী হরণ-ধর্ষণ ইত্যাদি ইত্যাদি। এত গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি চিতোরে আর একটিও নাই।

জয়মল্ল। এতক্ষণে তুমি আমায় চিনেছ। তোমার বুদ্ধি প্রসংশনীয়। আচ্ছা তিলক ! আমি রাণা হলে—

তিলক। প্রজাদের দুর্গতির সীমা থাকবে না। সুখে ঘুমুতে পাবে না। সদাই—সচকিত—সশংকিত—সসন্তপ্ত অবস্থায় কাটাতে হবে।

জয়মল্ল। মানে ?

তিলক। মানে, আপনার দানে প্রজাদের ঘর ভরে থাকবে। কেউ খেটে খাবার নাম করবে না। শুধু ফুরতি মেরেই দিন কাটাবে। একেবারে কুঁড়ের রাজত্ব হয়ে দাঁড়াবে। তার প্রমান আমি—

Uttarpara Jaikrishna Public Lib

জয়মল্ল। তুমি কুঁড়ে কিসে!

তিলক। এই দেখুন না, দিনরাত খাচ্ছি দাচ্ছি আর মদ মেয়েমানুষের ঝোঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিছুটা নাড়তে হলেই মাথায় পড়ে আকাশ ভেঙে। সেকি হাড় ভাঙা খাটুনি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি · যাতে আপনার মত গুণবান হৃদয়বান লোক রাণা না হয়।

জয়মল্ল। না তিলক! আমি সেভাবে প্রজাদের প্রশয় দেব না। বরঞ্চ এখন প্রজারা যে ভাবে সুখের কোলে ঘুমিয়ে আছে, আমার রাজত্বে তা থাকতে পাবে না। সবাইকে অর্থাৎ পুরুষ মাত্রেই আমার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে হবে।

তিলক। আহা হা, বলি ওই জন্যই তো বলেছি—সজাগ—সচকিত অবস্থায় থাকতে হবে। আর মেয়েগুলো—

জয়মল্ল। ওদের দিয়ে নারীবাহিনী গঠন করা হবে।

তিলক। তাহলে কি মেয়েরাও যুদ্ধ করবে নাকি?

জয়মল্ল। মূর্খ তুমি। রাজপুতনায় কি এর দৃষ্টান্ত কখনও পাওনি?

তিলক। না পেলেও শুনেছি—যুদ্ধে রাজপুতের মেয়েরা পুরুষের চেয়েও কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

জয়মল্ল। এই চিতোর যদিও আজ শক্তিশালী, যদিও আজ বাহির শত্রুর আক্রমণের ভয় নেই, তবুও আমায় ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কারণ এই চিতোর আক্রমণের জন্য অনেকেই শক্তি সঞ্চয় করছে।

তিলক। সঙ্গ-পৃথ্বীরাজ-সূর্য্যমল্ল থাকতে কোন শত্রুর সাহস হবে না, চিতোর আক্রমণ করতে।

জয়মল্ল। এদের স্থান এ চিতোরে নেই। কারণ ওরাই হচ্ছে আমার পথের কাঁটা। ওদের সরাতে না পারলে আমার আশা পূর্ণ হবে না।

তিলক। ঠিক বলেছেন। ওদের আগে পৃথিবীর বুক থেকে সরাতে না পারলে আপনার ভাগ্যোন্নতির কোন আশা নেই।

জয়মল্ল। তা বুঝি; তবে পৃথিবীর বুক থেকে নয়—মাত্র মেবার থেকে সরালেই যথেষ্ট।

তিলক। কিন্তু সরাচ্ছেন কি করে? মহারাণা ত কোন সময়ের জন্য তাঁদের চোখের আড়াল করেন না। তা ছাড়া সেনাপতি সূর্য্যমল্লের চোখের মণি তাঁরা।

জয়মল্ল। জানি। খুব শীগ্‌গির দেখতে পাবে যে—জয়মল্লের কূট-কৌশলে ওদের সকলকেই রাণার বিষ নজরে ফেলেছে।

তিলক। কূট বুদ্ধিতে আপনি যে অদ্বিতীয়—তা আমি কেন—আমার চোদ্দপুরুষ স্বীকার করছে। তবে সে কৌশলটা কি?

জয়মল্ল। বুঝতে পারবে পরে।

তিলক। তা না হয় বুঝলুম। কিন্তু আপনি রাণা হলে আমার ত একটা কিছু হওয়া দরকার।

জয়মল্ল। কেন—তুমি হবে সেনাপতি।

তিলক। ওরে বাপ্‌রে বাপ! ও কাজ আমার দ্বারা হবে না। দিন নেই—রাত নেই—পাহাড় পর্ব্বতে ঘোরা—ঢাল তলোয়ার মাজা ঘসা—মেজাজটাকে সব সময়ের জন্য খড়িয়ে রাখা—মানুষ হয়ে মানুষ মারা কাজ—আমা হতে হবে না। উঃ—যুদ্ধ। কি সর্ব্বনাশ।

জয়মল্ল। পুরুষ তুমি যুদ্ধকে তোমার এত ভয় কিসের?

তিলক। আমার চোদ্দপুরুষের মধ্যে কেউ কোনকালে পুরুষ ছিল বলে ত মনে হয় না।

জয়মল্ল। মানে।

তিলক। মানে জলের মত সোজা। এই চাকরীজীবি যারা—তাদের আবার পুরুষত্ব কোথায়? দিনরাত মনিবের পা চেটে বেড়ান যাদের স্বভাব তারা আবার পুরুষ! বরং নাক ফোড় বলদ বলা

যেতে পারে। দোহাই হুজুর, আমার চাকরীটা একটু হালকা দেখে ব্যবস্থা করুন।

জয়মল্ল। তুমি কি রকম চাকরী চাও ?

তিলক। এই ধরুন—দেশের গরীব দুঃখী লোকেদের পকেট কেটে নিজের পুঁজি বাড়ান—দিনরাত মদে ডুবে থাকা—আর ওই নাচওয়ালীদের পায়ের শ্রীঘুমুর রূপে জড়িয়ে থাকা। বড় জোর আপনার সামনে যে আজ্ঞে—পরাজ্ঞে করে হাত কচলান—এর বেশি খাটুনির কাজ আমার দ্বারা অসম্ভব।

জয়মল্ল। অর্থাৎ—

তিলক। ফুঁ—ফুঁ—স্রেফ গায়ে ফুঁ দিয়ে—বড় বড় বুকনি দিয়ে—নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে নেওয়া।

জয়মল্ল। যেমন মোসাহেব আছ তেমনিই থাকতে চাও, কেমন ?

তিলক। আজ্ঞে হ্যাঁ। মোসাহেবই—বলুন আর পাদুকা বাহীই বলুন—আমোদ প্রমোদের মধ্যে দিয়ে জীবনটাকে সুখে কাটিয়ে দিতে চাই।

জয়মল্ল। (সহাস্যে) আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু খুব সাবধান ; আমি যা করবো তা যেন কোন রকমে প্রকাশ না পায়।

তিলক। প্রকাশ পাবে কি রকম ! আমি তো আর বারোহাত কাপড়ে নেংটার জাত নই যে, হুট্ বলতেই ভুশ্ করে পেটের কথা বেড়িয়ে পড়বে। হাজার ডুবুরি নেমেও সন্ধান পাবে না।

জয়মল্ল। থাম—থাম খুব হ'য়েছে। যাও, সেই লোকটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

তিলক। এই চল্লাম।

[প্রস্থান

জয়মল্ল। সাধনায় সিদ্ধি যখন, তখন আমি কেন পারবো না সিংহাসন লাভ করতে।

জগাপাগলার প্রবেশ

জগা পাগলা।　　　　গীত।

সামাল—সামাল—সামাল—
　　তুই সামলে ধরিস হাল।
মাঝ দরিয়ায় নৌকা রে তোর
　　হবে রে বানচাল॥
ঈশান কোণে মেঘ উঠেছে—
আসছে ঝড় বিষম রুখে—
আগে হতে সামাল দেনা
　　শেষে রাখতে নারবি তাল॥

[প্রস্থান

জয়মল্ল। পক্ষপাতিত্ব—পক্ষপাতিত্ব। একটা পাগল সেও আমায় সামলে চলতে উপদেশ দিয়ে গেল। জ্যেষ্ঠ সিংহাসনে বসবে, আর কনিষ্ঠ করুণা প্রার্থী হয়ে চেয়ে থাকবে তার মুখের দিকে। না-না, তা হবে না। নিজেকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিযুক্ত করবো আমি আমার সারাজীবনের সাধনাকে।

শম্ভুজীর প্রবেশ

শম্ভুজী। এই তো মানুষের কথা, ভাগ্যের দোঁহাই দিয়ে—সমাজের ছেঁদো কথায় বিশ্বাস করে তারা—যারা অলস—দুর্ব্বল—ভীরু।

জয়মল্ল। আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।

শম্ভুজী। ভাবনার কিছু নেই কুমার, কাজে এগিয়ে পড়ো।

জয়মল্ল। বেশ, তোমার কথা মত না হয়—সঙ্গ, পৃথ্বির ব্যবস্থা করলাম, তারপর বৃদ্ধ পিতা ?

শম্ভুজী। কারারুদ্ধ করবে।

জয়মল্ল। পিতাকে !

শম্ভুজী। মথুরাপতি কংসও একদিন বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে রাজ্যরশ্মি ধারণ করেছিলেন।

জয়মল্ল। প্রজা বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলে ?

শম্ভুজী। একটা ফুঁয়ে নিভিয়ে দেবো। মনে থাকে যেন, কাল সন্ধ্যায়—

জয়মল্ল। তুমি !

শম্ভুজী। ছায়ার মত তোমার সঙ্গে থাকবো।

[জয়মল্লের প্রস্থান

হাঃ-হাঃ—হাঃ। আমার প্রতিহিংসা মঞ্চে ওঠার প্রথম সোপান নির্ম্মাণ হ'য়ে গেল। ধাপে ধাপে উঠতে হবে—তারপর—হাঃ-হাঃ—হাঃ—আমার প্রতিহিংসার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেবো ! তোমার সুখ সুপ্ত রাজ্যের বুকে মরুর হাহাকার ডেকে আনবো—তবে যাবে জ্বালা—তবে নিভবে আগুন।

তিলকের প্রবেশ

তিলক। নমস্কার মশাই—নমস্কার ! উঃ কি খোঁজনটাই না খুঁজেছি—হাটে ঘাটে—মাঠে ময়দানে—শশ্মানে গোভাগাড়ে কোন জায়গায় বাদ দিইনি।

শম্ভুজী। কেন আমাকে তোমার দরকার কি !

তিলক। আজ্ঞে আমার না তাঁর, যাঁর কাঁধে ভর করেছেন।

শম্ভুজী। বুঝলাম না।

তিলক। ছলনা করছেন কেন দয়াময়! সাপের হাঁচি তো বেদের কাছে লুকুনো যায় না। দোহাই অপদেবতা! ভুল করেছেন দুঃখ নেই—শেষ পর্য্যন্ত যেন ছোটকুমারের ঘাড় মট্‌কাবার চেষ্টা করবেন না।

শম্ভূজী। অর্ব্বাচীন!

[প্রস্থান

তিলক। এ্যা হে হে-হে, এসেই চিনে ফেলেছে। তুমিই যেমন অপদেবতা—আমিও তেমনি—সরসে পড়া।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

পর্ব্বত ভূমি। চারণী মন্দির সম্মুখ

এক দিকে একটী ব্যাঘ্র চর্ম্ম পাতা ছিল, অন্য দিকে
একটু তফাতে একটী কাষ্ঠাসন সংরক্ষিত ছিল

গীত কণ্ঠে চারণীগণের প্রবেশ

চারণীগণ।　　গীত।

ঘুম মোহে হায় কেন অচেতন
জাগ জাগ ভারতের জনগণ।
আলোকের শিশু ডেকে বলে যায়
শোন শোন কর্ম্মের আবাহন॥
পুষ্পিতা আজি শ্যামলা ধরণী
পবন করিছে মৃদুলে ব্যজনী
দিকে দিকে ওঠে সুখকলরব
ফুলের কাননে মধুপগুঞ্জন॥

জীবের মঙ্গলে এ সৃষ্টি রচনা যাঁর
নত কর শির চরণেতে তাঁর
আপনায় সবে দাও বলিদান
কামনায় কর নিবেদন।

[সকলের প্রস্থান

সঙ্গ, পৃথ্বী ও জয়মল্লের প্রবেশ

জয়মল্ল। এসো এইখানে একটু অপেক্ষা করি। গণনা শেষ করেই চারণী মন্দির বাইরে আসবে।

সঙ্গ ব্যাঘ্র চর্ম্মের মধ্যস্থলে বসিল, পৃথ্বী জয়মল্ল—একটী উচ্চ কাষ্ঠাসনে রক্ষিত জীর্ণ-কান্থার উপর বসিল

সূর্য্যমল্লের প্রবেশ।

সূর্য্যমল্ল। চলে এসো জয়মল্ল!

জয়মল্ল। চারণী দেবী না আসা পর্য্যন্ত আমাদের এইখানে থাকতে হবে।

পৃথ্বী। তিনি আমাদের এইখানে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

সূর্য্যমল্ল। কোথায় তিনি?

জয়মল্ল। মন্দিরের মধ্যে। আমাদের গণনার ফলাফল না জানা পর্য্যন্ত এখান থেকে যেতে পারবো না;

পৃথ্বী। চারণী দেবী মন্দির মধ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ গণনা করছেন, এখুনি এসে ফলাফল জানিয়ে দেবেন।

সূর্য্যমল্ল। না, তা জানায় কোন প্রয়োজন নেই, জয়মল্ল। তোমার পিতা তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

জয়মল্ল। আমার যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া আমরা চলে গেলে চারণীই বা এসে কি মনে করবেন!

সূর্য্যমল্ল। কোন কথা নয়, এখুনি আমার সংগে তোমাদের যেতে হবে। (জয়মল্লের প্রতি) তুমি কি ভেবেছো তোমার ষড়যন্ত্র আমার বুঝতে বাকি আছে !

জয়মল্ল। ষড়যন্ত্র ! আমার ষড়যন্ত্র !

সূর্য্যমল্ল। হ্যাঁ। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে রক্ষার জন্য কেন তুমি সেদিন অতটা আগ্রহ প্রকাশ করেছিলে।

জয়মল্ল। কাকা।

সূর্য্যমল্ল। আমি এখুনি গিয়ে দাদাকে বুঝিয়ে দেব যে তাঁর জীবন নাশের চেষ্টা সূর্য্যমল্ল করেনি—করেছিল তাঁর আদুরে দুলাল জয়মল্ল।

জয়মল্ল। সে সব পরে হবে। উপস্থিত চারণীর ভবিষ্যৎ গণনা শুনে যান। কিছু আগে আমার দুই ভাই আমার কাছে কৈফিয়ৎ চেয়েছিল, কৈফিয়ৎ না দিয়েই এখানে আমি এসেছি।

সূর্য্যমল্ল। এ কথার অর্থ ?

জয়মল্ল। আমি জান্‌তে চাই,—ঈশ্বর আমাকে কৈফিয়ৎ নিতে পাঠিয়েছেন--না দিতে পাঠিয়েছেন।

সূর্য্যমল্ল। সঙ্গ ! তোমার ভবিষ্যৎ তুমি ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংগে সংগেই মেবারবাসী ধারণা করে নিয়েছে। ভবিষ্যৎ গণনার জন্য ত তোমার এখানে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না।

সঙ্গ। আমি ত গণনার জন্য এখানে আসিনি, কাকা ! আমি আর পৃথ্বি শিকারে এসেছিলাম। জয়মল্ল আমাদের অনেক পরে এসেছে।

পৃথ্বী। সারাদিন পর্ব্বতে অরণ্যে ঘুরে ক্লান্ত দেহে বাড়ী ফিরছিলাম ; এমন সময় অদূরে চারণী মন্দির দেখে, জয়মল্ল বিশ্রাম করতে চাইলে। চারণী দেবীকে দেখতে পেয়েই জয়মল্ল আমাদের তিন জনের ভাগ্য গণনার কথা বলতেই, তিনি আমাদের অপেক্ষা করতে বলে মন্দির মধ্যে গেলেন।

চারণীর প্রবেশ

চারণী। একি! সেনাপতি! দীনার আশ্রম আজ ধন্য হ'লো। আসন গ্রহণ করুণ।

সঙ্গের পার্শ্বে বসিল

জয়মল্ল। সত্য বল চারণী! গণনায় কি স্থির হল? কে বসবে মেবার সিংহাসনে? (চারণীকে ইতঃস্তত করিতে দেখিয়া) বল, তোমার কোন ভয় নেই।

চারণী। আমি সহায়হীনা নারীমাত্র। আপনারা শক্তিমান, আপনাদের কাছে আমার যে ভয়ের কোন কারণ নেই সেটা আমি বিলক্ষণই জানি।

জয়মল্ল। বল তবে, পিতার অবর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে কে বসবে মেবার সিংহাসনে? বল, তোমার গণনায় কি বলে?

চারণী। আমার গণনায় নয়। ঈশ্বরই গণনা করেছেন, তিনিই নির্ব্বাচিত করে দিয়েছেন—কে মেবার সিংহাসনের উপযুক্ত।

জয়মল্ল। কিসে বুঝ্‌লে?

চারণী। আজ আমার এখানে স্বেচ্ছায় আপনারা যেরূপ আসন বেছে নিয়ে উপবেশন করেছেন। মেবারের সিংহাসনে তিনি ঠিক সেই রূপ অধিকার পাবেন। ব্যাঘ্রচর্ম্মের সমস্তটাই সঙ্গ অধিকার করেছে। সেনাপতি তাঁর একাংশে আর (জয়মল্ল ও পৃথ্বিকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক) আপনারা বসেছেন জীর্ণ কান্থার উপর। পর্ব্বতে-রণক্ষেত্রেই হবে আপনাদের অধিকার। আপনারা হবেন সেনাপতি।

জয়মল্ল। আর সঙ্গ বসবে মেবার সিংহাসনে, হবে মেবারের ভাগ্যবিধাতা!

চারণী। গণনার ফলাফলই তাই।

জয়মল্ল। তবে মর তুই।

চারণীর কেশ মুষ্টি ধ'রিয়া পদাঘাত

চারণী। উঃ। প্রাণ যায়।

পতন

পৃথ্বা। তবে তুইও মর। (জয়মল্লকে পদাঘাত করিল, সে ভূমে পড়িয়া গেল) পৃথ্বি সব অন্যায় সহ্য করতে পারে কিন্তু চোখের উপর নারী নির্য্যাতন সহ্য করতে পারে না।

জয়মল্ল সহসা উঠিয়া অসি কোষমুক্ত করিয়া পৃথ্বিরাজকে আক্রমণ করিল, পৃথ্বী বাধা দিল।

সঙ্গ। (উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া) পৃথ্বা—পৃথ্বী, জয়মল্ল আমাদের ছোট ভাই।

পৃথ্বী। ঔদ্ধত্য তার অমার্জ্জনীয়।

সঙ্গ। আমার স্নেহের দাবী, আমি তোমাদের দুজনকেই অনুরোধ করছি—শান্ত হও। এ আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব হ'তে নিবৃত্ত হও। ভ্রাতৃ বিরোধের বিষ ছড়িয়ে মেবারের নির্ম্মল বাতাস বিষাক্ত করে তুলো না।

জয়মল্ল। তবে তুমিও মর।

সহসা সঙ্গের ললাট লক্ষ্যে আঘাত করিল কিন্তু আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সে আঘাত সঙ্গের দক্ষিণ চক্ষে পড়িল

সঙ্গ। উঃ—!

দক্ষিণ চক্ষুটী ক্ষিপ্রহস্তে চাপিয়া ধরিল দর দর ধারে রক্ত ঝরিতে লাগিল। কিছু পর জয়মল্লকে লক্ষ্য করিয়া

তাই কর ভাই, তাই কর; আরো আঘাত কর। আমার মৃত্যুতে যদি এই ভ্রাতৃ বিরোধের আগুন নিভে যায়—তবে বসিয়ে দে ওই তরবারি আমার বুকে। সূচনাতেই নিভে যাক হিংসানল—শান্ত হোক মহাপ্রলয়।

পৃথ্বী। (সঙ্গের প্রতি) যে তোমার রক্ত দেখেছে—তার রক্ত দর্শন না করা পর্য্যন্ত আমার অসি কোষবদ্ধ হবে না।

সঙ্গ। ওরে না না! রক্তের বদলে রক্ত নয়—ক্ষমা—

পৃথ্বী। কিন্তু, চিরদিনের মত তুমি যে একটী চক্ষু হারালে, দাদা!

সঙ্গ। কিন্তু ভাইকে তো হারাইনি। তোরা তো আমার অক্ষতই আছিস।

সূর্য্যমল্ল। তুমি উদারতা দেখালেও আমি দেখাব না। ওকে ক্ষমা করবো না—কিছুতেই না।

ইঙ্গিত মাত্রেই দুইজন সৈনিকের প্রবেশ ও জয়মল্লকে দেখাইয়া

(সৈনিকদ্বয়ের প্রতি) বিদ্রোহীকে বন্দী কর।

জয়মল্ল। সাবধান। কার গায়ে হাত দিচ্ছ জান!

সূর্য্যমল্ল। অস্ত্র কেড়ে নিয়ে বন্দী কর।

জয়মল্ল। কার সাধ্য, জয়মল্লের হাতে অস্ত্র থাকতে তাকে বন্দী করতে পারে?

সূর্য্যমল্ল। বটে, পৃথ্বি! আমি আদেশ করছি বন্দী কর।

পৃথ্বী। (জয়মল্লের প্রতি) বন্দীত্ব স্বীকার কর মূর্খ।

জয়মল্ল। খোকা নই যে, চোখ রাঙানির ভয়ে তোমার হুকুম তামিল করবো। যুদ্ধ কর।

উভয়ের যুদ্ধ, জয়মল্লের হাতের অস্ত্র পড়িবামাত্র
সূর্য্যমল্ল তাহার হাতের কব্জি চাপিয়া ধরিলেন

সূর্য্যমল্ল। বুঝলে বালক! তোমার ঔদ্ধত্যের পরিণতি। (সৈনিকের প্রতি) দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার অস্ত্রাগারে একে এই অবস্থাতেই যাও, নিয়ে যাও।

জয়মল্লকে লইয়া সৈনিকের প্রস্থান,
চারণীকে লক্ষ্য করিয়া

এখনও প্রাণ আছে, উপযুক্ত শুশ্রূষা করলে হতভাগিনী অচিরেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

। (সঙ্গের প্রতি) দাদা! তুমি কি খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ?

সঙ্গ। দুর্ব্বল! সত্যই আমি দুর্ব্বল—বড় দুর্ব্বল, তবে অস্ত্রাঘাতে দুর্ব্বল হইনি—শোণিত পাতে দুর্ব্বল হইনি—বৃদ্ধের চেয়েও অশক্ত-দুর্ব্বল করেছে আমায় জয়মল্লের আচরণ। নিরাশার কালী ঢেলে মুছে দিয়েছে আমার ভবিষ্যৎ স্বপ্নের রঙিন ছবি। জয়মল্লের এই ব্যবহার—এযে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

[প্রস্থান

পৃথ্বী। (বেদনাকাতর স্বরে) কি হ'লো কাকা!

সূর্য্যমল্ল। চঞ্চল হয়োনা পৃথ্বি! মেঘ কেটে যাবে—আবার নির্ম্মল শশধরের হাসি ছড়িয়ে পড়বে এই মেবারের বুকে। এখন এস চারণীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আনার চেষ্টা করি। কিন্তু জল পাব কোথা?

পৃথ্বী। আসার সময় এই পর্ব্বতের উপরেই ঝর্ণা দেখে এসেছি। চলুন, এঁকে সেইখানে নিয়ে যাই।

সূর্য্যমল্ল। বেশ তাই চল।

[চারণীকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান

ব্যস্তভাবে রায়মল্ল ও শম্ভুজীর প্রবেশ

রায়মল্ল। কই, কোথায় তারা?

শম্ভুজী। এইখানেই তো ছিল। (নীচের দিকে চাহিয়া) এই দেখুন মহারাণা, টাট্‌কা রক্তের দাগ।

রায়মল্ল। রক্ত! (ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, রক্তই তো বটে। লাল টকটকে—তুমি ঠিক দেখেছ?

শম্ভুজী। হ্যাঁ মহারাণা! আমি তাদের স্পষ্ট দেখেছি—ছোট কুমারকে মাটীর উপর ফেলে তার অসহায় বুকের উপর তরবারী তুলে

ধরতে। নিজের কানে শুনেছি তার আর্ত চিৎকার, আর দেখেছি সেই চিৎকারের স্বরে স্বর মিশিয়ে সেনাপতি সূর্য্যমল্লের পৈশাচিক হাসি। আমার সামান্য ক'জন অনুচরকে কুমারের সাহায্যে পাঠিয়ে আমি নিজে এসেছি আপনাকে সংবাদ দিতে।

রায়মল্ল। আচ্ছা, বল্‌তে পার কেন তাদের এ আত্মকলহের সৃষ্টি?

শম্ভূজী। না, মহারাণা!

রায়মল্ল। তুমি কে?

শম্ভূজী। আমি বাইমান রাজের দেহরক্ষী। চিতোর হতে বাইমান ফেরার পথে পর্ব্বতের উপর থেকে দেখলাম এই অদ্ভুত দৃশ্য।

রায়মল্ল। তুমি ঠিক দেখেছিলে সঙ্গ ও পৃথ্বিকে? তুমি নিজের কানে শুনেছিলে সূর্য্যমল্লের পৈশাচিক অট্টহাসি! সত্য বল, আমার সংগে পরিহাস করছো নাত?

শম্ভূজী। সে স্পর্দ্ধা এ দাসের কোথায় মহারাণা!

রায়মল্ল। সেই রক্ত-পিয়াসী শার্দ্দূলের পদতলে পড়ে আমার প্রিয় পুত্র জয়মল্ল, পিতা—পিতা বলে আর্ত্তকণ্ঠে চিৎকার করছিল?

শম্ভূজী। হ্যাঁ, মহারাণা!

রায়মল্ল। চুপ। মহারাণা! মহারাণার পুত্র কি শিয়াল কুকুরের মত বনে জঙ্গলে অসহায় অবস্থায় মরে! না—মহারাণা পুত্রহন্তাদের রক্ত না দেখে আঁধারে মুখ লুকিয়ে স্ত্রীলোকের মত কাঁদে? সৈনিক! সৈনিক—

শম্ভূজী। কি মহারাণা।

রায়মল্ল। ওই কালো গম্ভীর পর্ব্বতগুলোর সহস্র রন্ধ্র ভেদ করে প্রবল হাহাকার ছুটে এসে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। পড়ুক পড়ুক। এই পৃথিবীর এক ঘেয়ে জীবনের উপর দিয়ে মহাপ্রলয় ছুটে এসে

সব ভেঙে-চুরে-সব ওলট পালট করে দিয়ে যাক্। আবার নূতন করে গড়ে উঠুক নূতন বিশ্ব—সাম্যবাদের আদর্শ নিয়ে।

শম্ভুজী। (স্বগতঃ) একটু আগে কে ভাবতে পেরেছিল যে, এই পদদলিত নির্য্যাতীত লাঞ্ছিত ভিখারীকে, এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেবারের মহারাণার কাতরতা উপভোগ করতে হবে ?

রায়মল্ল। সৈনিক! আর এখানে কেন? আমায় প্রাসাদে নিয়ে চল! সেখানে যে সূর্য্যমল্লের রক্ত পিপাসু ছুরি আমার জন্য চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। চল—চল আমায় নিয়ে চল—তার স্নেহের নিবিড় বাঁধনে আবদ্ধ চিরনিদ্রার কোলে ঘুমিয়ে থাকবো।

[অর্দ্ধ উন্মাদের মত প্রস্থান ও শম্ভুজীর অনুগমন

পঞ্চম দৃশ্য

চিতোর দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ

জয়মল্ল পদচারণ করিতেছিল

জয়মল্ল। মূর্খ! মূর্খ তুমি সূর্য্যমল্ল! জয়মল্লকে বন্দী করে রাখার মত শক্তি তোমার নেই। মাত্র একশত স্বর্ণ মুদ্রায় আজ আমি মুক্ত। এখন বাবা ফিরলেই হয়। পৃথিবীর এক জঘন্য বিধির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। প্রত্যেক বুদ্ধিমানের যা করা উচিৎ—আমি তাই করছি।—জন্ম লগ্নের উপর সিংহাসন প্রাপ্তি নির্ভর করতে পারে না। মূর্খের এ বিধান। আমি নূতন বিধান প্রচলিত করব—কে বাধা দেবে? আর বাধা যদি দেয়—কি আসে যায়। (অদূরে রায়মল্লকে আসিতে দেখিয়া) ওকে! বাবা না! হ্যাঁ, তিনিই ত বটে। নিম্ন-দৃষ্টি, মন্থর গতি—তাহলে

শম্ভুজী, আমার কথামত কাজ করেছে। যাই এই সুযোগে আমিও তৈরী হয়ে নিই।

[প্রস্থান

রায়মল্লের প্রবেশ

রায়মল্ল। এই তো তার কক্ষ। ঠিক এইখান থেকে কতদিন তার নাম ধরে ডেকেছি—সে বাবা-বাবা বলে ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরেছে। আর আজ, সে একটীবারের জন্যও কি আসবে না? আমার সর্ব্বস্বের বিনিময়ে তাকে কি আর ফিরে পাব না?

মিনতির প্রবেশ

মিনতি। মহারাণা—

রায়মল্ল। কে! কে তুই?

মিনতি। দাসী।

রায়মল্ল। দাসি! কার দাসী?

মিনতি। আপনার—

রায়মল্ল। আমার! কে—কে তোকে নিযুক্ত করেছে?

মিনতি। যুবরাজ সঙ্গ।

রায়মল্ল। তাই বুঝি ছুটে এসেছিস! বেশ করেছিস। এই নে, আমি বুক পেতে দিচ্ছি— তুই তোর কাজ শেষ কর।

মিনতি। মহারাণা! আপনি কি অসুস্থ?

রায়মল্ল। আমার সংগে ছলনা? জানিস, আমি এখনও রাণা রায়মল্ল! এখনও আমার ইঙ্গিতে তোর প্রাণহীন দেহটা মাটীর বুকে লুটীয়ে পড়তে পারে? আচ্ছা, দাঁড়া দাঁড়া—একটু দাঁড়া।

[প্রস্থান

মিনতি। একি করলে—দয়াময়! চিতোরের বুকে আজ একি

অনর্থের সূচনা করলে ! ফিরে দাও—ফিরে দাও দয়াময়, চিতোরীর সুখ শান্তি ফিরিয়ে দাও।

ছুরিকা হস্তে রায়মল্লের পুনঃ প্রবেশ

রায়মল্ল। ব্যাস্। আর কোন ভয় নেই। কেউ এখানে নেই। শুধু তুই আর আমি। এই নে—ধর এই ছুরি—শীগ্‌গির কাজ শেষ কর। দেরী করিসনি—দেরী করিসনি, ধর। এখুনি কেউ এসে পড়বে।

মিনতি। আমায় ক্ষমা করুন মহারাণা। আমি যে কিছুই—

রায়মল্ল। বুঝতে পারছিস না? বটে। আমি মিনতি করছি আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দে। ওরে, গোপনে আমায় হত্যা করিস্ নি। তা হলে পরলোক থেকেও তোদের আশা সফল হতে দেবো না। ধর—ধর—হত্যা কর।

মিনতি। আমি আপনাকে হত্যা করবো? একথা শোনবার আগে ওই নীল আকাশ থেকে একটা বাজ আমার মাথায় পড়লো না কেন, মহারাণা, আমি যে আপনার দাসী। চিরদুঃখিনী—মাতৃহীনা। সংসারে আপনার বলতে কেউ নেই। এ হতভাগিনীকে এমনি করে আঘাত করবেন না, বাবা!

রায়মল্ল। বাবা! এঁ্যা—তুই আমায় হত্যা করতে আসিস্‌নি? তবে কি তুই—জয়মল্ল মরেছে, সেই খবরটা দিতে এসেছিস?

মিনতি। এমন অকল্যাণকর কথা মুখে আনবেন না, বাবা! ছোট রাজকুমার এই দুর্গেই আছেন—আমি একটু আগেই তাঁকে দেখেছি।

রায়মল্ল। দেখেছিস! তুই সত্য বলছিস্? তুই তাকে দেখেছিস! সে এইখানেই আছে?

মিনতি। আমি শপথ করছি মহারাণা, তিনি এইখানেই আছেন। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি তাঁকে খুঁজে আনছি।

রায়মল্ল। যদি মিথ্যা হয় ?

মিনতি। যে শাস্তি দেবেন—আমি মাথা পেতে নেব। কোন প্রতিবাদ করবো না।

রায়মল্ল। হ্যাঁ-হ্যাঁ-আছে। তুই ঠিক বলেছিস্ সে আছে। তবে এখানে নয় দূরে—বহুদূরে—এই হিংসা বিদ্বেষ পূর্ণ নররক্ত লোলুপ বিশ্ব হতে অনেক দূরে।

জয়মল্ল। (নেপথ্যে) বাবা! বাবা।

রায়মল্ল। কে ? কে ? কে আমায় বাবা বলে ডাক্‌লে ? ছলনা! সবাই আমার সংগে ছলনা করছে। আমি বৃদ্ধ হয়েছি বলেই কি আমার সংগে ছলনা ? সিংহ অশক্ত হয়েছে বলে কি আজ তাকে সবাই মিলে—দেখ্ দেখ্, এখানকার আলো বাতাস পর্য্যন্ত আমায় প্রতারণা করছে।

মিনতি। প্রতারণা নয় মহারাণা, ওই দেখুন তিনি আস্‌ছেন।

কাতর অবসন্ন ভাবে জয়মল্লের প্রবেশ

(স্বগতঃ) একি! এ আবার কি অভিনয় ?

রায়মল্ল। জয়মল্ল! জয়মল্ল! (আঁকড়াইয়া ধরিলেন) তুই বেঁচে আছিস ?

জয়মল্ল (যন্ত্রনা কাতর স্বরে) আছি বাবা! শুধু আপনার আশীর্ব্বাদে।

রায়মল্ল। মা-মা, তুই সত্যই বলেছিস। এই নে তোর পুরস্কার। (মণিহার দান করিতে উদ্যত) আপত্তি করিস্ নি, এ মহারাণার দান।

মিনতি। মহারাণা!

রায়মল্ল। না না তুই আপত্তি করিস না। এ যে তোর পিতার আশীর্ব্বাদ, ধর। (মিনতি হার গ্রহণ করিয়া মস্তকে স্পর্শ করিল) এখন যা—মা। জয়মল্লের কাছে আমায় কিছু জানবার বিষয় আছে।

মিনতি। (স্বগতঃ) ভগবান! ভগবান! শান্তি বারি বরিষণ কর এই চিতোর রাজবংশে—নিভিয়ে দাও ভ্রাতৃবিদ্বেষের আগুন।

[প্রস্থান

রায়মল্ল। জয়মল্ল! তুমি কি এমনি দুর্ব্বল যে আমার কথার উত্তর দিতে তোমার খুবই কষ্ট হবে?

জয়মল্ল। কষ্ট হলেও—আমায় বলতে হবে বাবা! সংক্ষেপেই আমার সব কথা বলবো।

রায়মল্ল। আশা করি প্রকৃত উত্তর পাব।

জয়মল্ল। পিতার সম্মুখে মিথ্যা বলে ইহ-পরকাল নষ্ট করিতে চাই না, মেবার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তাঁরা আমার পূজনীয়। তাদের শত অপরাধ গোপন করা আমার কর্ত্তব্য, কিন্তু এখন তা অসম্ভব। আপনি কি কি জিজ্ঞাসা করতে চান, করুন!

রায়মল্ল। এই নৃশংসতার কারণ কি? এবং তুমি কি সিংহাসনের প্রত্যাশী?

জয়মল্ল। সে দুরাশা আমার মনে কোনদিনই স্থান পাইনি, বাবা!

রায়মল্ল। তবে কেন এই ভ্রাতৃহত্যার আয়োজন?

জয়মল্ল। পর্ব্বতের কোন এক নির্জ্জন স্থানে তারা আপনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল। অন্তরাল হতে তাদের গুপ্ত পরামর্শ শুনে আমি তাদের উদ্দেশ্য সাধনে বাধা দিয়েছি। তারা বাঘের মত আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমার কাতর চিৎকারে বাইমান অধিপতির দেহরক্ষীর সময়োচিত সাহায্যে আমার জীবন রক্ষা হয়েছে।

রায়মল্ল। হত্যা! হত্যা! (চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া) তারা কেন আমায় হত্যা করতে চায়? এই রুগ্ন দুর্ব্বল বৃদ্ধ রাণা রায়মল্লের কংকাল ক-খানা তাদের কোন স্বার্থ সাধনের অন্তরায় যে, তারা আমায় হত্যা করবে?

জয়মল্ল। আমিই বা তাদের কিসের অন্তরায়? দুর্ব্বল—অস্ত্রচালনায় অপটু? যে তারা আমার জীবন নাশে উদ্যত হয়েছিল? এখনও সময় আছে—চেষ্টা করলে এখনও প্রতিকার সম্ভব। স্নেহে অন্ধ হয়ে মূল্যবান সময়ের অপব্যয় করলে চিরদিনের মত মেবারের ইতিহাসে একটা কলঙ্কের ছাপ থেকে যাবে। এখনও বিবেচনা করুন। স্থির করুন আপনার কর্ত্তব্য।

রায়মল্ল। কি স্থির করবো জয়মল্ল! আমার পুত্র তারা - তারা যদি সত্য-সত্যই আমাকে হত্যা করতে চায়—আমি না হয় আত্মরক্ষা করতে পারি—কিন্তু পিতা হয়ে আমি ত পুত্রঘাতী হতে পারবো না।

জয়মল্ল। পারবেন না! আপনার পুত্র যদি কোন নিরীহ প্রজাকে হত্যা করে, আর বিচার প্রার্থী হয়ে দাঁড়ায় সেই প্রজার আত্মীয় স্বজন, আপনি কি সেই নরঘাতী পুত্রকে তখন ক্ষমা করবেন!

রায়মল্ল। আমি যদি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করি—তাহলে তো আর আমার পুত্রদের নরঘাতক অপবাদ বইতে হবে না। আমি এখুনি এই সিংহাসন ত্যাগ করবো। প্রভাতের সংগে সংগেই মেবারী দেখ্‌বে তাদের নূতন মহারাণাকে। চারণীকণ্ঠে নিনাদিত হবে নূতন মহারাণার জয়গান।

জয়মল্ল। তার পূর্ব্বেই মেবারের রাণার কাছে জয়মল্ল সুবিচার প্রার্থনা করছে। কেন তারা বিনা অপরাধে আমার জীবন নাশের চেষ্টা করেছিল? শম্ভুজী না এলে এতক্ষণ হয়তো জয়মল্লের নাম পৃথিবীর

ইতিহাস থেকে মুছে যেতো—বিশ্বাস না হয়, বাঁধনটা খুলে আপনার সন্দেহ দূর করছি।

রায়মল্ল। না থাক ; তার আর দরকার হবে না। (কিছু চিন্তার পর) আচ্ছা, তোমার আঘাত কি খুবই বেশী !

জয়মল্ল। সেটা রাজবৈদ্যকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন।

রায়মল্ল। না ডাকার দরকার নেই। আমি তোমায় অবিশ্বাস করছি না।

জয়মল্ল। তাদের দু-ভায়ের উপর আপনার টান যে অনেক বেশী তা আমি আগে থেকেই জানতাম। আর এও জানি, তাদের নামে কোন অভিযোগ করে সুবিচার পাব না।

সৈনিকের প্রবেশ—রাণাকে অভিবাদন

রায়মল্ল। কি সংবাদ ?

সৈনিক। সেনাপতি সূর্য্যমল্লের আদেশ।

পত্র প্রদান

রায়মল্ল। আদেশ আমার উপর ?

সৈনিক। না মহারাণা! আমাদের উপর। কুমার জয়মল্লকে যেখানে যে অবস্থায় পাব—সেই অবস্থাতেই বন্দী করতে হবে।

রায়মল্ল। কুমার জয়মল্ল তোমার সামনে। বন্দী কর।—(সৈনিক বন্দী করিতে গেল) দাঁড়াও। তার আগে আমি জান্‌তে চাই—আমি এ রাজ্যের কে ?

সৈনিক। মহারাণা—

রায়মল্ল। আর এই জয়মল্লের পিতা। আশ্চর্য্য তোমাদের স্পর্দ্ধা। আমারই সামনে এসেছো তার হাতে লোহার শেকল পরাতে ? তোমাদের বুক একটু কেঁপে উঠ্‌লো না ? কার আদেশ তোমরা আগে পালন করবে ?

সৈনিক। আপনার।

রায়মল্ল। তবে যাও—এখুনি নিয়ে এস আমার লেখনি মস্যাধার।

[সৈনিকের প্রস্থান

জয়মল্ল! এতক্ষণে আমি তাদের সকল দুরভিসন্ধি বেশ বুঝ্তে পেরেছি; কেন আমায় হত্যা করবার জন্য সূর্য্যমল্ল বর্শা নিক্ষেপ করেছিল তা আজ দর্পনের মত—আমার সামনে জ্বল জ্বল করছে। মূর্খের দল জানে না—রায়মল্ল বৃদ্ধ হলেও তাদের মত বিশ্বাসঘাতক পশুগুলোকে চেনার শক্তি তার এখনও আছে।

নৈসকিের কালি, কাগজ ও কলম লইয়া প্রবেশ

এই যে এনেছ—দাও।

রায়মল্ল পত্র লিখিতে লাগিলেন

জয়মল্ল। (স্বগতঃ) ব্যস—পর্ব্বতের উচ্চশিখরে ওঠার প্রথম ধাপ প্রস্তুত হ'য়ে গেল।

রায়মল্ল। আমি তোমার সমস্ত দুশ্চিন্তার ভার কমিয়ে দিলাম। আপাততঃ সেই নরঘাতক দুটোর মীমাংসা করলাম। সূর্য্যের হবে পরে; তার সংগে আমার অনেক বিষয়ে বোঝাপড়া আছে। যাও সৈনিক। এখুনি গিয়ে সূর্য্যমল্ল আর দুই রাজকুমারকে আমার এই আদেশ পত্র দাও গে। অন্যথায় কঠোর দণ্ড। যাও।

সৈনিক। (পত্র গ্রহণ) যথাদেশ মহারাণা।

[প্রস্থান

রায়মল্ল। আনন্দ কর জয়মল্ল—আনন্দ কর; জ্যোতিষীদের সংবাদ দাও—শুভদিন নির্ণয় করতে বলো—তোমার অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করতে হবে।

গমনোদ্যত সহসা ফিরিয়া

হাঁ, জয়মল্ল! আমার দেওয়া নির্ব্বাসন দণ্ড যথারীতি পালন করার জন্য

দুজন দেহরক্ষী নিযুক্ত কর তারা যেন ওই পশু দুটোকে মেবারের সীমার বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসে।

[প্রস্থান

জয়মল্ল। যথাদেশ!

আনন্দে পদচারণ করিতে করিতে

হাঃ-হাঃ-হাঃ—সূর্য্যমল্ল! বেত্রাঘাত করবে বলেছিলে—পৃথ্বী! কৈফিয়ৎ চেয়েছিলে—আর চারণী! গণনা করেছিলে—এখন চাকা উল্টোদিকে ঘুরে গেল। হাঃ-হাঃ-হাঃ তোমাদের দর্প অহঙ্কার এইবার জয়মল্লের পদচাপে পথের ধূলোর মত নিষ্পেষিত হ'য়ে যাবে।

[সদর্পে প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজপথ

রাণার আদেশ-পত্র হস্তে সূর্য্যমল্ল, সঙ্গ, পৃথ্বিরাজ

সঙ্গ। বিদায় দিন কাকা। আর ত দেরী করা চলে না।

সূর্য্যমল্ল। বিদায়—কোন প্রাণে এই সদ্য ফোটা কুসুম দুটীকে অকালে বৃন্তচ্যুত করবো বাবা? তোরা যে আমার জীবনী শক্তি। না, না, আমি কিছুতেই তোদের বিদায় দিতে পারবো না। জয়মল্লের কুটবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেব না।

পৃথ্বী। জয়মল্লের কূটবুদ্ধি এর জন্মদাতা হলেও—পিতা যে পত্রে স্বাক্ষর করছেন। বিদায় দিন কাকা, চিন্তা—কিসের চিন্তা? আমরা ক্ষত্রিয়—রাজপুত্র—অস্ত্রব্যবসায়ী। ভিক্ষার ঝুলি নেব না। আপনার আশীর্ব্বাদে আর তরবারির সাহায্যে আমরা আবার নূতন রাজ্য গড়ে তুলবো।

সূর্য্যমল্ল। তোরা একটু অপেক্ষা কর। আমি একবার দাদাকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

সঙ্গ। তাঁকে জিজ্ঞাসা করার আর কিছুই নাই কাকা! তিনি যা ভাল বুঝেছেন—করেছেন। আপনি তাঁকে অসন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবেন না।

সূর্য্যমল্ল। আমি তাঁকে বিরক্ত করবো না, মাত্র তাঁর ভুলটুকু তাঁকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবো।

সঙ্গ। ভুল করেছেন করুন। একদিন না একদিন তিনি নিশ্চয়ই এ ভুল বুঝতে পারবেন। এখন আমাদের বিদায় দিন কাকা।

সূর্য্যমল্ল। না—না—আমি তা পারবো না। একটা কুচক্রি মিথ্যাবাদী শয়তানের চক্রান্তে যে পরাজিত হতে পারছি না। তোরা একটু অপেক্ষা কর আমি এখুনি গিয়ে ওই পাপ—ওই কুচক্রী জয়মল্লের শয়তানি চক্র ব্যর্থ করে রাজ্যের কণ্টক সমূলে উচ্ছেদ করে আসি।

সঙ্গ। ও তো কণ্টক নয় কাকা। ও যে আমার ভাই। একই শোণিতে পরিপুষ্ট আমাদের দেহ।

সূর্য্যমল্ল। ভাই—ভাই! কিন্তু কুচক্রী শয়তান সে, অমার্জ্জনীয় তার অপরাধ।

সঙ্গ। সহস্র অপরাধে অপরাধী হ'লেও—সে আমাদের অতি স্নেহের অতি আদরের ছোট ভাই—আমি যে তার জ্যেষ্ঠ। আমি বেঁচে থাকতে তার গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগতে দেব না। সে রাজা হোক —মেবার তার শাসনে গুণমুগ্ধ হোক। ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক আমাদের জন্মভূমি। পৃথিবীর দূর দূরান্তর হতেও যেন আমরা মেবারের শ্রীবৃদ্ধির কথা শুনতে পাই। তাতেই হব আমরা সুখী, তাতেই অনুভব করবো আমরা সান্ত্বনার মধুময় পরশ।

রক্ষীর প্রবেশ

রক্ষী। (অভিবাদন পূর্ব্বক) কুমার! সময় প্রায় উত্তীর্ণ।

সঙ্গ। চল আমরা প্রস্তুত।

সূর্য্যমল্ল। (সৈনিকের প্রতি) ওরে একটু অপেক্ষা কর। আমি একবার রাণার সংগে দেখা করে আসি।

রক্ষী। সেনাপতি মহারাণার আদেশ—

সূর্য্যমল্ল। কি?

রক্ষী। আজ থেকে আপনিও চিতোর দুর্গে প্রবেশ করতে পারবেন না।

পৃথ্বী। উঃ! কি নিষ্ঠুর আদেশ।

রক্ষী। এর চেয়ে আরও নিষ্ঠুর আদেশ আছে কুমার; এখনো আপনাদের শোনান হয়নি।

পৃথ্বী। শোনাও—শোনাও, শত সহস্র নিষ্ঠুর আদেশেও আমরা চঞ্চল হবো না—শত বাজের আঘাতে আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো—মহীরুহের মত। বল সৈনিক কি আদেশ তাঁর।

রক্ষী। আপনাদের দুজনকে দু'পথে যেতে হবে।

পৃথ্বী। উঃ। এ হতে বাজের আঘাতও বুঝি কোমল।

সঙ্গ। না না, আর দেরী নয় - আক্ষেপ নয়। পৃথ্বি—

পৃথ্বী। দাদা—

সঙ্গকে জড়াইয়া ধরিল

সঙ্গ। কাঁদিস নি ভাই! দুঃখ করিস নি। পিতার আদেশ যে পালন করা পুত্রের কাজ। ভুলিস নি ভাই শ্রীরামচন্দ্রের কথা?

পৃথ্বী। পিতার দেওয়া নির্ব্বাসন দণ্ড মাথায় নিয়ে তিনি রাজ্য-ত্যাগী ভিখারী হলেও—আমাদের মত ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে পড়েনি।

লক্ষ্মণ ছিলেন রামের সহায়। রাম ছিলেন লক্ষ্মণের সান্ত্বনা। আর আমাদের কে দেবে সান্ত্বনা। কে হবে বিপদে সহায় ?

সঙ্গ। এই তরবারিই হবে আমাদের বিপদের বন্ধু—সহায়। বাইরের জগতে আমরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হলেও, অন্তর জগতে আমরা চিরদিন এক হয়ে থাকবো ভাই। কারও আদেশ – কারও শাসন চক্ষু আমাদের সে রাজ্য থেকে পৃথক করতে পারবে না। বিদায় পৃথ্বি—ভুল না।

পৃথ্বী। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভুলবো না দাদা। আজকের এই বিদায় বেলার স্মৃতি। আসি কাকা !

[রক্ষীসহ প্রস্থান

সঙ্গ। বাল্যে - কৈশোরে—যৌবনে কত দোষ করেছি—সে সব নিজ গুণে ক্ষমা করে এসেছেন, আজও তেমনি পিতার দেওয়া দণ্ড মাথায় নিয়ে আপনার অবাধ্য হয়ে চলেছি মেবার সীমারেখার বাইরে। এ যদি অপরাধ হয়—আপনি আমায় ক্ষমা করবেন—অভিশাপ দেবেন না। বিদায় কাকা - বিদায়।

সূর্য্যমল্ল বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন

সূর্য্যমল্ল। বিদায় - বিদায় কেন বাবা - বিদায় কেন।

সঙ্গ। পুত্রের কর্ত্তব্য পালন।

সূর্য্যমল্ল বহুকষ্টে নিজেকে সামলাইলেন। চক্ষে তাঁর জলধারা—সঙ্গ প্রণাম করিলেন, তিনি চুম্বন করিলেন—পরে পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। কুমার সঙ্গ ধীরে ধীরে কাকার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে বাহির হইয়া গেল

সূর্য্যমল্ল। ওরে—ওরে আমার নয়নের মণি কেড়ে নিয়ে তোরা কোথা যাস ?

কাঁদিয়া ফেলিলেন

ব্যস্তভাবে মিনতির প্রবেশ

মিনতি। কই – কই – যুবরাজ কই ?

সূর্য্যমল্ল। মিনতি – মিনতি—তুই এ প্রকাশ্য রাজপথে কেন মা ?

মিনতি। এর উত্তর পরে দেব। আগে বলুন কুমার কই ?

সূর্য্যমল্ল। চলে গেছে।

মিনতি। চলে গেছেন ? কি করলেন আপনি ? মেবারের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক হয়ে—এ আপনি কি করলেন ?

সূর্য্যমল্ল। রাণার আদেশের উপর আমার তো কোন হাত নেই মা।

মিনতি। আপনি চেষ্টা করলে—নিশ্চয়ই তিনি এ আদেশ প্রত্যাহার করতেন—আপনি যদি ইচ্ছা করেন—মহারাণার মত—

সূর্য্যমল্ল। পরিবর্ত্তন হবার নয় মা।

মিনতি। তবে চলুন আমার সঙ্গে – দু'জনে একবার রাণাকে বুঝিয়ে দেব তাঁর এই মহাভ্রম। এ ষড়যন্ত্রকারীদের আমি জানি—আমি নিজে এদের সকলকেই মহারাণার কাছে উপস্থিত করাব।

সূর্য্যমল্ল। আর এও জেন—এই সব ষড়যন্ত্রকারীর মধ্যে তোমার পিতাও একজন বিশিষ্ট নেতা।

মিনতি। জানি, কিন্তু আমি আমার কর্ত্তব্য বেছে নিয়েছি। আমার জন্মভূমির কল্যাণের জন্য আমার হৃদপিণ্ড নিজের হাতে উপড়ে দিতে পারি। পিতা ত তুচ্ছ।

সূর্য্যমল্ল। মা মা, তোর কথা শুনে আমার বুকখানা আনন্দে ভরে গেল, তোর মত দেশ প্রেমিকা নারী যে দেশে জন্মায়—সত্যই সে দেশ পৃথিবীর মধ্যে বীরপ্রসূ ! এখন যা মা দুর্গে ফিরে যা। কুচক্রী জয়মল্লের

দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হবে তোকে। আমি বুঝতে পারছি না—আমি ভাবতে পারছি না—এ অন্যায়ের প্রতিকার কি।

[প্রস্থান

মিনতি। চলে গেল। মেবারের রাজ-রাজ্যেশ্বর হ'য়ে ভিখারীর মত চলে গেল। এ অনাথিনীকে কার কাছে রেখে গেলে প্রভু। এ আশ্রিতার কথা একবারও মনে পড়লো না? মহাসমুদ্রের অকুল জলরাশির মাঝে এই নিরাশ্রয়ার হাতে যে কাষ্ঠখণ্ড তুলে দিয়েছিলে সেটাকে যে আর ধরে রাখ্‌তে পারছি না।

বসিয়া পড়িল। কিছুপর আত্মসম্বরণ করিয়া বাষ্পাকুল চোখে গাহিল

মিনতি। গীত।

প্রেমের পূজার এই কি শেষের দান?
বিরহ দিয়ে গেলে—নিয়ে গেলে অভিমান।
নাহি কুল মোর আমি কুলহারা
আঁখি নভে ঘন শাওন ধারা
ডুবে গেল চন্দ্র তারা, কে দেবে পথের সন্ধান।

ধীরে ধীরে শম্ভুজী আসিয়া মিনতির পশ্চাতে দাঁড়াইল

শম্ভুজী। মিনতি!

মিনতি। (আপন মনে) না—না—কাঁদবো না। এতো কান্নার সময় নয়। দুর্ব্বলতায় মহামূল্য সময় নষ্ট করতে পারবো না।

শম্ভুজী। মিনতি—

মিনতি। কে? (শম্ভুজীকে দেখিয়া) ওঃ—

মুখ ফিরাইল

শম্ভুজী। মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিস? তা নিবি বইকি! দেশ শুদ্ধ লোক

যার উপর বিরূপ, আর তুই মেয়ে বইত নোস্—তুই কেন তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবি বল ? তার উপর সাত বছর বয়সে আমি তোকে ত্যাগ করেছিলুম আজ পর্য্যন্ত কোন খোঁজ খবর রাখিনি। জানি—আজ আমার এ আব্দার খাটবে না। আমি যে তোর পিতা।

মিনতি। যে পিতা আমার মাতৃহন্তার অন্নে জীবন যাপন করে, নীচ গুপ্তঘাতকের কাজে অগ্রসর হয়ে—স্বদেশের স্বজাতির সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তুত করতে কৃতসঙ্কল্প, সে পিতার ছায়া মাড়াতে কোন কন্যা চায় কি ?

শম্ভুজী। কেন যে এ সব করি—তুই তার কি বুঝবি মিনতি ? বুকের ভেতর সাপের দংশন জ্বালা নিয়ে—কেন ছায়ার মত সাপের পেছু পেছু ঘুরে বেড়াই। আর জন্মভূমি দেশের কথা ? মনে করে দেখ্—এই দেশ আমার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছে। সকাল-সন্ধ্যায় দিন মজুরের কাজ করে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ক্লান্ত অবসন্ন দেহখানা এক স্বামিপরায়ণার প্রাণ ঢালা সেবার শীতল শয্যায় ঢেলে দিয়ে শান্তি পেতুম। আশেপাশে দরিদ্রতা কাল বৈশাখীর মেঘের মত গর্জ্জন করতো—আর আমি সেই কটা মুহূর্ত্ত তন্দ্রাপথে স্বপ্ন খেলায় বিভোর থাকতুম। দেশের লোক আমার সেই স্বপ্ন সম্পদটুকু—এই হতভাগ্যের সেই শান্তিটুকু রক্ষা করার জন্যে কি চেষ্টা করেছিল মিনতি ? ব্যভিচারীর নাগপাশ হতে মুক্তি পাবার জন্য—যখন সেই হতভাগিনী বার বার চিৎকার করে নৈশ প্রকৃতির বুক কাঁপিয়ে তুলেছিল তার সেই আকুল চিৎকারে কেউ কর্ণপাত করেছিল ? কেউ কি ছুটে এসেছিল সহযোগিতা করতে। কেউ আসেনি মিনতি কেউ আসেনি।

উন্মাদের মত বিচরণ

মিনতি। বাবা—বাবা—

শম্ভুজী। (পূর্ব্ববৎ অপ্রকৃত অবস্থায়) আমায় ঘুমন্ত অবস্থায় বন্দী করে আমারই চোখের সামনে, যখন শয়তান শিলাইদি তোর মায়ের শুভ্র অঙ্গে কালি ঢেলে দিয়েছিল, আর মর্ম্ম ভাঙা যাতনায় যখন সে আত্মহত্যা করলে—তখন তোর দেশের লোক, ওই শয়তানটার টুঁটি চেপে ধরল না কেন? তার চোখ দুটোকে উপড়ে দিলে না কেন? তার দেহটাকে কুঁচি কুঁচি করে শিয়াল কুকুরের মুখে ধরে দিলে না কেন? কেন কেন—

রুদ্ধ যাতনায় চোখ দুটী বাহির হইবার উপক্রম ও সংগে সংগে মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত উঠিল

মিনতি। বাবা—বাবা স্থির হও। তোমার দেহের সব রক্তটুকু যে বেরিয়ে গেল।

শম্ভুজী। রক্ত! রক্ত! হ্যাঁ! হ্যাঁ! এ আর কতটুকু রক্ত দেখছিস মিনতি? এই অভিশপ্ত দেশটার উপর দিয়ে রক্তের বৈতরণী বইয়ে দেব। কুটীর প্রাসাদ নগর সব ভাসিয়ে দেব সে রক্ত নদীতে। আজ শিউরে উঠছিস আমার মুখের এক ঝলক্ রক্ত দেখে; একদিন দেখবি—ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটাব সারা রাজপুতানার মুখে। যখন শোণিত সাগরে ডুবে যাবে সারা রাজপুতানা - তখন আমি আমার বিজয় তরণী ভাসিয়ে দিয়ে উল্লাসে চিৎকার করে বলবো—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ। [উন্মাদের মত প্রস্থান

মিনতী। বাবা-বাবা…… [প্রস্থান

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শূরতান রায়ের কক্ষ সম্মুখ

শম্ভুজী ও শূরতান রায়

শূরতান। না - না—এ হয় না। রাজপুত কখনও দুকথা কয় না তাছাড়া আমি কখনোও তারার পণ ভাঙতে পারবো না। ওই মেয়েটাই যে এই সর্ব্বহারা বৃদ্ধের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল। তার মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমি তার সুখের স্বপ্ন ভেঙে দিতে পারবো না।

শম্ভুজী। এ বিবাহে সম্মতি দিলে অনায়াসে আপনার কন্যার পণ রক্ষা হবে রাজা। শীগ্‌গিরি জয়মল্ল মেবার সিংহাসনে উপবেশন করবেন। মেবারের রাণাকে জামাতা রূপে লাভ করলে আপনার হৃতরাজ্য আবার ফিরে পাবেন।

শূরতান। ও ভাবে আমি আমার রাজ্য ফিরে পেতে চাই না। তাছাড়া কিছু আগে আমি আর একজন যুবককে কথা দিয়েছি। সেও শপথ করে গেছে আমার নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করবে। সত্যই যদি সে তার শপথ মত কাজ করে তাহলে অবশ্যই সেইরূপ যুবকের গলায় বরমাল্য দিয়ে—

শম্ভুজী। কে এমন শক্তিমান পুরুষ যে ওই দুর্দ্ধর্ষ পাঠান কবল হ'তে আপনার হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করবে ?

শূরতান। তিনিও মেবারের সন্তান। বংশ গরিমায় আপনার জয়মল্ল অপেক্ষা কোন অংশে হীন নন, এছাড়া সাহসী যোদ্ধা।

শম্ভুজী। হাঃ—হাঃ - হাঃ। বৃথা আশায় কুটীর রচনা করা।

তবে আপনার কন্যার ভালর জন্যই বলছি যে নিশ্চিত ছেড়ে অনিশ্চিতের স্বপ্ন সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে পড়বেন না, রাজা !

শূরতান। আমার কন্যার ভাল মন্দ বুঝবো আমি। অনধিকার চর্চ্চায় আপনি কেন মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন? তার চেয়ে কুমার জয়মল্লকে গিয়ে বলুন আমি তাঁর অনুরোধ রাখতে পারলুম না।

শম্ভুজী। মহারাজ। সহায় সম্পদহারা - রাজ্যহারা হয়ে মেবারের বনপ্রান্তে বাস করছেন। মেবারের ভাবি মহারাণা আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী।

শূরতান। মহারাণা! কে মেবারের মহারাণা ?—

শম্ভুজী। কুমার জয়মল্ল! অবশ্য এখন নন, আগামী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁর অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হবে।

শূরতান। শত স্বর্গের অধীশ্বর হলেও আমি জেনে শুনে একটা কদাচারীর হাতে আমার কন্যা সমর্পণ করবো না।

শম্ভুজী। সংযত ভাবে কথা বলবেন রাজা। আপনি জানেন না যে মেবারের মহারাণার রাজ্য সংলগ্ন এই বনভূমি। কুমার ইচ্ছা করলে আপনাকে এই বনরাজও হতে শুধু বন রাজ্যই বা বলি কেন, মেবার সীমানা হতে চিরদিনের মত বিতাড়িত করতে পারেন।

শূরতান। সাধ্য থাকেন করুন—আমার তাতে কোন আপত্তি নাই।

শম্ভুজী। তবুও আপনি কুমার জয়মল্লকে কন্যা সম্প্রদান করবেন না ?

শূরতান। না-না, জীবন থাকতে নয়।

শম্ভুজী। বল প্রয়োগেই দেখছি একান্তই বাধ্য করবেন।

তারাবাঈয়ের প্রবেশ

তারাবাঈ। আপত্তি কি রাজপুরুষ। পারেন অস্ত্রের সাহায্যে আপনাদের কথা কাজে পরিণত করুন।

শম্ভুজী। (স্বগতঃ) ঠিক এমনি ধারা ভঙ্গিতে সেও সেদিন দাঁড়িয়ে ছিল—যেদিন লম্পট শিলাইদি তার অংগ স্পর্শ করে তাকে কলঙ্কিণী সাজাতে গিয়েছিল, ঠিক সেই—সেই মুহূর্ত্ত—উঃ। কি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য।

তারাবাঈ। দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন দূত। কাজের সূচনা করুন। ডাকুন আপনার প্রভুকে, পূণ্যময় মেবার ভূমির বুক থেকে একটা কুচক্রীকে জন্মের মত অবসর দিয়ে পাপের ভার কিছুটা হাল্কা করে দিই।

শম্ভুজী। ওঃ! সেই দিনের জ্বালাময় স্মৃতিটা প্রবল ভাবে জ্বলে উঠে বুকটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। না-না-আমি তা পারবো না। যে জ্বালায় দিনরাত জ্বলে মরেছি, সে জ্বালা আর কারও অঙ্গস্পর্শ করতে দেব না। দোসর পেলে সহায় পেলে-মেবারও তুচ্ছ। সারা পৃথিবী ধ্বংস করে দেব।

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান

শূরতান। ও যে চলে গেল তারা?

তারাবাঈ। ওর কথায় আমাদের দরকার কি বাবা।

শূরতান। এখন উপায় কি মা—

তারাবাঈ। কিসের বাবা?

শূরতান। ব্যভিচারীর হাত থেকে তোকে রক্ষা করার।

তারাবাঈ। আমায় রক্ষার জন্য তোমার ব্যাকুলতার প্রয়োজন নেই বাবা! রাত্রি প্রভাতের সংগে সংগেই ফিরে পাব আমরা আমাদের পূর্ব্ব সম্পদ।

শূরতান। তুই কি বলছিস মা—

তারাবাঈ। তোমার মেয়ে কিছুই অসংগত বলেনি বাবা। এই মাত্র কুমারের দূত এসেছিল।

শূরতান। পৃথ্বিরাজের ?

তারাবাঈ। হ্যাঁ বাবা। তিনি পত্র লিখেছেন যে সামান্য সৈন্য নিয়ে প্রথম যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছেন—দ্বিতীয় যুদ্ধের সংবাদ বহন করে তিনি নিজেই আসছেন বিজয়ীর পুরস্কার নিতে।

শূরতান। ভগবান যেন তোর মুখ রাখেন মা।

তারাবাঈ। রাত অনেক হয়েছে বাবা। বিশ্রাম করবে চল।

শূরতান। হ্যাঁ-হ্যাঁ-বিশ্রাম। আচ্ছা চল······ [উভয়ের প্রস্থান

কৃষ্ণ বস্ত্রাবৃত অবস্থায় জয়মল্লের প্রবেশ

জয়মল্ল। হাঃ-হাঃ-হাঃ। অর্থ বলে জগতে করতে পারা যায় না এমন কোন কাজ নেই। বিশ্বাসী প্রহরী সেও কিনা অর্থ পেয়ে আমায় গৃহ প্রবেশে সাহায্য করলে। নির্ব্বোধ নারি। হাতিয়ারের ভয় দেখিয়ে তুমি জয়মল্লকে নিরস্ত করতে চাও ? মেবারের বীর সূর্য্যমল্ল যার চক্রান্তে পরাস্ত—আর তুমি তুচ্ছ নারী, তুমি করবে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। স্পর্দ্ধার বাহাদুরী আছে। ওই সে এই দিকে আস্‌ছে—

আত্মগোপন করিল। পুনঃ তারার প্রবেশ

তারাবাঈ। প্রিয়তম ! তুমি কতদূরে। এস প্রিয় ফিরে এস। হতভাগিনি তোমার আশাপথ চেয়ে বসে আছে। তোমার অদর্শন যাতনা আর যে সহ্য হয়না প্রিয়।

পশ্চাৎ দিক হইতে জয়মল্ল তারাকে বাঁধিল

একি কে—কে তুই ?

জয়মল্ল। চুপ! আমি রাণা পুত্র জয়মল্ল !

তারাবাঈ। তুমি দস্যু !

জয়মল্ল। দস্যুতা ভিন্ন তোমায় পাওয়ার আর কোন পথই পেলাম না তারা।

তারাবাঈ। কাপুরুষ তুমি! তাই পথ পাওনি। আমার বাঁধন খুলে দাও—নইলে আমি চিৎকার করবো।

জয়মল্ল। আমাকেও তোমার মুখ বাঁধতে বাধ্য করবে।

তারাবাঈ। পৃথ্বীরাজের বাগ্‌দত্তা আমি—তোমার ভ্রাতৃজায়া—মাতৃস্থানীয়া।

জয়মল্ল। পৃথ্বীরাজের বাগ্‌দত্তা তুমি! তবে তো তোমাকে লাভ করাই আমার প্রথম কর্ত্তব্য—এস দেরী করো না।

তারাবাঈ। শুধু তোমায় মার্জ্জনা করছি তুমি মেবারের রাণার পুত্র ব'লে—আমার দেবর ব'লে।

জয়মল্ল। চুপ।

তারাবাঈ। বাঁধন খুলে দেবে না তবে?

জয়মল্ল। সেটা কি তোমার মত বুদ্ধিমতীকে এখনো বুঝিয়ে দিতে হবে? আজ তোমার ওই কমনীয় দেহ বহন করে ধন্য হোক, সার্থক হোক, আমার স্কন্ধ।

পুনঃ শূরতানের প্রবেশ

শূরতান। তার আগে ধন্য হোক আমার এই বর্শা।

জয়মল্লের বক্ষে বর্শা বসাইয়া দিল

জয়মল্ল। উঃ! কে আছ রক্ষা কর।

[আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রস্থান

শূরতান। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান

জয়মল্ল। (নেপথ্যে) উঃ প্রাণ যায়।

রক্তাক্ত কলেবরে শূরতানের পুনঃ প্রবেশ

শূরতান। নারীধর্ম্মাপহারীর উপযুক্ত প্রতিফল দিয়েছি।

তারাবাঈ। বাবা! শীগ্‌গির আমার বাঁধন খুলে দাও। ওই দেখ—পাপিষ্ঠের সহচরগুলো ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দুলের মত এই দিকেই ছুটে আস্‌ছে।

শূরতান তারার বাঁধন খুলিল ও সসৈন্যে শম্ভুজীর প্রবেশ

শম্ভুজী। শূরতান রায়! তুমি কাকে হত্যা করেছ জান?

শূরতান। জানি—জানি। একটা কুচক্রী শয়তানকে!

শম্ভুজী। এই—বন্দী কর এই বৃদ্ধকে।

তারাবাঈ। সাবধান। যে যেখানে আছিস্—ঠিক ওই ভাবে থাক্।

শম্ভুজী। হাঁ করে দেখছিস কি? এগিয়ে যা—

তারাবাঈ। দাঁড়াও। অহেতুক রক্তপাত করে আমার দেশের মাটী রাঙিয়ে তুল্‌তে চাই না।

সৈন্যগণ পুনরায় অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে

শম্ভুজী। (সৈন্যদের প্রতি) দাঁড়াও। শূরতান রায়! ইচ্ছে হ'চ্ছে তোমার পায়ের ধূলো সর্ব্বাঙ্গে মেখে আনন্দে নৃত্য করি। আমি যদি তোমার মত ভাগ্যবান হতাম, আহুতি যদি তোমার মেয়ের মত হত; তা হলে আজ আমাকে এমনি ধারা ঘৃণিত দাসত্বের শৃঙ্খল বয়ে বেড়াতে হোত না।

তারাবাঈ। কি বল্‌ছো তুমি? আহুতি! কে সে?

শম্ভূজী। আহুতি কে—শুনবি মা? সে ছিল আমার বিবাহিতা স্ত্রী—অপ্সরীর মত সুন্দরী—জ্যোৎস্নার মত নির্ম্মল—গঙ্গাজলের মত পবিত্র। একদিন আমারই চোখের উপর এক শয়তান তার সর্ব্বনাশ করলে। যন্ত্রণা-কাতর চোখ দুটী দিয়ে একবার শুধু আমার দিকে

চেয়ে জন্মের মত চোখ বুজলো; আর বন্দী আমি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই পৈশাচিক লীলা দেখলাম। সকাতরে বিধাতার কাছে মৃত্যু ভিক্ষা চাইলাম—বাতাস শুধু একটা অট্টহাসি ফিরিয়ে দিলে—তারপর সে এক বিরাট কাহিনী। শূরতান রায় তুমি ভাগ্যবান; আর আমি একটা অভিশাপের মত—নরকাগ্নির মত—একটা মরুভূমির মত।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

সৈনিক। মা! আপনারা রাজকুমারকে হত্যা করেছেন। আপনাদের যদি ধরে না নিয়ে যাই—তা হলে আমাদের গর্দ্দান যাবে। পেটের দায়ে ছেলে-বউ পথে বস্‌বে।

শূরতান। না—না—অপরাধী আমি। আমার জন্ম তোমরা কেন মরবে। শাস্তি নিতে হয়—নেব আমি। চল—আমি নিজেই যাব রাণার কাছে। মা পৃথ্বী ফিরে এলে—বিজয়ীর পুরস্কারে যেন তাকে বঞ্চিত করিস না।

তারাবাঈ। বাবা—　　　কাঁদিয়া ফেলিল

শূরতান। কাঁদিস্‌নে মা। ধর্ম্মই আমার রক্ষাকর্ত্তা। ঈশ্বরের নির্দ্দেশ মতই আমি পাপীকে হত্যা করেছি। ন্যায়তঃ আমি অপরাধী নই। আসি মা—চল সৈনিক।

[সৈনিক সহ প্রস্থান

তারাবাঈ। প্রভু—স্বামি—দেবতা আমার। তুমি কতদূরে? আজ তোমার তারা অসহায়া—তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত আর কেউ নেই। এস প্রভু। এস বিজয়ী দেবতা—আমার শূন্য মন্দিরে ফিরে এস।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

চারণ।　　　গীত।

ওগো পূজারিণী করগো পূজা
হয়েছে পূজার বেলা।

দুখ নিশি হল আজি ভোর
সাজাও পূজার ডালা।
বিজয় তিলক ললাটে পরিয়া
দেশের ছেলে আসে গো ফিরিয়া
মন্দির দ্বারে দেবতা তোমার
দাও গো বরণ মালা।

[প্রস্থান

তারাবাঈ। কে—কে তুমি? তুমি কি আমার দুঃখে পরিহাস্য করছো? কোথায় সে বিজয়ী? কোথায় আমার দেবতা?

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ

পৃথ্বী। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে চূর্ণ করেছি পাঠান দর্প—উদ্ধার করেছি তোমাদের সাধের তোড়াটঙ্ক।

তারাবাঈ। ওগো বিজয়ী—ওগো স্বামি! আজ আমার প্রাণে যে আনন্দ দিলে—তার প্রতিদান দেওয়ার মত সাধ্য এ দাসীর নেই। চল দেবতা আমার মন্দিরে—ঋণের কবল-মুক্ত করবে চল দাসীর দেওয়া বিজয়ীর অভিনন্দন গ্রহণ ক'রে।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিতোর রাজসভা

আদিত্যরাও ও তিলক চাঁদ

তিলক। আনন্দ করুন—মন্ত্রী মশাই! প্রাণ খুলে আনন্দ করুন। আজ কুমার জয়মল্লের রাজ্য অভিষেক।

আদিত্য। এ অভিষেক উৎসবে আনন্দ করবে তুমি আর করবে তারা—যারা তোমার মত তোষামদ প্রিয়।

তিলক। রাজ্য শুদ্ধু ছেলে বুড়ো মেয়ে মরদ সবাই তো নাচছে—গাইছে—আনন্দ করছে।

আদিত্য। করলেও আন্তরিকতার অভাব। চিতোরী গান গায় কিন্তু প্রাণ নেই—নাচের ছন্দে মাধুর্য্য নেই—হাসিতে সারল্য নেই, কি যেন এক অজ্ঞাত ব্যথার ভারে ম্রিয়মাণ; সকলের চোখে মুখে বিষাদের কালোছায়া।

তিলক। কেন? কেন এসব জান?

আদিত্য। তুমি বুঝবে না, বোঝার মত অন্তর তোমার নেই। সত্যিকারের দেশপ্রেমিক যারা—তারা অনুভব করছে যে নিজেদের দুর্ব্বলতার জন্য কি মহামূল্য সম্পদ হারিয়েছে। একবার যদি তারা সম্মিলিত শক্তি নিয়ে সেদিন যদি প্রতিবাদ করতো—তা হ'লে সাধ্য ছিল না মহারাণার বিনা দোষে নিরীহ রাজকুমার দুটীকে নির্ব্বাসন দিতে। তাদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে চিতোরীর সৌভাগ্য সূর্য্য চিরঅস্তাচলে গেছে।

তিলক। বটে, তাহ'লে আমার প্রভুকে আপনি রাণার সম্মান দেবেন না?

আদিত্য। দেব, শুধু আমি কেন সকলেই দেবে—সেটা শুধু ভয়ে, ভক্তিতে নয়—শ্রদ্ধায় নয়।

তিলক। আচ্ছা, আগে তাকে সিংহাসনে বসতে দিন, তারপর আপনাকে দেখিয়ে দেব যোগ্যতা আছে কিনা। এখন যারা তাঁর কুৎসা রটাচ্ছে—তখন তারাই আগে আসবে দলে দলে পালে পালে—কত কি নজরাণা নিয়ে।

আদিত্য। থাম তিলক।

তিলক। অবশ্য আপনি আমিও বাদ যাব না। যেহেতু আমরা হবো তার বড় বড় কর্ম্মচারী—উঁচু পায়ার লোক আমাদের ভেটের

ব্যবস্থা হবে আগে। সরাসরি তো তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না, আমাদের মারফতে কথাবার্ত্তা চালাতে হবে।

আদিত্য। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন, অমন সংকীর্ণতাকে কোনদিনই প্রশ্রয় দিতে না হয়।

তিলক। আরে মশাই এটা কলিযুগ। এ ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের যুগ নয়। যে যত জালিয়াতি করতে পারবে, সমাজের দুর্ব্বলতা বুঝে মিথ্যা বলে বড় বড় কথায় গলা বাজী করতে পারবে—সেই পাবে তত বাহাদুরী—হাততালি—সম্মান—দশের শ্রদ্ধা। সত্যিকারের মানুষের মর্য্যাদা এ যুগে নেই, আছে মানুষের মুখোস পড়া মিথ্যাবাদী শয়তানের মর্য্যাদা !

আদিত্য। (সবিস্ময়ে) একি তোমার অন্তরের কথা !

তিলক। চুপ, মহারাণা !

চারণীসহ রাণা রায়মল্লের প্রবেশ, উভয়ে
অভিবাদন করিল

চারণী। আমার প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের বিষয় সবই তো শুনেছেন ?

রায়মল্ল। শুনেছি মা ! সবই শুনেছি।

চারণী। তবে আর দেরী কিসের মহারাণা ? বিচার করুন—অত্যাচারীকে দণ্ড দিন।

রায়মল্ল। উপরে অনন্ত আকাশ—অন্তরালে সর্ব্বদর্শী ভগবান—নিম্নে স্বর্গাদপী গরিয়সী জননী জন্মভূমি। মিথ্যা অভিযোগ করে পরকালের পথ রুদ্ধ করোনা।

চারণী। বুঝলাম। আপনার কনিষ্ঠ পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আমিই অন্যায় করেছি।

রায়মল্ল। আমায় ভুল বুঝনা চারণি ! কাল তার অভিষেক—দ্বারে

দ্বারে মংগল ঘট স্থাপিত—দীপালোক মালায় প্রাসাদ সজ্জিত—নহবত-বাদ্যে জনপদ মুখরিত। আর আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে এ তুই কি অভিযোগ নিয়ে এলি মা ?

চারণী। আজ না এলে কাল কার কাছে অভিযোগ করবো মহারাণা! কাল্‌তো ওই সিংহাসনে পাপীরই স্থান হবে। ঈশ্বর! দেখছো তুমি মহারাণার দুর্ব্বলতা। পুত্রস্নেহে অন্ধ হ'য়ে আজ তিনি ন্যায় বিচারে উদাসীন। যদি থাক'তো বিচার কর।

শম্ভুজীর প্রবেশ

শম্ভুজী। ঈশ্বরের বিচার বহু পূর্ব্বেই হয়ে গেছে মা।

রায়মল্ল। কে-কে তুমি! তুমিও কি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে এসেছো—না মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে এসেছো ?

শম্ভুজী। মিথ্যা বলে আজ আর কোন লাভ নেই, মহারাণা!

রায়মল্ল। সেদিন আমার পুত্রদের বিবাদের সংবাদ বাহকরূপে তুমিই আমায় দুর্গ হতে নিয়ে গিয়েছিলে না ?

শম্ভুজী। হ্যাঁ, মহারাণা!

রায়মল্ল। সেদিন তুমি মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিলে কেন ?

শম্ভুজী। কুমার জয়মল্লের শিক্ষা মতই কাজ করেছিলাম, মহারাণা!

রায়মল্ল। হুঁ। (কিছুক্ষণ পর) এটাও জয়মল্লের একটা ষড়যন্ত্র আর তুমি সেই কুচক্রীর সাহায্যকারী। কে আছ—

সৈনিকের প্রবেশ

সূর্য্যমল্লকে ডাক—অভিষেক উৎসব বন্ধ কর। চারিদিকে অশ্বারোহী দূত পাঠিয়ে নির্ব্বাসিত কুমার যুগলের সন্ধান কর ; আর জয়মল্লকে বন্দী করে আমার কাছে নিয়ে আসবে। হ্যাঁ শোন, একজন অশ্বারোহী সৈনিক দিয়ে বাইমান অধিপতি সিলাইদিকে খবর দাও—এ শয়তান

তারই অনুচর—তার সম্মুখে এর বিচার হবে। যাও— [সৈনিকের প্রস্থান

এইবার বল মা—জয়মল্লকে কি শাস্তি দিলে তুমি সন্তুষ্ট হবে ?

চারণী। আমি চাই মেবারের পুণ্য সিংহাসনে একজন ন্যায়বান রাণার অধিষ্ঠান হোক।

রায়মল্ল। তুই বলে দে মা—কে এই মেবারের যোগ্য ভাগ্যনিয়ন্তা ?

পুনঃ সৈনিকের প্রবেশ

রায়মল্ল। একি ! তুমি একা—সূর্য্যমল্ল কই ?

সৈনিক। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে মহারাণা।

রায়মল্ল। কি হয়েছে শীঘ্র বল।

সৈনিক। সেনাপতি সূর্য্যমল্ল আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ; চিতোর দুর্গের সমস্ত সৈন্যই তাঁর পক্ষে যোগ দিয়েছে।

রায়মল্ল। তুমি তার সংগে দেখা করে বলেছিলে যে, তোমার দাদা তোমার সংগে দেখা করতে চায়।

সৈনিক। দেখা করা অসম্ভব ভেবে তাঁকে সংবাদ দিয়েছিলাম— তিনি দেখা করলেন না।

রায়মল্ল। আচ্ছা। এ যুদ্ধ বন্ধ হয় না ?

সৈনিক। বন্ধ ত দূরের কথা মহারাণা। এরই মধ্যে মেবার সীমান্তে সৈন্য শিবির স্থাপন হয়েছে। চিতোর অবরোধ হতে আর বেশী দেরী নাই।

রায়মল্ল। মন্ত্রি ! তিলক চাঁদ। তোমরা যাও ; যেমন করে পার এ গৃহ যুদ্ধ বন্ধ কর, ভ্রাতৃ বিরোধের আগুন নিভিয়ে দাও।

[আদিত্যরাও সহ তিলক চাঁদের প্রস্থান

বাঃ-বাঃ-চমৎকার। ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ থামাবার জন্য সঙ্গ আর পৃথ্বীকে নির্ব্বাসিত করলাম। মেবার ইতিহাস কলংকিত হবার ভয়ে আমার

দুটি হাত আমি কেটে ফেল্‌লাম—কিন্তু ঈশ্বরের সূক্ষ্ম বিচারে আবার সেই ভ্রাতৃবিরোধ দেখা দিলে—আমাদেরই মধ্যে।

শম্ভুজী। এর জন্য তো আপনিই দায়ী, মহারাণা!

রায়মল্ল। আমিই দোষী! না-না এই অনর্থের মূলে তোরাই। ক্ষত বিক্ষত দেহে জয়মল্ল আমার কাছে ন্যায় বিচার চাইলে, আমি সরল বিশ্বাসে তাদের দুটীকে নির্ব্বাসিত করলাম—আগে যদি জানতাম, বুঝতাম এ তোদের চক্রান্ত, তাহলে আজ এমন ধারা কাল সাপের দংশন জ্বালা বুকে নিয়ে অস্থির হতাম না। না-না কিছুতেই তোকে মার্জ্জনা করবো না। সেই কুচক্রী জয়মল্লকে কারারুদ্ধ করবো—কঠোর দণ্ড দেব।

শম্ভুজী। সে আপনার দণ্ডাজ্ঞার বাইরে চলে গেছে, মহারাণা!

রায়মল্ল। এখনো সে আমার অধীন, এখনো তাকে চিতোর সিংহাসনে অভিষিক্ত করিনি। আমার নির্ব্বাসিত কুমার যুগল ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমিই সিংহাসনে বসে থাক্‌বো।

শম্ভুজী। আপনিই সিংহাসনে বসে থাকুন—সে আর আসবে না।

রাশমল্ল। আসবে না! কেন আসবে না—না আসার কারণ?

শম্ভূজী। কুমার জয়মল্ল অনেক আগেই চিতোর সিংহাসনের মায়া কাটিয়ে এই পৃথিবীর কাছে চিরবিদায় নিয়েছে; তার সংগে এখন আর আপনার কোন সম্বন্ধই নাই।

রায়মল্ল। কি বল্‌লি দুর্ম্মুখ—কুমার জয়মল্ল—

শম্ভুজী। নিহত—

রায়মল্ল। (লম্ফ দিয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া,) সাবধান শয়তান! শত অপরাধে অপরাধী হলেও সে আমার পুত্র।

শম্ভূজী। সে এখন আর আপনার কেউ নয় রাণা।

রায়মল্ল। সৈনিক দাঁড়িয়ে কি দেখছ? এখনি এই শয়তানের

জিভটা উপড়ে দাও, না দাঁড়াও। (কিছু সময় উন্মত্তের মত পায়চারী করার পর নিজেকে সামলাইয়া, সত্য বল—কে আমার পুত্রহন্তা ?

সহসা শূরতানের প্রবেশ

শূরতান। আমি!

রায়মল্ল। তুমি! তুমি আমার পুত্র হত্যাকারি! বল তুমি কে?

শূরতান। তোড়া অধিপতি শূরতান রায়। দিন মহারাণা, পুত্র হত্যাকারীকে দণ্ড দিন।

রায়মল্ল। উঃ। ঈশ্বর এই মুহূর্ত্তগুলো যেন স্বপ্ন হয়। না না—সব মিথ্যা-চক্রান্ত। না-না তোমরা আমায় এমন করে শাস্তি দিওনা।—আজ আমি বড় দুর্ব্বল—বড় অসহায়।

. শম্ভুজী। (স্বগতঃ) হাঃ-হাঃ-হাঃ। কাঁদে কাঁদে; সবাইকে কাঁদতে হয়, শুধু দান দরিদ্ররাই কাঁদে না। কাঁদ—কাঁদ রায়মল্ল! আমিও একদিন এমনিধারা কেঁদেছিলাম—তোমারই সিংহাসন তলায় দাঁড়িয়ে। সেদিন তুমি আমার আবেদন উপেক্ষা করে—মিথ্যাবাদী—পাগল বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। আমি গরীব বলেই না আমার কান্না উপেক্ষা করেছিলে। আজ আমি দেখ্‌ব আর প্রাণ ভরে হাস্‌বো। হাঃ-হাঃ-হাঃ।— [প্রস্থান

রায়মল্ল। বলুন শূরতান রায়! কেন কি অপরাধে আপনি আমার পুত্র হত্যা করেছেন! আমি রাণা রায়মল্ল। সবাই বলে আমি নিক্তি ধরে বিচার করি। শীঘ্র বলুন কেন তাকে হত্যা করলেন?

শূরতান। শুনুন মহারাণা! জয়মল্ল আমার কন্যার পানিপার্থী হয়ে ওই শম্ভুজীকে আমার কাছে পাঠায়। তবে আমার কন্যার এক পণ ছিল।

রায়মল্ল। কি পণ?

শূরতান। যে বীর আমার হৃতরাজ্য উদ্ধার করতে পারবে—কন্যা আমার বিজয়ীর পুরস্কার স্বরূপ তারই গলায় বরমাল্য অর্পণ করবে।

রায়মল্ল। একথা জয়মল্ল জান্‌তো ?

শূরতান। হ্যাঁ, মহারাণা !

রায়মল্ল। সে-কি আপনার হৃতরাজ্য উদ্ধার করতে স্বীকৃত হয়নি ?

শূরতান। না। মাত্র আমার কন্যার পানিগ্রহণে ইচ্ছুক হয়েছিল।

রায়মল্ল। তাই আপনিও তাকে কন্যা দান করতে সম্মত হননি ?

শূরতান। সম্মত না হওয়ার মত আরও এক কারণ ছিল মহারাণা !

রায়মল্ল। কি কারণ ?

শূরতান। তারাবাই আপনার মধ্যম পুত্র পৃথ্বীরাজের বাদগ্‌ত্তা। সেই নির্ব্বাসিত কুমার মাত্র একশত ভীলসেনার সাহায্যে, আমার শত্রু পাঠান দলনে সক্ষম হয়েছে। সেই বিজয়ী বীরকে পতিত্বে বরণ করার জন্য আশা পথ চেয়ে কন্যা আমার ব্যাকুল প্রতিক্ষায় বসে আছে।

রায়মল্ল। কিন্তু---জয়মল্লকে হত্যার কারণ কি ?

শূরতান। শম্ভুজীর প্রস্তাবে আমি অসম্মত হয়ে তাকে বিদায় দিই। হঠাৎ গভীর রাত্রের সুযোগে কুমার জয়মল্ল আমার কন্যার কক্ষে প্রবেশ করে তাকে বেঁধে ফেলে, মেয়ের চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায়—ছুটে এসে দেখি, আপনার পুত্র আমার কন্যার ধর্ম্মনাশে উদ্যত—অনন্যো-পায় হয়ে তার বুকে বর্শা বসিয়ে দিই। দিন রাণা—এইবার আমায় দণ্ড দিন।

রায়মল্ল। আপনার কন্যা এখন কোথায় ?

শূরতান। বিজয়ী কুমার পৃথ্বিরাজের আশাপথ চেয়ে বসে আছে রাণা !

রায়মল্ল। শূরতান রায় তুমি কি শাস্তি প্রার্থনা কর !

শূরতান। মৃত্যু ছাড়া আমার অন্য কোন প্রার্থনা নেই, মহারাণা!

রায়মল্ল। বল্‌তে পার তুমি শূরতান রায়—সিংহাসন বড় না সিংহাসনের উপর যে বসে সে বড়? তবে কেন মানুষ—মানুষের কদর না করে অর্থের কদর করে। তুমি আজ চিতোরের রাণার কাছে শাস্তি ভিক্ষা করতে এসেছ, কেন না তার একমাত্র প্রিয়পুত্রকে হত্যা করেছ বলে। কিন্তু তুমি যে একজনকে শাস্তি দিয়ে কোটী কোটী লোকের নির্য্যাতনের পথ বন্ধ করেছ। তবু আমি তোমায় ক্ষমা করবো না। তোমাকে শাস্তি দিতেই হবে। নরঘাতক তুমি—রাণাপুত্র হন্তা তুমি—এই পুত্র-শোকসন্তপ্ত বক্ষ কিছুতেই তোমায় ক্ষমা করবে না।

উভয়ের আলিঙ্গন

শূরতান। মহারাণা! মহারাণা! অপরাধের যোগ্য দণ্ড দিন, ন্যায় বিচার করুন।

রায়মল্ল। রাণা রায়মল্লের নিক্তি ধরা বিচার—বুঝলে বন্ধু—

হাত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যত

আদিত্য রাওয়ের প্রবেশ

আদিত্য। পারলুম না মহারাণা! বহু চেষ্টা করেও সেনাপতি সূর্য্যমল্লকে সংযত করতে পারলুম না। আজই তারা গড় আক্রমণ করবে।

রায়মল্ল। তবে বাহিনী সাজাও—রণ দামামা বাজাও। চিতোরী বলতে যে যেখানে আছে আমার আদেশ জানিয়ে দাও। দেশের দুর্দ্দিনে আমার পাশে এসে দাঁড়াতে বল—যুদ্ধ পরিচালনা করবো আমি নিজে। সূর্য্যমল্লকে শিখিয়ে দেব যে, বৃদ্ধ হ'লেও হাত দুখানা এখনো শিথিল হ'য়ে পড়েনি।

[আদিত্য রাওয়ের প্রস্থান

এসো—এসো বৈবাহিক দেখ্‌বে এসো, ভাই আজ কেমন করে ভায়ের রক্ত লালসায় পাগল হয়ে ছুটে আসছে দেখবে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বনপথ

রণসাজে তারাবাঈ ও পৃথ্বিরাজ।

পৃথ্বী। এখন উপায় কি তারা! চারিদিকে সৈন্যদের সতর্ক দৃষ্টি, চিতোর প্রবেশের ত কোন উপায় দেখছি না।

তারাবাঈ। তোমার ছদ্মবেশ খুলে ফেল—তোমার স্বরূপ দেখলে সকলেই পথ ছেড়ে দেবে।

পৃথ্বী। ছদ্মবেশ ত্যাগেরও যে কোন উপায় নেই।

তারাবাঈ। কেন?

পৃথ্বী। আমি যে নির্ব্বাসিত। তুমি কি জান না তারা, চিতোরি প্রাণবলি দেয়—তবু রাণার আদেশ লঙ্ঘন করে না। তার উপর ওরা সব আমারই হাতে গড়া সৈন্য। আমি আর পিতৃব্য ওদের যে শিক্ষা দিয়েছি আর আজ ওদের কাছে সে সমস্ত উপদেশের বিরুদ্ধাচারণ কি করে প্রত্যাশা করি?

তারাবাঈ। তবে চল ফিরে যাই। পিতা! পিতা! আর বুঝি তোমার সঙ্গে দেখা হল না। তুমি যদি পরলোকে থাক—সেখানে যেন আমার এ আ . ল আহ্বান তোমায় ব্যথিত না করে। অনেক জলেছ—আমার মুখ চেয়ে অনেক সহ্য করেছ। ঘুমাও—ঘুমাও—চির-শান্তির কোলে অঘোরে ঘুমাও; আর আমি তোমায় বিরক্ত করবো না।

পৃথ্বী। কেন অলীক আশংকাকে আঁকড়ে ধরে এমনি ধারা মুসড়ে পড়ছো তারা! ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষায় যদি তিনি শাস্তিই দেন তবে তাঁকে কারারুদ্ধ করবেন মাত্র, তার বেশী কোন কঠিন শাস্তি দেবেন না।

তারাবাঈ। তোমার কথাই যেন সত্য হয়; আবার যেন তাঁর স্নেহ কোমল বুকে স্থান পেয়ে চিন্তাতপ্ত বুকের জ্বালা জুড়াতে পারি।

পৃথ্বীরাজ। (অদূরে রঘুয়াকে দেখিয়া) চুপ কর। রঘুয়া আস্‌ছে।

রঘুয়ার প্রবেশ

খবর কি রঘুয়া?

রঘুয়া। খবর বড় ভাল নয় রাজা! বড় জবর লড়াই বেঁধেছে—ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই।

পৃথ্বী। লড়াই! ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই।

রঘুয়া। মহারাণার সাথে সুরযমলের লড়াই।

পৃথ্বী। রঘুয়া, না না এ হতে পারে না। এ মিথ্যা—মিথ্যা সব মিথ্যা—নয়তো তোমার শোনার ভুল।

রঘুয়া। রঘুয়া কখনও ভুল শোনেনা রাজা! মহারাণার ভারি বিপদ, চিতোর গড়ে একটীও সওয়ার নাই। সবাই সুরজমলের সাথে মিলেছে। আজ রাতেই গড়ের ফটক ভেঙে ফেলবে।

পৃথ্বী। বল্‌তে পার তারা আমি কোনদিক রাখি? একদিকে আমার অসহায় বৃদ্ধ পিতা, অন্যদিকে শিক্ষাদাতা গুরু পিতৃব্য। আমি বেশ বুঝতে পারছি চিতোর দুর্গে একটীও সৈন্য নাই, সবাই পিতৃব্যের সংগে যোগ দিয়েছে। আমি যদি একবার সেই সব সৈন্যদলের মাঝখানে উপস্থিত হই—তাহলে দেখবে মুহূর্ত্তের মধ্যে পিতৃব্যের আশা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। চিতোরের অর্দ্ধেক সৈন্যকে যে আমি হাতে গড়ে

মানুষ করেছি। তারা যে আমায় প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। বল তারা কি আমার কর্ত্তব্য! কি আমার পথ!

তারাবাঈ। তোমাকে পথের নির্দ্দেশ দেওয়ার সাধ্য দাসীর নাই। তুমিও যেখানে আমিও সেখানে—আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সবটুকু তুমি যে লুপ্ত করে দিয়েছ প্রভু।

পৃথ্বী। তবে কে বলে দেবে—কে বুঝিয়ে দেবে—কে আমায় যুক্তি দেবে কে বড়—জন্মদাতা না শিক্ষাগুরু!

তারাবাঈ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা।

পৃথ্বী। কি—কি বল্‌লে?

তারাবাঈ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা। এস আমরা এই ভীল সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি রণাঙ্গণে। তোমার পিতার বিপদ কি আমার বিপদ নয়? রঘুয়া!

রঘুয়া। মা!

তারাবাঈ। আজ জীবন পণ করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, মেবারের অদ্বিতীয় বীর সেনাপতি সূর্য্যমল্লের সংগে লড়াই—পারবে?

রঘুয়া। তোর আশীর্ব্বাদে মানুষ তো ছাড়—যমের সঙ্গে লড়াই দিতেও রঘুয়া পিছু হট্‌বে না।

তারাবাঈ। তবে ছুটে এস দেশের ছেলে—আমার কর্ম্মপথের সাথী হয়ে।

পৃথ্বী। চল—চল রঘুয়া। দুর্ব্বার জলোচ্ছ্বাসের মত ঝাঁপিয়ে পড় পিতৃব্যের বাহিনীর উপর। খুব সতর্ক হয়ে এ যুদ্ধ করতে হবে—যেন ভায়ের রক্তে ফাগুয়া খেলায় দেশের শ্যামল প্রান্তর লাল হয়ে না ওঠে।

রঘুয়া। কোন ভয় নেই রাজা! আমরা এমন কায়দায় যুদ্ধ করবো যাতে কারু গায়েও আঁচড়টী লাগবে না। শেষ পর্য্যন্ত ওরাই আসবে আমাদের সঙ্গে চুক্তি করতে। চলে আয়।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

দুর্গ প্রাকার

বালকগণ। গীত।

আমরা দেশের ছেলে আমরা কিশোর দল।
আমরা করিব দেশের সেবা,
সঞ্চয় করেছি মনের বল।
চলিব সতত সাম্য সাধনে
বাঁধিব সকলে প্রীতির বাঁধনে
রুখিয়া দাঁড়াব বিপদের মুখে
হোক না শত্রু যতই প্রবল।

মিনতির প্রবেশ

মিনতি। তোরা কি পারবি ভাই? আজকের দুর্দ্দিনে বৃদ্ধ রাণাকে রক্ষা করতে? চিতোর গড়ে একটীও সৈন্য নেই, গড় রক্ষা করবার মত কেউ নেই।

রঞ্জনের প্রবেশ

রঞ্জন। কেন দিদি! আমরা তো আছি।

মিনতি। তোরা যে বালক?

রঞ্জন। বালক হ'লেও দেশের ছেলে। ইতিহাসে আজও উজ্জ্বল হ'য়ে আছে বালক বীরত্বের অমর কাহিনী।

মিনতি। এতো রাজপুত পাঠানের যুদ্ধ নয় রঞ্জন! এ যে ভায়ে—ভায়ে যুদ্ধ।

রঞ্জন। আমরা তো কারু রাজ্য কেড়ে নেবার জন্য যুদ্ধ করবো না, আমরা রক্ষা করবো আমাদের রাণার মর্য্যাদা। রক্ত রঞ্জিত করতে দেব না দেশের শ্যামল ভূমি।

মিনতি। তুমি ভাবতে পারছো না রঞ্জন, দেশ আজ কোন পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে! ভাই আসছে—ভায়ের বুকের রক্ত পান করতে।

রঞ্জন। সেনাপতি সূর্য্যমল্ল যতই শক্তিশালী হন্ না কেন আমাদের দেখে তার অস্ত্র আপনি ফিরে যাবে। সেনাপতি কঠোর হলেও তিনি মানুষ।

রঞ্জন।　　পূর্ব্ব গীতাংশ।

মরণে কভু ডরিব না মোরা
　　করিব অমৃত সাধনা।
দাপটে কাঁপিবে অরাতি হৃদয়
　　হিমাচল হ'তে সিন্ধুজল॥

বালকগণ।　　চলরে চলরে চলরে চল
আমরা দেশের সহায় সম্পদ
　　আমরা দেশের বল॥

[রঞ্জন সহ বালকগণের প্রস্থান

মিনতি। ঠিকই তো তিনি মানুষ, তিনি কখনো এতটা নির্দ্দয় হতে পারেন না। আমিও যাব যেমন করে হোক এ যুদ্ধ বন্ধ করবো, নয় বৃদ্ধ রাণার জন্য জীবন দেব।

[প্রস্থান

রণসাজে রায়মল্ল ও শূরতান রায়ের প্রবেশ

রায়মল্ল। দেখছ দেখছ, বৈবাহিক, কেমন যুদ্ধ চল্‌ছে? কাল হয়তো এরা একসঙ্গে খেলেছে—এক শয্যায় ঘুমিয়েছে। আচ্ছা—এদের হাত কাঁপছে না? না—না—আমায় দেখতে হবে, এ সব অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হয়।

শূরতান। এ বিপদ সঙ্কুল স্থান ত্যাগ করে—চলুন কোন নিরাপদ স্থান হতে যুদ্ধ দেখিগে।

রায়মল্ল। নিরাপদ! বৈবাহিক! আমার নিরাপদ স্থান একটা আছে; কিন্তু তুমিতো আমায় সেখানে নিয়ে যেতে পারবে না বন্ধু! সেখানে নিয়ে যেতে পারে একজন—সে ওই বিদ্রোহী দলের নেতা সূর্য্যমল্ল—আমারই সহোদর ভাই!

শূরতান। ওই দেখুন মহারাণা! যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল—সূর্য্যমল্লের বাহিনী দু-ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গেল।

রায়মল্ল। দেখতো দেখতো ভাই, সূর্য্যমল্লের অগ্রগামী সৈন্যদল হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো না!

মিনতির প্রবেশ

মিনতি। শুধু দাঁড়িয়ে পড়া নয় মহারাণা! কে যেন পিছন থেকে এসে সূর্য্যমল্লের বাহিনী আক্রমণ করলে! জানিনা, কোন অজ্ঞাত বন্ধু চিতোরকে বিপদ মুক্ত করবার জন্য ছুটে এসেছে!

[প্রস্থান

রায়মল্ল। কে আসবে মা! কে আসবে আমার দুর্দ্দিনে, আমার বিপদে মাথা দিতে?

শূরতান। ওই দেখুন মহারাণা! সেনাপতি সূর্য্যমল্লের বাহিনী বিপর্য্যস্ত—ছত্রভঙ্গ। প্রাণপণ শক্তিতে তাদের ফেরাতে পারছেন না।

রায়মল্ল। এযে আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। এ যুদ্ধের সব কিছুই যেন আমার স্বপ্ন মনে হ'চ্ছে। আমি আজও বিশ্বাস করতে পারছি না যে, আমার স্নেহের ভাই আমার বক্ষ রক্ত পানের লালসায় আমারই মাথার উপর অস্ত্র তুলে ধরেছে।

পুনঃ মিনতির প্রবেশ

মিনতি। নিশ্চিন্ত হন মহারাণা! চিতোর আজ বিপদ মুক্ত।

রায়মল্ল। সূর্য্যমল্ল কি তবে যুদ্ধ থামিয়ে দিলে?

মিনতি। পরাজয় অনিবার্য্য ভেবে শ্বেতপতাকা দেখিয়ে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিয়েছেন।

রায়মল্ল। তুই তাকে দেখেছিস্ মা!

মিনতি। কাকে বাবা?

রায়মল্ল। চিতোরকে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের হাত থেকে বাঁচিয়ে ভ্রাতৃ বিরোধের আগুন নিভিয়ে দিলে! বল মা—বল, তুই তাকে দেখেছিস্?

মিনতি। না বাবা। আমি তার কাছে যেতে পারিনি—শুধু দূর হতে দেখেছি—সেই দুটী পাহাড়ী যুবক-যুবতির অভূতপূর্ব্ব রণনৈপুণ্যে রক্ষা হ'য়েছে রাজার মর্য্যাদা -পরাজিত হ'য়েছে সেনাপতি সূর্য্যমল্ল।

রায়মল্ল। তারা কি এখনো আছে?

মিনতি। অনুমান এখনো তারা চিতোর ত্যাগ করেনি।

রায়মল্ল। চল্—চল্, মিনতি! আমায় দেখিয়ে দিবি চল, কোথায় সে অজ্ঞাত বন্ধু। বলতো—বলতো বৈবাহিক, বিজয়ীদের কি পুরস্কার দেবো—কি দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানাব?

শূরতান। আমি শুধু ভাবছি; যাদের আমরা জংলী বলে—সভ্য সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখি সেই অস্পৃশ্য জাতির মহাপ্রাণতার কথা—রাজভক্তির কথা। এই অনুন্নত সম্প্রদায় যখন জেগে উঠবে তখন কেউ আর এদের দমিয়ে রাখতে পারবেনা। সাম্যের দাবী নিয়ে এই রাজপুত জাতির পাশে এরাও মাথা তুলে দাঁড়াবে।

মিনতি। আসুন মহারাণা, দেরী করবেন না।

রায়মল্ল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক কথা বলেছিস মা! চল চল বৈবাহিক যাদের করুণায় রক্ষা হ'য়েছে চিতোরের মর্য্যাদা, চল তাদের অভ্যর্থনা

করে নিয়ে আসিগে চলো। চল্ মা চল্; তোকেও বঞ্চিত করবো না কাজের যোগ্য পুরস্কার হতে!

[অগ্রে মিনতি ও পশ্চাতে সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

সূর্য্যমল্লের শিবির সম্মুখ

চিন্তামগ্ন সিলাইদির প্রবেশ

সিলাই। না, চিতোরের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। আর এদিকেও শম্ভুজীর কোন সংবাদ নেই। প্রথম সে বেশ খবরাখবর করছিল, এখন কদিন দেখছি একেবারে চুপ। সূর্য্যমল্ল তো পরাজয় অনিবার্য্য ভেবে যুদ্ধ বন্ধ করলেন; তিনি যদি মহারাণার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন—তাহলে তো আর বিপদের সম্ভাবনা থাকলো না। কিন্তু আমি তো আর ক্ষমা চাইতে পারবো না। জীবনে সিলাইদি কখনও মাথা হেঁট করেনি—আর করবেও না।

চিন্তিতভাবে পদচারণার পর

অথচ একা আমার দ্বারা এ যুদ্ধ পরিচালনা অসম্ভব। সূর্য্যমল্ল ও পৃথ্বী দুজনে মিলিত হয়ে অনায়াসেই দিল্লী অধিকার করবে, আমিতো তাদের একটী ফুঁয়ের ভরও সইতে পারবো না। এখন দেখ্ছি এক সূর্য্যমল্লকে রাণার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা ছাড়া, আর দ্বিতীয় পথ নেই; তাই বা সম্ভব কি করে হবে!

চিন্তামগ্ন শম্ভুজীর প্রবেশ

শম্ভুজী। (স্বগতঃ) গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে। এখনি ওর বুকে ছুরিখানা বসিয়ে দিয়ে আমার জ্বালার অবসান করতে পারি। কিন্তু তাতে লাভ কি? মুহূর্ত্তেই সব ফুরিয়ে যাবে। মার্জ্জার যেমন

মূষিকের প্রাণ সংহার করে, তেমনি করে তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে মারতে হবে, তারপর— আঃ—সে কি আনন্দ।

এমন স্থানে দাঁড়াইল যাতে সিলাইদির চোখে পড়ে

সিলাইদি। (স্বগতঃ) আমার এতদিনের গোপন আশা-স্বপ্ন কল্পনায় যাকে অমরার সম্পদ করে রেখেছি, এমনি করেই তা মলিন হয়ে যাবে? না, তা হতেই পারে না। (চমকিয়া) কে?

শম্ভুজী। আমি শম্ভুজী।

সিলাইদি। কখন এলে—খবর কি?

শম্ভুজী। বড় ভাল নয় রাজা! আপনি এ যুদ্ধে নিরস্ত হন, নইলে আপনার সমূহ বিপদ।

সিলাইদি। আমার বিপদের জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি নতুন সংবাদ কোন কিছু সংগ্রহ করেছ কিনা, তাই বল?

শম্ভুজী। সিংহাসনের জন্য জয়মল্ল যে ষড়যন্ত্র করেছিল—সমস্তই প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

সিলাইদি। সে ষড়যন্ত্রের মধ্যে তুমিও নিশ্চয়ই ছিলে?

শম্ভুজী। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাছাড়া—আমি যে আপনার অনুচর—তাও প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

সিলাইদি। তোমায় বন্দী করেনি?

শম্ভুজী। করেছিল, কিন্তু শূরতান রায়ের অনুরোধে মহারাণা আমায় মুক্তি দিয়েছেন।

সিলাইদি। জয়মল্ল তবে সিংহাসনের আশা ত্যাগ করেছে?

শম্ভুজী। সে ত্যাগ করেনি—ঈশ্বর তাকে ত্যাগ করিয়েছেন।

সিলাইদি। স্পষ্ট বল—এ কথার অর্থ কি?

শম্ভুজী। জয়মল্ল নিহত।

সিলাইদি। যুদ্ধে?

শম্ভুজী। না।

সিলাইদি। তবে?

শম্ভুজী। শূরতান রায়ের কন্যা তারাবাঈকে বলে হরণ করতে গিয়েছিলেন, শূরতান তাকে হত্যা করেছে।

সিলাইদি। তারাবাইকে লাভ করতে পারেনি! মূর্খ—অপদার্থ।

শম্ভুজী। কাজেই।

সিলাইদি। মূর্খ নয়? রমণী অপহরণ সে তো বড়লোকের একটা খেয়াল ছাড়া অন্য কিছুই নয়। মূর্খ কিনা, তাই অকৃতকার্য্য হয়ে শেষে তার অমূল্য জীবনও হারালে?

শম্ভুজী। আপনি হলে কি করতেন, মহারাজ!

সিলাইদি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সেটা তুমি তো এই ক' বছর আমার কাছে কাছে থেকে বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছ। জয়মল্ল চুরি করবার আগে শূরতানের কাছে অবশ্য কিছু না কিছু প্রস্তাব করেছিল।

শম্ভুজী। করেছিল।

সিলাইদি। শূরতান সম্মত হয়নি নিশ্চয়।

শম্ভুজী। না।

সিলাইদি। আমি হ'লে আগেই শূরতানকে বন্দী করতুম। তারপর সেই দাম্ভিক শূরতানের সম্মুখে তার কন্যার—(মুখ চুম্বন করিবার ভঙ্গি দেখাইয়া) হাঃ-হাঃ-হাঃ—সে যন্ত্রণায় মৃত্যু প্রার্থনা করতো। হাঃ-হাঃ-হাঃ। বুঝলে—শম্ভুজী! ওটা আমার একটা খেয়াল। নিত্য নতুন ফুলে মধু খাওয়া যেমন ভ্রমরের রীতি—আমার রীতি নিত্য নতুন নারীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করা।

শম্ভুজী আত্মসংযম হারা অবস্থায় তরবারি স্পর্শ করিল,
তারপর নিজেকে সামলাইবার চেষ্টা করিল

সিলাইদি। ওকি! অমন করছ কেন—কি হলো?

শম্ভুজী। না, ও কিছু না মহারাজ! মাঝে মাঝে একটা ব্যথা আমার বুকের ভিতর জেগে ওঠে, আমায় কেমন সংযম হারা করে দেয়। এখন উপায়?

সিলাইদি। আমি তো সেই কথাটাই ভাবছি শম্ভুজি! সূর্য্যমল্লকে নিহত করার এত কৌশল—এত চক্রান্ত সব বৃথাই হলো? সে বেঁচে থাকলে আমার যে কোন উপায় নেই। ওই আমার উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। চুপ সূর্য্যমল্ল আসছে না?

শম্ভুজী। হ্যাঁ।

সিলাইদি। তুমি একটু অন্তরালে অপেক্ষা কর—দেখি উদ্দেশ্যটা কি?

[শম্ভুজীর প্রস্থান

সূর্য্যমল্লের প্রবেশ

সূর্য্যমল্ল। এই যে সেনাপতি সিলাইদি! এখনো বিশ্রাম করতে যাওনি?

সিলাইদি। পরাজয়ের কালি মেখে সূর্য্যমল্ল যে বিশ্রাম আশা করেন —এটা কিন্তু আমার নূতন অভিজ্ঞতা।

সূর্য্যমল্ল। এ পরাজয়ে যে আমার কত আনন্দ—তা তুমি কি করে বুঝবে সিলাইদি? শৈশবে যারা আমার দুই হাঁটুর মাঝে দাঁড়িয়ে—আমার তুড়ির তালে তালে নৃত্য করেছে, কৈশোরে যারা আমার কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেছে—আজ তাদের একজনের কাছে আমি পরাজিত। এযে আমার কি আনন্দ তা তোমায় কি করে বোঝাবো?

সিলাইদি। আমিও তো সেই জন্তই আরও আশ্চর্য্য হচ্ছি, শৈশবে যাদের কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন—যৌবনে যাদের অস্ত্রবিদ্যা

শিক্ষা দিয়েছেন—আর আজ যাদের জন্য ভায়ের বিরুদ্ধে অসি ধরে ভ্রাতৃ-দ্রোহী সেজেছেন, সেই তাদেরই একজন আপনার বিরুদ্ধাচারী হ'য়ে আপনাকেই আক্রমণ করলে। আর আপনি—

সূর্য্যমল্ল। তাকে ক্ষমা করেছি—কেন করেছি জান? সে শুধু আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে বলে। যত মনে হচ্ছে পৃথ্বী আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, ততই মন আমার পুলকে তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। কি মহান—কি উদার—সে কি গৌরব—আমার যে সেই পৃথ্বী আমারই শিক্ষায় শিক্ষিত। তুমি উপলব্ধি করতে পারবে না সিলাইদি—আমার আনন্দের গভীরতা। এস শিবিরে এস—আমার বিজয়ী শিষ্য আমার কাছে জয়ের পুরস্কার নিতে আসছে—তার অভ্যর্থনার আয়োজন করিগে এস।

[প্রস্থান

সিলাইদি। পৃথ্বী আসছে, তার অভ্যর্থনার আয়োজন করতে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না– নিশ্চয় এর মধ্যে কোন রহস্য গোপন আছে। আর যদি কিছু না থাকে—আমি সেটাকে পূর্ণ করে দেবো।

হাতে তালি দিল। শম্ভুজীর প্রবেশ

শম্ভুজী! এ যুদ্ধ বন্ধ হবে না—হতে পারে না

শম্ভুজী। কি করবেন স্থির করেছেন?

সিলাইদি। সবই বুঝতে পারবে! ওই অদূরে পাহাড়ের উপর ওটা কি দেখছো?

শম্ভুজী। একটা মন্দির—

সিলাইদি। মন্দির নয়—ওটা আমার গুপ্ত অস্ত্রাগার। দ্রুতগামী অশ্বারোহণে এখুনি ওখানে যাও। এই আংটী দেখালেই মন্দির রক্ষক

তোমায় একশত অশ্বারোহী সৈন্য দেবে, তাদের নিয়ে তুমি এইখানে উপস্থিত হবে।

অঙ্গুরী দান

যাও—দেরী করো না—

শম্ভুজী। (অঙ্গুরী গ্রহণপূর্ব্বক) যথাদেশ। কিন্তু—

[প্রস্থান

সিলাইদি। কোন কিন্তু নেই। পৃথ্বী চিতোরে গেছে—রাতের মধ্যে ফেরার কোন আশাই নেই, এই সময় টুকুর ভেতর আমার করনীয় কাজগুলি অনায়াসেই সেরে রাখতে পারবো।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

চারণ।　　গীত।

তোমার আশার মুখে পড়বে ছাই।
বালির প্রাসাদ—যাবে ধ্বসে
　　আর তো বেশী দেরী নাই।
সুখ ভেবে কেন দুঃখ বরণ,
ডাকছ মিছে অকাল মরণ।
নিজের হাতে গর্ত্ত খুঁড়ে—
　　পড়িসনি তাতে ভাই।

[প্রস্থান

সিলাইদি। পাগল কি আর গাছে ফলে? কিন্তু ও আমার মনের কথা কি করে জানলে? দেখতে হচ্ছে কে ও ছদ্মবেশী, ওঃ—বড় ভুল হয়ে গেল—শেষ করে দেওয়াই উচিত ছিল।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

দরবার গৃহ

কুমারীগণ

সুসজ্জিত সিংহাসন, কক্ষটী পুষ্পমাল্যে শোভিত ছিল ; কুমারীগণ গাহিতেছিল, নাচের তালে তালে সিংহাসনটা ফুলে সাজাইতেছিল।

কুমারীগণ। গীত।

আরতি প্রদীপ জ্বালি আঁখির তারায়।
প্রেমের কুসুম গাঁথি প্রণয় সুতায়।
ঢালি নয়ন কলস জল,
ধুয়ে দিব পদতল,
যতনে রেখেছি চন্দন মালা
সঁপেছি জীবন তোমারই বন্দনায়।
কেটে গেছে ঘোর অমানিশা,
নবীন জাগাতে এসেছে ঊষা
দূর কর অলসতা ছাড় জড়তা
ফুলের ভূষণে সাজাও, বিজয়ী দেবতায়।

[প্রস্থা

রাণা রায়মল্ল ও তারাবাঈয়ের প্রবেশ

রায়মল্ল। ওই দেখ মা ! বিজয়ী বীরের পুরস্কার আয়োজন।

সিংহাসন দেখাইলেন

তারাবাঈ। বিজয়ী পুত্রের এই কি উপযুক্ত পুরস্কার বাবা ?

রায়মল্ল। হ্যাঁ মা !

তারাবাঈ। এ ছাড়া আর কি অন্য কোন পুরস্কার ছিল না বাবা ?

রায়মল্ল। এ ছাড়া তাকে দেওয়ার মত পুরস্কার আর তো আমার কিছুই নেই মা। ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রীদের চক্রান্তে ভুলে আমি তাকে রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত করেছিলাম। কিন্তু নির্ব্বাসিত কুমার আবার নিজ বাহু-বলে আজ এ রাজ্য অধিকার করেছে—এযে তার ন্যায্য প্রাপ্য।

তারাবাঈ। যুদ্ধ জয়ের গৌরবটুকু ছাড়া তিনি তো নিজের জন্য কিছুই রাখেননি বাবা!

রায়মল্ল। বিনা দোষে যে শাস্তি দিয়েছিলাম; তারও তো একটা প্রায়শ্চিত্ত চাই মা।

তারাবাঈ। কি প্রায়শ্চিত্ত বাবা?

রায়মল্ল। তোদের দুজনকে এই সিংহাসনে বসিয়ে আমি জন্মের মত মেবারকে অভিবাদন করবো।

তারাবাঈ। আর তিনি যদি আপনার দেওয়া দান প্রত্যাখ্যান করেন বাবা?

রায়মল্ল। এই অতুল ঐশ্বর্য্য—সম্মান—সে প্রত্যাখ্যান করবে! আমি নিজ হাতে তুলে দিচ্ছি—তবুও সে প্রত্যাখ্যান করবে!

তারাবাঈ। কেন করবে না বাবা! এ সিংহাসনে তাঁর অধিকার কি?

রায়মল্ল। বিজয়ীর!

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ

সেনাপতি রাজ্য জয় করে রাজার জন্য—নিজের জন্য নয়।

। আমি রাজ্যের দায়িত্ব ত্যাগ করেছি; আর তুমি রাজাশূন্য রাজ্য জয় করেছ।

পৃথ্বী। সে আমার নিজের জন্য নয় বাবা!

রায়মল্ল। তবে কার জন্য জীবন পণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলে?

। দাদার জন্য।

রায়মল্ল। পৃথ্বী! সে কি আর আসবে? সেকি তার এই বৃদ্ধ পিতাকে ক্ষমা করবে; ওরে সে আর আসবে না; সে যে অভিমানভরে চলে গেছে।

পৃথ্বী। দুঃখ করবেন না বাবা! দাদা আমার অবিবেচক নয়—নিশ্চয়ই সে ফিরে আসবে।

রায়মল্ল। তবে তোকে কি দেবো? (তারার প্রতি) বলতে পারিস মা! আমার বিজয়ী পুত্রকে কি পুরস্কার দেবো?

তারাবাঈ। আপনার পদধূলি—আশীর্ব্বাদ—স্নেহ চুম্বন।

রায়মল্ল। মা! এখন তুই সন্তানের মা বলে পরিচয় দিতে পারিস্‌নি, সন্তানের মর্ম্ম তুই কি করে বুঝবি বল? সন্তান যখন বুকে ছুরি ধরে—তখনও সে পিতার স্নেহাশীর্ব্বাদে বঞ্চিত হয় না? আশীর্ব্বাদ—স্নেহচুম্বন—সে কি আজ নূতন করে দিতে হবে?

বক্ষ বস্ত্র মুক্ত করিয়া দেখাইল, একটী মুক্তাহারে সঙ্গ ও পৃথ্বীরাজের চিত্র অঙ্কিত অবস্থায় ঝুলিতেছিল।

এই দেখতো মা—কাদের ছবি? নির্ব্বাসনে দিয়েও বুকে রেখে দিয়েছি। গোপনে ছবি দুটীকে চুম্বনে, চুম্বনে ভরিয়ে দিই—আর কাতর কণ্ঠে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে, হে ঈশ্বর! একবার এই ছবি দুটী সজীব হয়ে আমায় বাবা বাবা বলে ডাকুক।

আদিত্যরাওয়ের প্রবেশ

আদিত্য। মহারাণা!

রায়মল্ল। মহারাণা বলে থামলেন কেন, বলুন কি হ'য়েছে?

আদিত্য। বিপদ আরো ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছে।

রায়মল্ল। বিপদ! এখনো বিপদ! এততেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? বলুন শিগ্‌গির বলুন কি হ'য়েছে?

আদিত্য। সূর্য্যমল্লের সৈন্যদল, শ্বেত পতাকার অবমাননা করে, আমাদের সেনাদলকে অতর্কিতে আক্রমণ করেছে।

পৃথ্বী। একি অন্যায় যুদ্ধ! পিতৃব্যের একি অন্যায় আচরণ। যান, সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রস্তুত হ'তে বলুন। আমি এখুনি যুদ্ধ যাত্রা করবো।

[রাণাকে অভিবাদনান্তে আদিত্যরায়ের প্রস্থান

হায় পিতৃব্য! আপনা হতেই আজ বাপ্পাকুল কলঙ্কিত হ'য়ে গেল। কে আছ? আমার ঘোড়া। এস তারা, আর দেরী নয়—মুহূর্ত্ত বিলম্বে সব পণ্ড হ'য়ে যাবে।

[প্রস্থান

তারাবাঈ। চল ছুটে চল, স্বামি! এ অন্যায়ের প্রতিকার করতে। এই ভ্রাতৃঘাতী রণের মূলোচ্ছেদ করতে।

রায়মল্ল। তুই কোথায় যাবি মা! তোর ননীর মত দেহে অস্ত্রের ঘা সইবে কেন?

তারাবাঈ। ভুলে যাবেননা বাবা! আমি পদ্মিনীর দেশের মেয়ে।

[প্রস্থান

রায়মল্ল। ভাই ভায়ের বুকের উপর ছুরি তুলে ধরেছে—পিতা সন্তানের তরবারির লক্ষ্যস্থল হয়েছে—আর ওই নীল যবনিকার আড়াল হতে ঈশ্বর এই দেশটার উপর পুষ্পবৃষ্টি করছেন! বাঃ—চমৎকার বিচার। যাই যাই, দুর্গ প্রাচীরের উপর থে'কে আমার বিজয়ী পুত্র আর বধূ মায়ের রণ কৌশল দেখিগে। [প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণস্থলের অপরাংশ

মিনতি আপন মনে গাহিতেছিল

মিনতি। **গীত।**

প্রাণ বাতায়নে দেখি প্রিয়তম
তোমার মুরতি খানি।
সতত বাজে গো কানে
তোমার অমিয় মধুর বাণী।
যেদিকে তাকাই—শুধু নাই নাই
এ শূন্য পরাণে সদা ফিরে ফিরে চাই,
আজি দিশেহারা—কোথা ধ্রুবতারা
কোথা সাথী—
পথহারা আমি একাকিনী॥

শম্ভুজীর প্রবেশ

শম্ভুজী। মিনতি!

মিনতি। বাবা!

শম্ভুজী। ওদিকে যাসনি মা! সিলাইদির দৃষ্টি এড়াতে পারবিনি। ওই ঝোঁপটার আড়ালে একটু অপেক্ষা কর—এখনি তার সঙ্গে দেখা হবে। সিলাইদির চক্রান্তের কথা তাঁকে বলতে ভুলিস্ না। কোন ভয় নেই; ছায়ার মত আমি তোর কাছে কাছেই থাকবো, যদি দরকার হয় প্রাণ দিতেও ইতঃস্তত করবো না। যা—

[মিনতির প্রস্থান

কুচক্রী শয়তান! তোর সকল আশাই নিষ্ফল করে দেবো। ওই না সূর্য্যমল্ল এইদিকেই আসছে! সরে যাই—

[প্রস্থান

সূর্য্যমল্লের প্রবেশ

সূর্য্যমল্ল। মিলনের মধু বাঁশী বাজাতে না বাজাতেই অস্ত্রের ঝঙ্কারে তার গলা চেপে ধরেছে। না না আমি কাউকে ক্ষমা করবো না।

মিনতির প্রবেশ।

মিনতি। ক্ষমা করুন। ক্ষমা আপনাকেই করতেই হবে! এ হত্যা যজ্ঞ বন্ধ করুন। আত্মঘাতী কলহের অবসান ঘটুক।

সূর্য্যমল্ল। কে! মিনতি তুই?

মিনতি। হ্যাঁ, হতভাগিনী মিনতি আমি! মেবারের ভাগ্যচক্র আপনার করতলগত তাকে রক্ষা করুন। কুচক্রী শঠ প্রবঞ্চকের হাত থেকে মেবারকে রক্ষা করবার জন্য ভ্রাতৃদ্রোহী সেজেছেন। আজ আর এক লম্পট তার পাপস্পর্শে মেবার সিংহাসন কলঙ্কিত করতে চায়। হে মহানুভব! মেবারকে রক্ষা করে—সিলাইদির সিংহাসন লাভের আশা ভেঙ্গে চুরমার করে দিন। মেবারের মাটীতে বাপ্পাকুলের অমর ইতিহাস্ গৌরব মণ্ডিত করে তুলুন।

সূর্য্যমল্ল। তুই কি বলছিস মিনতি! সিলাইদির সিংহাসন লাভ আশা এযে আমার বিশ্বাস হয় না মা!

মিনতি। বিশ্বাস না হয় এখনি আমার সংগে আসুন, আমি আপনাকে বুঝিয়ে দেবো—তার গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করে।

সূর্য্যমল্ল। চল—চল—। আমায় দেখতে হ'য়েছে মানুষ কতটা অকৃতজ্ঞ কত বড় বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে—?

[উভয়ের প্রস্থান

সিলাইদি ও শম্ভুজীর প্রবেশ।

সিলাইদি। কে গেল সূর্য্যমল্লের সংগে ?

শম্ভুজী। কোন সর্দ্দার টর্দ্দার হবে।

সিলাইদি। অন্ধ তুমি। আমি দেখেছি—এক সৌন্দর্য্যময়ী নারী পিঠে তার এলিয়ে রয়েছে কাল চুলের গোছা। সারা দেহে খেলে যাচ্ছে যৌবনের ভাদুরে জোয়ার, তুমি একবার সন্ধান নাও শম্ভুজী, কে ওই রূপবতী নারী ?

শম্ভুজী। বেশ, আপনি তা হলে এইখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি সন্ধান নিয়ে আসছি। [প্রস্থান

সিলাইদি। কে কেও—তারাবাঈ। হ্যাঁ-হ্যাঁ-সেই তো বটে। যুদ্ধ করতে করতে ঐদিকে একাকী এসে পড়েছে, এই সুযোগে বন্দী করতে হবে।

মুক্ত অসিহস্তে তারাবাঈয়ের প্রবেশ

তারাবাঈ। অস্ত্র ফেলে দাও, তুমি আমার বন্দী !

সিলাইদি। যে মুহূর্ত্তে তোমায় দেখেছি, সেই মুহূর্ত্তেই তোমার রূপের শিকলে বন্দী হয়ে পড়েছি তারা !

তারাবাঈ। সাবধান পাপি ! মা বলে সম্বোধন কর।

সিলাইদি। তবে রে শয়তানি !

উভয়ে যুদ্ধ, তারাবাঈ সিলাইদির অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া বন্দী করিল

তারাবাঈ। চল সেনাপতি দেখিয়ে দেবে চল, কোথায় সেই ভ্রাতৃদ্রোহী সূর্য্যমল্ল।

সিলাইদি। যদি না দিই ?

তারাবাঈ। তাহলে এই বর্শা ফলক তোমার বুকে আমুল বসিয়ে দেবো।

সিলাইদির বক্ষের উপর বর্শা ধরিল

বল। কোথায় সেনাপতি সূর্য্যমল্ল ?

সিলাইদি। (শঙ্কিতভাবে) না-না, আমায় মেরো না, চল আমি এখুনি দেখিয়ে দেবো চল—

তারার পশ্চাতে যাইতে যাইতে তারার অজ্ঞাতে তার শয়তানী মাখা হাসি চকিতে ফুটিয়া মিলাইয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত ও ভূমি

মিনতি ও সূর্য্যমল্ল

মিনতি। ওই দূরে পর্ব্বতের উপর কি দেখছেন ?

সূর্য্যমল্ল। একটা মন্দির।

মিনতি। ওই মন্দিরই সিলাইদির গুপ্ত অস্ত্রাগার। ওইখানেই সিলাইদির পাঁচ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য লুকিয়ে আছে।

সূর্য্যমল্ল। তবে কি সিলাইদি, ওইখান থেকেই সৈন্য নিয়ে এসে পৃথ্বিরাজকে আক্রমণ করেছিল ?

মিনতি। হ্যাঁ।

সূর্য্যমল্ল। আজ সকালেই যদি এ খবরটী দিতিস মা, তাহলে এক একটী করে আমার পাঁজরাগুলি খসে পড়তো না। ওঃ! বিনা যুদ্ধে তারা প্রাণ দিয়েছে, পশুর মত মরেছে।

মিনতি। দুর্ভাগ্য আমার, দুর্ভাগ্য মেবারের, যে শত চেষ্টা করেও সময় মত আপনার কাছে সংবাদটা পৌছে দিতে পারিনি।

সূর্য্যমল্ল। চুপ! গাঢ় অন্ধকারের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে কার যেন পদশব্দ শোনা যাচ্ছে না!

ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে শম্ভুজী প্রবেশ করিল,
পশ্চাৎ হইতে সূর্য্যমল্ল শম্ভুজীর অস্ত্র কাড়িয়া লইলেন

সূর্য্যমল্ল। শিগ্‌গির মন্দিরের প্রবেশ পথ দেখিয়ে দাও, নইলে আমি তোমায় হত্যা করবো।

শম্ভুজী। সেনাপতি! ওই মন্দির সিলাইদির গুপ্ত অস্ত্রাগার; অস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় বহু সৈন্য ওখানে অপেক্ষা করছে। আপনি একা, আপনার পক্ষে ও জায়গাটা নিরাপদ কি না তা আপনি নিজেই বিবেচনা করে দেখুন।

সূর্য্যমল্ল। তবে উপায়?

শম্ভুজী। আমাকে বিশ্বাস করা। সিলাইদির ওই গুপ্ত অস্ত্রাগার আমি ধ্বংস করে দেবো।

সূর্য্যমল্ল। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

শম্ভুজী। হাসির কথা নয় সেনাপতি! সিলাইদি অন্য দেশ থেকে বহু অস্ত্রশস্ত্র, তিনটী কামান আনিয়ে গোপনে রেখে দিয়েছে; এ ছাড়া একটা প্রকাণ্ড বারুদের স্তূপও ওর মধ্যে আছে।

সূর্য্যমল্ল। বুঝলুম। কিন্তু তুমি একা তা নষ্ট করবে কি করে?

শম্ভুজী। একটী মাত্র আগুনের ফিন্‌কির সাহায্যে, ওর সমস্ত রণসম্ভার নিমিষে ছাই করে তার আশা আকাঙ্ক্ষার চিরসমাধি নির্ম্মাণ করে দেব। আপনি শুধু আমায় বিশ্বাস করুন—আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোন দিনই করিনি।

সূর্য্যমল্ল। যদি কর।

শম্ভুজী। অর্দ্ধেক মাটীতে পুঁতে কুকুর দিয়ে খাওয়াবেন—গাছের ডালে লট্‌কে দিয়ে জীবন্ত দগ্ধ করবেন। শুধু একবার—সেনাপতি শুধু একটী বারের জন্য আমায় বিশ্বাস করে ছেড়ে দিন।

সূর্য্যমল্ল। তোমাকে বিশ্বাস? গোখরো শাপকে ফুলের মালা ভেবে গলায় পড়বো?

শম্ভুজী। তবু আমায় বিশ্বাস করুন। দেশের অত্যাচার—রাজার অবিচার আমায় রাক্ষস সাজিয়েছে; তবুও আমায় বিশ্বাস করুন—আমি আপনাকে সাহায্য করবো।

সূর্য্যমল্ল। কি সাহায্য করবে? না, ওসব নয়—তবে এক সর্ত্তে তোমায় বিশ্বাস করতে পারি।

শম্ভুজী। কি সর্ত্ত?

সূর্য্যমল্ল। তোমার মেয়ের জীবন মরণ নির্ভর করবে তোমার কাজের উপর। রাজী?

শম্ভুজী। রাজী।

সূর্য্যমল্ল। বেশ—তবে যাও।

[শম্ভুজীর প্রস্থান

তারাবাঈ। (নেপথ্যে) কই কত দূরে?

সিলাইদি। (নেপথ্যে) বেশী দূরে নয়—এসে পড়েছি।

সূর্য্যমল্ল। সিলাইদির কণ্ঠস্বর না? এই দিকে আসছে—আয় মা আমরা একটু আড়াল থেকে দেখি—পাপিষ্ঠ আবার কি নূতন কৌশল আবিষ্কার করেছে।

[উভয়ের প্রস্থান

সিলাইদি ও তারাবাঈয়ের প্রবেশ

সিলাইদি। এই মন্দির প্রবেশ পথ! (স্বগতঃ) কোন রকমে একবার মন্দির মধ্যে নিয়ে যেতে পারলে হয়।—তারপর বুঝবো নারী তুমি কত দূর চতুরা।

তারাবাঈ। সত্য বলছেন, তিনি এই মন্দিরে বাস করছেন?

সিলাইদি। নিশ্চয় করছেন। না করেই বা উপায় কই—পরাজয়ের কালি মুখে মেখে কি করে লোকসমাজে মুখ দেখাবে বলুন? কাজেই এইটাই তার পক্ষে নিরাপদ আশ্রয়।

সূর্য্যমল্লের পুনঃ প্রবেশ

সূর্য্যমল্ল। ঠিক বলেছ সিলাইদি। লোক সমাজে আর এ মুখ দেখানো চলে না।

সিলাইদি। য়ঁ্যা—সূর্য্যমল্ল!

সূর্য্যমল্ল। চম্‌কে উঠোনা—আমি সেই ভ্রাতৃদ্রোহী-দেশদ্রোহী সূর্য্যমল্ল। চতুর রাজনীতিজ্ঞ বলে আমার একটা নাম ছিল, সে গৌরব-মুকুট খসে পড়েছে; এখন নিজের পরিচয় দিতে লজ্জায় মাটির কোলে লুকোতে ইচ্ছে হচ্ছে।

হঠাৎ কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল ও দূরে আগুনের শিখা দেখা গেল

সিলাইদি। এঁ্যা—কি হলো? না—না, এ হতে পারে না—সব মিথ্যা—সব স্বপ্ন।

সূর্য্যমল্ল। স্বপ্ন নয়—সত্য! সূর্য্যমল্লের চোখে ধুলো দিয়ে মেবার সিংহাসন লাভের আশায় তুমি যে আয়োজন করেছিলে—তোমার সারা-জীবনব্যাপী সেই সাধনা আজ ব্যর্থ হয়ে গেল। গৃহ বিবাদে চিতোর দুর্ব্বল ভেবে সিংহাসনের দিকে হাত বাড়িয়েছিলে না?

সিলাইদি। আমি!

সূর্য্যমল্ল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি! নিজেকে বুদ্ধিমান ভেবে যে চাল চেলেছিলে—তা এক বোরের চালেই মাৎ হয়ে গেল।

সিলাইদি। সূর্য্যমল্ল!

ব্যাঘ্রের মত গর্জ্জন করিয়া সূর্য্যমল্লকে আক্রমণ করিতে গিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইলেন

না—না, আপনাকে হত্যা করে আমার লাভ কি! যাই যাই দেখিগে

আমার অস্থিগুলো কেমন করে পুড়ছে—কেমন করে পুড়ছে। আমার বুকের রক্ত আগুনে কেমন ফুলে ফুলে গর্জ্জে উঠছে দেখি গে যাই।

[উন্মত্তের মত প্রস্থান

সূর্য্যমল্ল। পরিচয় তোর নাহিকো গোপন
আমার সকাশে। বল মাগো, কেন এলি !
চিতোর অন্দর ছাড়ি এই রণস্থলে ?
বাঁধিতে যগুপি বাসনা আমায় ;
বাড়াইয়া দিনু দুটি কর—
দাওতো জননী পরায়ে শৃঙ্খল।
এই বাহু এতদিন
আসিছে রক্ষিয়া মেবারের গৌরব গরিমা
অরাতি কবল হতে তুচ্ছ করি আপন জীবন।
আজি রণ অবসানে
ক্ষীণ বাহু হীনবল—স্থবির এ দেহ
গুরুভার বহনে অক্ষম,
সকাতরে মাগিছে বিরাম।
ওগো ! সমর সম্রাজ্ঞি—
রণক্লান্ত সন্তানে তোমার দাও গো বিশ্রাম।

তারাবাঈ। ধাতার সৃজিত এই শ্যামলা ধরণী,
বন্যাস্রোতে-ভূমিকম্পে
ছাড়খার হয় যাবে
কে দোষে ধাতারে দেব ?
তুচ্ছ করি আপন জীবন জাতির কল্যাণে,
গড়িয়া মেবার ভূমি
দিয়েছেন তারে যেই অমূল্য সম্পদ।

রণসাজে সাজি এসেছিনু হেথা
নারী লাজে দিয়া জলাঞ্জলি ;
রক্ষিতে সে মেবার গৌরব।
অজ্ঞান বালিকা ভাবি মার্জ্জনা করিয়া মোরে
যান দেব—যথা যায় আঁখি।

সূর্য্যমল্ল। সন্তান সমীপে আসা লাজ কি মা তোর ?
অন্নপূর্ণা—জগদ্ধাত্রী তুই !
পাপের দলনে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায়
শোণিত পিয়াসী এই মেবার ভূমিতে
শান্তি বারি করিতে সিঞ্চন
মানবী রূপেতে মাতা অবতীর্ণা তুই !
ক্ষমা কর—ক্ষমা কর মাগো ভ্রাতৃদ্রোহী—
দেশদ্রোহী—অধম সন্তানে।

তারাবাঈ। কন্যা পাশে চাহি ক্ষমা,
ফেলিবারে চান তারে নরক মাঝারে ?
করুন আশীষ দেব
রক্ষিবারে পারি যেন চিতোর গৌরব।

সূর্য্যমল্ল। আশীর্ব্বাদ করিগো জননী,
বাসনা তোর হউক পূরণ।

পৃথ্বীর প্রবেশ

পৃথ্বী। কাকা—কাকা !

সূর্য্যমল্লের পদধূলি গ্রহণ

সূর্য্যমল্ল কে রে ঢেলে দিলি কাণে মোর অমিয়ের ধারা
নীরব বীণায় কত বর্ষ পরে,
উঠিল সহসা মধুর ঝঙ্কার।

ওরে পৃথ্বি। ওরে আয় আয়,
বুকে আয় মোর

আলিঙ্গন

কে আছ কোথায় সাজাও শিবির
জ্বালো দীপালোক, বিজয়ী কুমার
আজি এসেছে ফিরিয়া আপনার দেশে।

আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় পৃথ্বিকে লইয়া প্রস্থান। তারার পশ্চাৎ অনুসরণ

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

আপন মনে গাহিতে গাহিতে পথচারীর প্রবেশ

পথচারী। গীত।

জাগার দিন এলো রে ভাই এবার জাগতে হবে সবে।
নীচের লোকের বুঝতে ব্যথা নেমে আসতে হবে।
স্বার্থ ছেড়ে আয় না চলে মণি কোঠার গরম ভুলে
আভিজাত্যের অহমিকা রাখ না শিকেয় তুলে।
নইলে ভাই স্বাধীনতা পরে কেড়ে নেবে—
তোদের ধ্বংস হ'তে হবে।
অভিমানের কান্না ভুলে
কাজ করবি আয় মিলে জুলে
কৃষাণ শ্রমিক মিলেরে ভাই
এক তারে গলা সাধতে হবে।

যারা নিজের দেশকে ভুখা রেখে
পরের দেশে বেড়ায় সুখে
ছাড়ে শান্তি বাণী লম্বা গলায়
এবার তাদের সমঝে চলতে হবে।

[প্রস্থান

তিলক চাঁদের প্রবেশ

তিলক। এ আবার কি বলেরে বাবা? মোটা চাল সরু চাল এক করতে না পারলে দেশের স্বাধীনতা থাকবে না। তবে কি যুদ্ধ লেগে গেল। হুঁ, লাগলোই তো বটে—ছোঁড়াগুলোও দেখছি বীরদর্পে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে এইদিকে আসছে। না। একটু গা আড়াল দিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে হ'য়েছে। [প্রস্থান

অস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় গীতকণ্ঠে রাজপুত বালকগণসহ রঞ্জনের প্রবেশ

বালকগণ। গীত।

আমরা মায়ের বীর সন্তান।
মরণ আহবে ডরিব না মোরা
দেশের সেবায় করেছি আপনা দান।

রঞ্জন। কৃষক ফলায় ক্ষেতে ফসল
শ্রমিক করে নানা কাজ
শক্তিশালী গড়তে দেশ
তারাও সঁপেছে প্রাণ॥

বালকগণ। সবাই করে দেশের কাজ
সবাই দেশের সন্তান॥

তিলক চাঁদের প্রবেশ

তিলক। বলি বাবা খাঁদে সৈন্য সেনাপতির ঝাঁক। তোমরাই

যদি বড় বড় যুদ্ধ জয় করে ফেল। তাহ'লে আমাদের মত মানুষ গুলো করবে কি ?

রঞ্জন। আপনারা মানুষ নন বয়স্য মশাই ষাঁড়ের নাদ। আপনাদের কাছে দেশ কোন আশাই রাখে না।

১ম বালক। আমরা আপনাকে খরচের খাতায় লিখে দিয়েছি।

তিলক। তবে কি আমাদের কোন কাজই নেই ?

রঞ্জন। আছে বৈকি, মোসাহেবি করা আর মদ খাওয়া। আপনারা হ'লেন বর্ত্তমান সমাজের ছোঁয়াচে রোগ। আয় ভাই।

[বালকগণ সহ প্রস্থান

তিলক। কালে কালে হ'লো কি ! কালকের ছেলে তেঁতুল তলা দিয়ে গেলে দই জমে যায়, তারাও কিনা আমায় ঠাট্টা করে গেলো। মোসাহেব—ছোঁয়াচে রোগ। মোসাহেব—মোসাহেব করতো আঁটকুড়ির বেটারা। যার মোসাহেবি করছিলুম—সে তো কাৎ—পৃথ্বিরাজ ওসবের ধার ধারবে না। এখন উপায় !

শম্ভুজীর প্রবেশ

শম্ভুজী। আমার শরণাপন্ন হওয়া।

তিলক। মানে !

শম্ভুজী। যেমন চাকরী করছিলে তেমনি চাকরী দেব।

তিলক। মাপ করবেন মশাই। ও কাজটায় আমায় তত স্পৃহা নেই। তাছাড়া মোসাহেব পোষার মত লোক চিতোরে আর একটীও নেই।

শম্ভুজী। আছে আছে, তুমি দেখতে পাওনি।

তিলক। খুব দেখেছি মশাই, দেশের হাওয়া বদলে গেছে। তোমামদের যুগ চলে গেছে।

শম্ভুজী। ভুল বুঝেছো। যতদিন সুবিধাবাদী সম্প্রদায় থাকবে— ততদিন থাকবে তোষণ নীতি। তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় এক টুকরো রুটীর লোভে দেখিয়ে তারা মানুষকে করছে পা-চাটা কুকুর। মানুষ যেদিন নিজেকে উপলব্ধি করার মত দৃষ্টি শক্তি পাবে, সেইদিনই খোসামুদের দলকে লাথি মেরে দূর করে দেবে।

পদাঘাত

তিলক। (লাফাইয়া) ওরে বাপরে দিলে বুঝি আমাকেই বসিয়ে।

শম্ভুজী। পচা মড়াকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করবে—কিন্তু তোমাদের মত মানুষগুলোকে আর ওই রক্ত শোষার জাতকে ছুঁতে ঘেন্না করবে।

তিলক। তা মুখ পাতেই বিলক্ষণ অনুভব করছি। পথে ঘাটে ছেলেমেয়ের দল টিট্‌কিরি দেয়, কুলের বৌরা ঘোমটার ভিতর থেকে আঙুল দেখিয়ে বলে—ওই যায় সেই পা চাটা লোকটা। দোহাই মশাই! লাঞ্ছনা গঞ্জনার হাত থেকে আমায় বাঁচান—ওই কাজটা বাদ দিয়ে একটা হালকা গোছের চাকরী দিন।

শম্ভুজী। তুমি কি রকম চাকরী চাও ?

তিলক। ধরুন, যাতে দেশের ছেলেগুলোর টিট্‌কিরি দেওয়ায় পথ বন্ধ হ'য়ে যায়।

শম্ভুজী। সাহস আছে ?

তিলক। সাহস করতে হবে—দেশের গঞ্জনা সহ্য করে এ অকেজো জীবনটাকে বয়ে বেড়াতে পারছি না।

শম্ভুজী। তবে চলে এসো।

তিলক। কোথায়!

শম্ভুজী। আমায় সংগে। চাকরীতে।

তিলক। যুদ্ধে নয়তো! আমি কিন্তু যুদ্ধের প্যাঁচ পোঁচ কিছুই জানি না।

শম্ভুজী। শিখিয়ে দেব।

তিলক। (লাফাইয়া) ওরে বাপরে।

শম্ভুজী। চম্‌কে উঠলে চলবে না, ব্রাহ্মণ! সারাজীবন শুধু তোষামুদী করে দশের ঘৃণা কুড়িয়ে এসেছে—আজ একটা কাজের কাজ করে যাও, দেশ তোমায় অভিনন্দন করবে।

তিলক। মশাই কি আমায় পাগল পেলেন!

শম্ভুজী। পাগল না হ'লে দেশকে ভালবাসতে পারে না—পাগল বলেই না—যোগেশ্বর বিশ্বের মঙ্গলে নিজেকে নিবেদন করে বসে আছেন।

তিলক। থাক মশাই, থাক। ক্ষুদ্রের সঙ্গে বৃহতের উপমা দিয়ে নিজেকে খেলো করে ফেলবেন না।

শম্ভুজী। আমায় বিশ্বাস কর। আমি তোমার অনিষ্ট করবো না—তুমি সমশ্রেণি!

তিলক। আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে!

শম্ভুজী। তোমাদের একজন বুকের হাড় উপরে দিয়ে ত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গেছে। তুমিও তো সেই বংশের সন্তান!

তিলক। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি সেই বংশের কলঙ্ক—জাতির কলঙ্ক।

শম্ভুজী। নিজেকে অত ছোট করে ভেবোনা ভাই। তোমার মধ্যে যে সত্যিকারের মানুষটী ঘুমিয়েছিল—এইবার সে বেড়িয়ে আসার জন্য আকুলি বিকুলি করছে। তোমাকে দিয়ে দেখিয়ে দেব জগতের কোন মানুষই হীন নয়—অকেজো নয়।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

চারণ। গীত।

সকল অন্তরে সকল মরমে
জানে সেই একই ভগবান।
ছোট নয় কেহ, নহে কেহ হীন
সবাই একই পিতার সন্তান॥
বানর চণ্ডাল সনে মিতালি করিল
জগতের মাঝে সমতা স্থাপিল
সবার উপরে মানবে বসাল
বেতার বীনায় মানুষের জয় গান।
আজিও ধ্বনিছে মানবের জয় গান॥

[প্রস্থান

তিলক। বনের পশু যদি ভগবানের কাজে সাহায্য করতে পারে, আমি মানুষ, আমিই বা পারবো না কেন, দেশের কাজ করতে? চোখে আঙুল দিয়ে ওই সব ফোকোর ছোঁড়াগুলোকে দেখিয়ে দেব যে, ষাঁড়ের নাদও কাজে লাগে।

শম্ভুজী। জেগেছে রে—জেগেছে। কঙ্কালে আজ প্রাণের স্পন্দন পেয়েছি। আয়তো ভাই, চিতোরের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার জন্য যে প্রছন্ন হাতখানা এগিয়ে আসছে আয়—সেখানা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়ে দশের সামনে তার সভ্যতার মুখোস খুলে দিইগে চ—

[তিলককে টানিতে টানিতে প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

পার্ব্বত্য নদীতীরস্থ উদ্যান

চিন্তামগ্ন সঙ্গ

সঙ্গ। জীবনের দিনগুলি বেশ একটানা স্রোতের মত চলেছে। কর্ম্ম নেই—উদ্যম নেই—প্রাণ নেই—প্রাণের স্পন্দন নেই, আছে শুধু এক ঘেয়ে জীবন, জানিনা কতদিনে এ গতির মোর ফিরবে।

অদূরে ভীলরমণী বেশী মিনতি গাহিল

মিনতি। গীত।

নীরব নিশিথ তন্দ্রা বিভোর
ধরণী নিথর একা।
নবীন প্রভাত নবীন জীবনে
কেন এঁকে দিলে পদরেখা॥

সঙ্গ। একি! আমার ঘুমন্ত স্মৃতির দুয়ারে ঘা দিয়ে কে গাইলে এই গান! ঠিক যেন মিনতির কণ্ঠস্বর!

মিনতি। পূর্ব্ব গীতাংশ।

আবডাল হ'তে আসি চুপে চুপে
ধরেছিলে আঁখি প্রিয়তম রূপে
করেছিলে কত মধুময় কথা—
স্মৃতির পাতায় আজো আছে লেখা।

সঙ্গ। হ্যাঁ,-হ্যাঁ, মিনতিই তো বটে। সে ছাড়া কে জানবে—কে গাইবে এই গান? সেই হতভাগিণীর মুখে কতদিন শুনেছি এই গান! মিনতি! মিনতি!

ফিরিবা মাত্র মিনতির চোখে চোখ পড়িল।

মিনতি আপনমনে গাহিতেছিল

মিনতি। পূর্ব্ব গীতাংশ

ঘুমের দেশের পথিক বন্ধু আমার দুয়ারে আসি
অজানা সুরে অজানা ভাষায় বাজাওনা মায়া বাঁশী।

সঙ্গ। বাঃ। সুন্দর গাও তো তুমি।

মিনতি। সে বিচার শ্রোতা মহাশয়ের উপর নির্ভর করছে।

সঙ্গ। কার কাছে এ গান খানি শিখেছো?

মিনতি। চিতোরের একটা ভিকিরী মেয়ের কাছে।

সঙ্গ। তুমি কোথায় থাক?

মিনতি। আমার থাকাথাকির কথা বাদ দিন। আজ এখানে কাল সেখানে, আপন মনে গান গেয়ে হেঁসে খেলে বেড়িয়ে, দিন কাটিয়ে দিই।

সঙ্গ। তোমায় আপনার জন বলতে কি কেউ নেই?

মিনতি। বাপ-মাকে চোখে দেখিনি। তবে শামুয়া বলে একজন ভীল শিকার করতে এসে পথের ধুলো থেকে আমায় কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছিল।

সঙ্গ। এখন সে কোথায়?

মিনতি। তাতো জানিনা। তবে হঠাৎ একদিন শুনলাম, তার বাবা নাকি তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

সঙ্গ। তারপর!—

মিনতি। নিরুদ্দেশ। যাবার সময় আমার সংগে দেখাটী পর্য্যন্ত করে যায়নি।

সঙ্গ। তার জন্য তোমার খুব কষ্ট হয় না?

মিনতি। কষ্ট আবার কি; বেশ আপন মনে বাঁধন হারা পাখীর মত দেশবিদেশ ঘুরে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি।

সঙ্গী। তুমি আমার কাছে থাকবে ?

মিনতি। তুমিও তো সেই পুরুষেরই জাত ! জীবনে আর কথনো পুরুষের কথায় ভুলবো না—তোমরা না করতে পার এমন কাজ দুনিয়ায় নেই। (কিছুদুর গিয়া পুনরায় ফিরিয়া) হ্যাঁ, কথায় কথায় ভুলে চলে যাচ্ছিলুম। একটা লোক এই চিঠিখানা তোমায় দিতে দিয়েছে।

পত্রদান

সঙ্গ। কোথায় সে ?

মিনতি। কোনদিকে গেল দেখিনি তো। তবে যাবার সময় বলে গেল জগমল সর্দ্দারের বাড়ীতে যে লোকটা আছে। তাকে এই পত্রখানা দিও। তবে সে একজন চিতোরী।

গমনোদ্যত

সঙ্গ। একটু দাঁড়াও।

মিনতি। না—না, আমার অনেক কাজ—

মিনতি। পূর্ব্ব গীতাংশ।

আজিও সে সুরে হায় মোর মনপুরে
থেকে থেকে উঠেরে গুমরে গুমরে।
তোমার আঁকা ছবি খানি গো—
আজও হৃদি পটে যায় দেখা।
নবীন প্রভাতে নবীন জীবনে
কে এঁকে গেলে পদরেখা॥

প্রস্থান। সঙ্গ কিছু সময় পাথরের মত মিনতির গতি পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর হাতের পত্রখানি পাঠ করিল

সঙ্গ। (সবিস্ময়ে) এ্যাঁ ! বাবা ইহলোকে নেই। পৃথ্বির জীবন

নাটকের যবনিকা পড়ে গেছে। চিতোরে অরাজক! উঃ—ভগবান! মুহূর্ত্তে আমার সুখের স্বপ্ন ব্যর্থ করে দিলে।

সিলাইদির প্রবেশ

সিলাইদি। অভিবাদন মহারাণা!

সঙ্গ। (সবিস্ময়ে) একি সামন্ত রাজ সিলাইদি! তুমি এখানে?

সিলাইদি। আপনাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আর দেরী করবেন না মহারাণা, চিতোরের ভারি দুর্দ্দিন। মাত্র এই টুকু জেনে রাখুন, আপনার—

সঙ্গ। পিতা, ইহ জগতে নেই!

সিলাইদি। জয়মল্ল—পৃথ্বিরাজও—

সঙ্গ। নেই সব জানি। বল—আর কিছু নূতন খবর আছে ত বল।

সিলাইদি। মেবার সিংহাসন শূন্য ভেবে বহিঃশত্রুগণ মেবার আক্রমণের আয়োজন করেছে।

সঙ্গ। পিতা ভ্রাতা কেউ নেই—কাকে নিয়ে সিংহাসনে বসবো? কার আশীর্ব্বাদে আমি জয়মাল্য লাভ করবো? কে শত্রুর তরবারির মুখে আমার জন্য বুক পেতে দেবে? তুমি যাও সিলাইদি—মেবারে ফিরে যাও, মেবার নিজের অধীশ্বর নিজে বেছে নিক—আমি যাব না; আমি ফিরে যাবো—আবার আমার বিস্মৃতির দেশে।

সিলাইদি। ধৈর্য্য হারাবেন না মহারাণা! হতাশ হয়ে পেছিয়ে পড়লে চলবে না, যেমন করেই হোক পরীক্ষায় জয়ী হতেই হবে।

সঙ্গ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ সিলাইদি—যেমন করেই হোক পরীক্ষায় আমায় জয়ী হতেই হবে। আচ্ছা তুমি বিশ্রাম করগে, কিছু পরেই আমি তোমার সংগে দেখা করবো।

[সঙ্গকে অভিবাদন করিয়া সিলাইদির প্রস্থান

ঈশ্বর! চমৎকার বিধান তোমার! তুমিই সাধুকে পশু কর—রাজার কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি তুলে দাও—ভিখারীকে পথ হতে তুলে নিয়ে রাজাসনে বসাও।

মমতার প্রবেশ

মমতা। মহারাণা!

সঙ্গ। তুমিও বলছ মহারাণা!

মমতা। অন্যায় হয়ত আর বলবো না। তোমার ছদ্মবেশ আজ যে খুলে গেছে প্রিয়তম!

সঙ্গ। মমতা! আমার বাবা নেই—ভাই নেই! মুহূর্ত্তের জাগরণে চেয়ে দেখি আমি পথের ভিখারী হয়েছি। আমার এই অসময়ে তুমি আমায় দূরে সরিয়ে দিও না। আগে যে নামে ডাকতে সেই নামেই ডাক—সেই সম্বোধনই কর।

মমতা। না জেনে মেবারের মহারাণার অসম্মান করে কত অপরাধ করেছি, জ্ঞানহীনা নারী ভেবে আমায় মার্জ্জনা কর স্বামি!

সঙ্গ। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছ, অজ্ঞাতকুলশীলকে বরমাল্য দিয়ে যে অপরাধ করেছ—তার মার্জ্জনা নেই।

মমতা। দণ্ড দাও।

সঙ্গ। কাছে এস।

মমতার বাহু দুইটী কণ্ঠে ধারণ করিয়া

বল আর কখন আমায় মহারাণা বলে ডাকবে?

মমতা। তবে কি বলে ডাকবো?

সঙ্গ। আগে যা বলে ডাকতে তাই বলে ডাকবে।

মমতা। বেশ।

সঙ্গ। বেশ নয় বল, কি বলে ডাকবে?

মমতা। প্রিয়তম !

সঙ্গ। বল—আর একবার বল।

মমতা। প্রিয়তম !

সঙ্গ। প্রিয়তমে !

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

চারণ। গীত।

জাগ—জাগ—কর্ম্মবীর জাগ।
তন্দ্রাঅলস নয়ন খুলে দেশের কাজে লাগ।
নায়ক হারা মেবার ভূমি
আকুলে ডাকে জন্মভূমি—
কে আছ কোথায় দেশের ছেলে
(ছুটে এসে) দেশের কাজে লাগ॥

[প্রস্থান

সঙ্গ। ওই শোন মমতা ! দেশের আকুল আহ্বান ! আমায় যেতেই হবে। আমার দেশের উপর দিয়ে অত্যাচার অনাচারের স্রোত বয়ে যাচ্ছে ; গৃহবিবাদের ফলে মেবার আজ শক্তিহারা–সহায়হারা। ভগ্নোৎসাহী মেবারবাসীর প্রাণে আবার আশার আলো জ্বেলে, মেবারীর বীরত্বের নূতন ইতিহাস রচনা করতে হবে।

মমতা। দেশের দুর্দ্দিনে আত্মগোপন করে থাকা তোমার উচিত নয় ; তোমায় যেতেই হবে মেবারে। রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষায় তোমাকেই থাকতে হবে, মেবারীর পুরোভাগে।

সঙ্গ। তোমাকেও যেতে হবে কর্ম্মের সঙ্গিণীরূপে, আমার কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসাদ ঘুচিয়ে, কর্ম্মের উদ্যম জাগিয়ে, কর্ম্মীর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুলতে।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

পথ

শম্ভুজী। সিলাইদির বিষদাঁত আবার গজিয়ে উঠেছে। সেদিন তার ফণায় লাঠির ঘা দিয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলুম। প্রতিহিংসা রাক্ষসীর সেটা অনেক দিন মনে থাকবে; আজ আবার সেই রাক্ষসীটা আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে—এখনো তার পিপাসা মেটেনি, এখনো তার ব্রত উদযাপন হয়নি।

সিলাইদির প্রবেশ

সিলাইদি। এই যে শম্ভুজী! তুমি এখানে আছ?

শম্ভুজী। আপনিই তো অধমকে এখানে অপেক্ষা করবার আদেশ করেছেন। কিন্তু—

সিলাইদি। কিন্তু নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ো না; আমার ষড়যন্ত্রের কোন বিষয়ই তোমার কাছে অজ্ঞাত নয়। সকলেই জানে যে যোগ্য ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাবার জন্যেই আমি সূর্য্যমল্লের সংগে যোগ দিয়েছিলুম।

শম্ভুজী। তবে সেই গুপ্ত অস্ত্রাগারের কথা?

সিলাইদি। জানতো সূর্য্যমল্ল, কিন্তু সে নিরুদ্দেশ! আর জানতো তারাবাঈ, সেও পৃথ্বীরাজের সংগে সহমৃতা! বর্ত্তমানে জান তুমি। তোমার উপর আমার যথেষ্টই বিশ্বাস আছে যে, তোমা হতে কোনদিনই আমার গুপ্তরহস্য প্রকাশ হবে না।

শম্ভুজী। কূটবুদ্ধিতে আপনি অদ্বিতীয়! মেবারে আপনার জোড়া মেলা দুষ্কর।

সিলাইদি। আপাততঃ আমার বিলাস মন্দিরে যে সমস্ত তরুণীরা

আছে—তাদের মোহকরী সঙ্গীত শিখতে বল। আমি যত শীঘ্র পারি সঙ্গকে নিয়ে উপস্থিত হবো। একবার যদি কোন রকমে তাকে বিলাসী করে তুলতে পারি—তাহলে এ উদ্দেশ্য সাধনে কোন বাধাই থাকবে না।

শম্ভুজী। এ বিশ্বাস আমি করতে পারি না। অনেক বার আমি তাকে দেখেছি—বিলাসের চিহ্ন তার মাঝে নেই। আমি দেখেছি, তার কর্ম্ম বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহ—প্রশস্ত ললাটে রাজদণ্ড—সে পুরুষকে বিলাসে মাতানো অসম্ভব।

সিলাইদি। ওঃ—হ্যাঁ, আমারই ভুল। যাক, আজ সঙ্গের অভিষেক জানতো!

শম্ভুজী। প্রভুর কৃপায় দাসের কিছুই অজানা নাই।

সিলাইদি। অভিষেক শেষে এক সভার অধিবেশন হবে।

শম্ভুজী। বুঝলাম।

সিলাইদি। সঙ্গের উপর যে চাল চেলেছি, সভা শেষে তার সফলতা সম্বন্ধে বুঝতে পারা যাবে। সূর্য্যমল্ল দেশত্যাগী; এক্ষেত্রে মেবারের সেনাপতি হবার যোগ্য ব্যক্তি আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই।

শম্ভুজী। আজ্ঞে তাও সত্য।

সিলাইদি। অসম্ভব নয় শম্ভুজী! নির্ব্বাসিত অবস্থায় নিজের বংশমর্য্যাদা ভুলে, যে একজন নীচ বংশীয়া তরুণীর পাণীগ্রহণ করতে পারে তার কাছে সব কিছুই সম্ভব হয়! শোন, [illegible] এখুনি রাজসভায় যেতে হবে; আর তরুণীগণকে বলে দিও, যে সঙ্গের মন আকৃষ্ট করতে পারবে—সে পাবে আশাতীত পুরস্কার। [প্রস্থান

শম্ভুজী। তোমা হতে কোন দিনই আমার গুপ্তরহস্য প্রকাশ হবেনা। হাঃ—হাঃ—হাঃ। আমি যেন ওর—(সংযত হইয়া) হুঁসিয়ার ৮ এত বাচালতা ভাল নয়! গমনোদ্যত

মিনতির প্রবেশ

মিনতি। কোথায় চলেছ বাবা ?

শম্ভুজী। কাজে।

মিনতি। এখনো কি তোমার কাজ ফুরোয় নি ?

শম্ভুজী। তোর ফুরিয়েছি নাকি! আমি কিন্তু একটী নূতন কাজ করতে চলেছি—বাধা দিস্‌নে।

মিনতি। আর কেন বাবা—এ পথ ছাড়। মানুষ তোমাকে পীড়ন করেছে—মানুষের দেশ ছাড়—পালিয়ে যাও।

শম্ভুজি। পালিয়ে যাওয়া তো ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নয় মা!

মিনতি। পিছন থেকে আঘাত করাও তো ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নয় বাবা!

শম্ভুজী। আজ কাল যুগের হাওয়া বদলে গেছে মা।

মিনতি। তবে এ তোমার অটল সঙ্কল্প ?

শম্ভুজি। হ্যাঁ—মা! প্রস্থানোদ্যত

মিনতি। দাঁড়াও! বাবা! তোমার কাছে কখন কোন দিনই কিছু চাহিনি। আজ তোমার এই সর্বহারা মেয়েকে একটী ভিক্ষা দাও—এই আমার শেষ চাওয়া—আর বোধ হয় তোমার কাছে কোন দিনই কিছু চাইবো না।

শম্ভুজী। বল—কি ভিক্ষা চাস ?

মিনতি। বল, মহারাণা সঙ্গের কোন অনিষ্ট করবে না ?

শম্ভুজী। আমি প্রতিজ্ঞা করছি—তার ইষ্টছাড়া কোন অনিষ্টকর উদ্দেশ্য আমার অন্তরে স্থান পাবে না। (অন্যমনস্ক ভাবে) রাক্ষসী! আবার কট্‌মট্‌ করে তাকাচ্ছিস! ভাবছিস—তোর শেখানো মন্ত্র আমি ভুলে গেছি ? একটীকে ছাড়লুম বলে—মূল মন্ত্র ভুলিনি। বাঘের মত রক্তের পিপাসা নিয়ে সিলাইদির বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো, তবে যাবে ও জ্বালা—তবে মিটবে পিপাসা—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ— [উন্মত্তবৎ প্রস্থান

মিনতি। বাবা—বাবা— [দ্রুত প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চিতোর রাজসভা

সিলাইদি, জয়সিংহ, জগমল, আদিত্যরাও
ও অন্যান্য সামন্ত রাজগণ পরে
রাণা সঙ্গের প্রবেশ

সকলে। জয় মহারাণা সঙ্গসিংহের জয়।

অভিবাদন, সঙ্গ সিংহাসনে উপবেশনের পর
আদিত্য রাও স্বীয় আসনে বসিল

সঙ্গ। আজকের এই সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য আপনারা সকলেই জানেন।

সিলাইদি। আমরা সকলেই জানি। (সকলের প্রতি) কি বলেন আপনারা ?

সকলে। আমরা সকলেই জানি।

সঙ্গ। আজ দেশের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে আপনাদের চেষ্টা ছাড়া দেশ রক্ষা করা যায় না—রাজ্যের শৃংখলা রক্ষা করা আমার একার পক্ষেও সম্ভব হ'য়ে উঠবে না। চাই জনসাধারণের সহযোগীতা।

জয়সিংহ। সকলেই সহযোগীতা করতে প্রস্তুত, মহারাণা !

সিলাইদি। মেবারের সেবায় আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছি, মহারাণা !

সঙ্গ। দিল্লী ও অন্যান্য পাঠান নরপতিদের অন্তরালে মেবার অতীতে একদিন যেমন শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছিল—ঠিক তেমনি দুর্ব্বল

হ'য়ে পড়েছে আজ গৃহ যুদ্ধে। এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—মেবারকে আবার শক্তিশালী করে গড়ে তোলা; নইলে কখন কোন সুযোগে আমাদের অসতর্কতায় মেবারকে পরমুখাপেক্ষী—পরপদানত হতে হবে।

জয়সিংহ। মেবারের আকাশ চুম্বী পতাকা চিরদিনই সবার উপরেই উড়বে—কোনদিনই তাকে মাটীর বুকে লুটিয়ে পড়তে দেব না।

আদিত্য। রাজকোষ তো অর্থশূন্য নয় মহারাণা!

সঙ্গ। অর্থের অসচ্ছলতা না থাকলেও; বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের তুলনায় সৈন্য অতি অল্প। পিতৃব্যের লৌহবাহিণী—পৃথ্বীরাজের অজেয় সেনাদল—যাদের প্রতাপে দিল্লী তোরণ শীর্ষে মেবার পতাকা উড়াবার সংকল্প করেছিলাম—সেই সমস্ত বিজয়ী বাহিনী গৃহ যুদ্ধের ইন্ধনে নিঃশ্বেস হয়ে গেছে।

জগমল। বিগত দিনের ইতিহাস চিন্তা করে মুশড়ে পড়লে চলবে না, মহারাণা! বর্ত্তমানের দিকে আমাদের এগিয়ে চল্‌তে হবে—তাকে গড়ে তোলার জন্য, দেশের শ্রমিক সম্প্রদায়কে সর্ব্বপ্রথমেই এগিয়ে আসার জন্য ডাক দিতে হবে।

জয়সিংহ। প্রাণপাত পরিশ্রমে আবার আমরা নূতন সৈন্যদল গড়ে তুলবো। সীমান্ত রক্ষায় শক্তিশালী বাহিনী নিযুক্ত করবো, যাতে বাইরের কোন শক্তিই মেবারের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সাহস করবে না।

সঙ্গ। জানি বন্ধুগণ, সবই জানি। তোমাদের শক্তিতে আমার বিশ্বাস আছে বলেই আবার আমি দেশে ফিরে এসেছি। তোমরা জনে জনে—বীর-যোদ্ধা—দেশপ্রেমিক।

আদিত্য। রাজপুতের দেশপ্রেম—জাতীয় প্রীতির তুলনা নাই

মহারাণা ! এরা যদি ভায়ে ভায়ে বিরোধ না করতো—তা' হলে এতদিন পৃথিবীর সকল শক্তিই আভূমি নত হ'য়ে মেবারের জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করতো।

সঙ্গ। জয়সিংহ !

জয়সিংহ। আদেশ করুন মহারাণা !

সঙ্গ। আমি তোমায় দশ হাজার পদাতিক সেনার দায়িত্ব অর্পণ করলাম। আশা করি সপ্তাহ মধ্যে এই দশ হাজার দেশপ্রেমিক সৈন্তের অস্ত্রবলের পরীক্ষা পাব।

জয়সিংহ। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি নিশ্চয়ই সে সৌভাগ্যের অধিকারী হ'তে সক্ষম হবো।

সঙ্গ। আর সামন্তরাজ সিলাইদি ! তোমাকে পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সেনার নায়কের পদে নিযুক্ত করলুম। আশা করি, সমরভূমে সর্ব্বপ্রথম তোমার বাহিনীই শত্রুর শোণিত দর্শনে সক্ষম হবে।

সিলাইদি। মহারাণার দেওয়া পদমর্য্যাদা রক্ষায়, আমি আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দুটী পর্য্যন্ত—ঢেলে দেবো সমরভূমির বুকে।

সঙ্গ। জগমল ! আমার অজ্ঞাতবাস কালে তোমার পিতৃশত্রুদের সঙ্গে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেছ, নিজের জীবন বিপন্ন করে কাশ্মীরী সেনার নিক্ষিপ্ত বর্শার মুখে আমার জীবন রক্ষা করেছ। তোমার বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ দিয়ে—আজ আমি পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক নির্ব্বাচন করলুম। আশা করি—তোমার বীরত্বে তোমার বংশ গরিমার তালিকা দীর্ঘতর হয়ে উঠবে।

জগমল। মহারাণার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করাই— আমার জীবনের একমাত্র ব্রত।

সিলাইদি। সেনানায়ক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমার একটু বলবার কথা আছে, মহারাণা!

সঙ্গ। কি—বল!

সিলাইদি। পূর্ব্বে সমস্ত সেনানায়কদের উপর একজন প্রধান নায়ক নির্ব্বাচন হতেন, বিপদে তাঁর আদেশ ও মন্ত্রণানুযায়ী যুদ্ধ কার্য্য পরিচালিত হ'তো।

সঙ্গ। সামন্তরাজ সিলাইদি! আমার পূজনীয় পিতৃব্য সূর্য্যমল্ল আমাকে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন—তা আজও ভুলিনি; তাঁর আশীর্ব্বাদে মেবারের প্রধান সেনানায়কের দায়িত্ব আমি নিজেই গ্রহণ করলুম।

সিলাইদি। এ অতি উত্তম প্রস্তাব।

সঙ্গ। আজকের মত সভাকার্য্য এইখানেই স্থগিত রইল।

সকলে। জয় মহারাণা সঙ্গসিংহের জয়।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিলাস কক্ষ

শম্ভুজী ও মিনতি

শম্ভুজী। যে বাতায়ন এই মাত্র তোমায় দেখালুম—ওই পথেই সকলকে পালাতে বলবে। গতরাত্র হতে তিনখানি নৌকা নিয়ে গোপনে তিলকচাঁদ প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে, সবার শেষে পালিয়ে আসবে তুমি।

[প্রস্থান

মিনতি। ভগবান—! হৃদয়ে বল দাও—সাহস দাও।

কুমারীগণের প্রবেশ

পথ দেখতে পেয়েছ? মুক্তির পথ?

১মা কুমারী। পেয়েছি। বাতায়ন হতে একগাছি দড়ি নদীতে নেমেছে।

মিনতি। ওই দড়ি গাছটী অবলম্বন করে সাহসে বুক বেঁধে সকলকেই পথে নদীগর্ভে নামতে হবে। পারবে?

১মা কুমারী। তা যেন পারলাম; কিন্তু বোন, পালিয়ে আমরা কোথায় যাবো? লম্পট সিলাইদি জোর করে আমাদের ঘরের বার করে এনে ব্যাভিচারের কালি মাখিয়ে দিয়েছে। এ অবস্থায় ফিরে গেলে আর কি ঘরে ঠাঁই পাব? সমাজের দুয়ার যে আমাদের জন্য চিরকালের মত রুদ্ধ হয়ে গেছে।

মিনতি। তবে কি এইখানে থেকে ব্যভিচারির পাপলালসার খোরাক যোগাবে?

১মা কুমারী। তা ছাড়া উপায় কি?

মিনতি। ছিঃ, বোন! এ কথা তোমাদের মুখে শোভা পায় না! তোমরা না—রাজপুতবালা? তোমরা না সেই দেশের মেয়ে—যে দেশের রাণী আলাউদ্দিনের সকল আশা আকাঙ্খার মুখে নিজ দেহের ভস্মরাশি ছড়িয়ে দিয়েছিল? তোমরা না সেই দেশের সন্তান—যে দেশে সতীর ডাকে চিতোর দুর্গের ভাঙা প্রাচীর বুক পেতে দিতে স্বয়ং জগদ্ধাত্রী নেমে আসেন! যে দেশের মেয়ে—রণশয্যা শায়িত পতির মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে অমরার পথের পথিক হন? এই কি তোমাদের সেই দেশের নারীর যোগ্য কথা? বাপ-মা ঘরের দুয়ার চোখের উপর বন্ধ করে দেবেন—পতিতা

বলে ঠাঁই দেবেন না ! তাতে কি যায় আসে বোন ? আমরা দেশসেবা ব্রতের দেহ অঙ্গ আবৃত করে পৃথিবীর ঘৃণা হেলায় উপেক্ষা করে চলবো।

১মা কুমারী। আর আমাদের লজ্জা দিও না—আমরা প্রস্তুত হয়েছি।

মিনতি। তবে যাও—সাহসে বুক বেঁধে একে একে দড়ি গাছাটী অবলম্বন করে নিচের দিকে নেমে পড়, মনে রেখো ওই—তোমাদের মু্ক্তির পথ।

২য়া কুমারী। ঘুট্ঘুটে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে নীচে নামতে বড় ভয় লাগে, দিদি !

মিনতি। এই সামান্য অন্ধকারেই ভয় পাচ্ছ ? তবে থাক ওই কামুক কুকুরের গলা ধরে বসে—চিরকাল চরিতার্থ কর তোমাদের পাপ লালসা।

প্রস্থানোদ্যত

২য়া কুমারী। (মিনতিকে বাধা দিয়া) না না, দিদি ! তা পারবো না, আমি আগে নামবো।

সকলে। আমরা সকলেই নামবো।

১মা কুমারী। (মিনতির প্রতি) তুমি ?

মিনতি। আমার জন্য ভেবো না ; আমার মুক্তির পথ পরিষ্কার রেখেই আমি এসেছি। দেরী করো না, যাও।

[কুমারীগণের প্রস্থান

মিনতি। একদিকে যেমন রাণাকে ভুলিয়ে রাখার আয়োজন ব্যর্থ করে দিলাম, অন্যদিকে তেমনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে রক্ষা হ'লো কতকগুলি অসহায় কুমারীর জীবন।

অদূরে সিলাইদিকে দেখিয়া

সর্ব্বনাশ! সিলাইদি এসে পড়লো যে, এখনো অনেকে হয়তো নীচে নামতে পারেনি। কি করি!

কিছু চিন্তার পর

হ্যাঁ, হয়েছে কিছু সময় তর্কবিতর্কে কাটিয়ে দিতে পারলেই, ওরা সকলেই নিরাপদ হতে পারবে।

সিলাইদির প্রবেশ

সিলাইদি। একি! বিলাস কক্ষ নীরব কেন? নাচ কই—গান কই? রাণার আসবার সময় হলো—অথচ তারা গেল কোথা? এই যে মাত্র একজন—আর সব গেল কোথা?

মিনতি। সব পাখী উড়ে গেছে!

সিলাইদি। হেঁয়ালি ছাড়, বল তারা সব কোথায়?

মিনতি। চলে গেছে।

সিলাইদি। চলে গেছে! কোথায়?

মিনতি। মুক্তির পথে।

সিলাইদি। কে তাদের মুক্তি দিলে?

মিনতি। আমি।

সিলাইদি। এত বড় দুঃসাহস তোর! একটু ভয় হ'লো না?

মিনতি। চরিত্রহীন লম্পটকে ভয়? হাসির কথা।

সিলাইদি। দেখ তবে শয়তানী, তোর কৃতকর্ম্মের পরিণাম।

ধরিতে অগ্রসর

রাণা সঙ্গের প্রবেশ

সঙ্গ। সে আশা শুধু কল্পনাতেই থেকে যাবে। যদি নিজের মঙ্গল চাও তো এখানে দাঁড়িয়ে দেবী মন্দিরের পুণ্য বায়ু কলুষিত করো না। যাও—বেরিয়ে যাও

[লজ্জিতভাবে সিলাইদির প্রস্থান

মিনতি !

মিনতি। আমায় রক্ষা করুন মহারাণা! পথের ধূলো থেকে কুড়িয়ে যে সম্মানের আসনে বসাতে ইচ্ছা করেছিলেন—ভাগ্য আমাকে সে সৌভাগ্যের মঞ্চ হতে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।

সঙ্গ। মিনতি! আমি যে তোমাকে পথের ধূলো থেকে কুড়িয়ে এনে ফুলদানিতে রেখেছিলুম। এ তুমি কি করলে—নারি! কি মূল্য-বান সম্পদ তুমি মুহূর্ত্তের ভুলে হারিয়ে ফেল্লে!

মিনতি। আমি হারিয়েছি তা জানি, কিন্তু কতখানি হারিয়েছি তা বুঝতে পারিনি। মিনতি করছি—আমার ক্ষতির পরিমাণ আমায় বোঝাতে চেষ্টা করবেন না—আমায় জানাবেন না।

সঙ্গ। যৌবনের প্রথম জাগরণে—আমার প্রথম নয়ন পলকে জেগে উঠতে দেখেছিলাম তোমাকে—শরত শতদলের মত সৌন্দর্য্য নিয়ে। হায় নারি! ওই চোখ দুটী দিয়ে শুধু কি প্রাণ হরণ করতেই শিখেছ; প্রাণের ভিতরটা দেখবার সাধ্য নেই! তুমি হারিয়েছ নারী—মুহূর্ত্তের ভুলে তুমি তোমার সর্ব্বস্ব হারিয়ে—নিঃস্ব হয়েছ।

মিনতি। আমি ত হারাইনি মহারাণা—আমি হারাইনি। আমার অমূল্য সম্পদ আমি দেবতার পায়ে উৎসর্গ করেছি।

সঙ্গ। তোমার ইচ্ছা শক্তিতে আমি কোন দিনই বাধা দিই নি দেবও না, জগমল!

জগমলের প্রবেশ

জগমল। আদেশ করুন মহারাণা!

সঙ্গ। এই নারীকে তার নির্দ্দেশিত স্থানে পৌছিয়ে দিয়ে এসো।

[মিনতি ও জগমলের প্রস্থান।

সামন্তরাজ সিলাইদি!

অপরাধীর মত সিলাইদির প্রবেশ

(সিলাইদির প্রতি) তোমার কিছু বলবার আছে।

সিলাইদি। মহারাণা! আমার নিজের জন্য এ ভোগ বিলাস আয়োজন নয়—শুধু আপনারই জন্য—

সঙ্গ। এই আয়োজন। সামন্তরাজ সিলাইদি কি নিজের মত পৃথিবীর সকল মানুষকেই ভেবে রেখেছেন? স্পর্দ্ধা বটে তোমার।

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়সিংহ! মহারাণা! আজমীর আক্রমণের আয়োজন প্রস্তুত।

সঙ্গ। উত্তম, তবে আজই আজমীর পথে অগ্রসর হও। হ্যাঁ, আর এক কথা জয়সিংহ! সিলাইদি তোমার সহকারী রূপে সর্ব্বদা আজ্ঞাধীন হয়ে থাকবে।

জয়সিংহ। মহারাণা!

সঙ্গ। উচ্ছৃঙ্খল পুত্রকে পিতা কখনো ত্যাগ করেনা—তাকে চোখে চোখে রাখতে চেষ্টা করে। [প্রস্থান

জয়সিংহ। আসুন রাজা!

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

উদ্যান

মমতা

মমতা। জন্ম আমার কোথায় জানিনা—জ্ঞান হওয়া অবধি বনরাজ্যে বাস করছি। অদৃষ্ট পুরুষের ইঙ্গিতে আজ রাণীর পদমর্য্যাদা লাভ করছি। না-না আমি চাইনা রাণীত্ব! এ কোলাহল ভরা সংসার অপেক্ষা আমার

বনরাজ্য ঢের ভাল। পদমর্য্যাদা অনুযায়ী আমায় গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করতে হবে। না-না, আমি তা পাররোনা অসম্ভব।

সঙ্গের প্রবেশ

সঙ্গ। কি অসম্ভব মমতা ?

মমতা। রাণী হওয়া প্রিয়তম! আজীবন খোলা প্রাণে মুক্ত বিহঙ্গীর মত বনরাজ্যে বাস করে এসেছি। আজ এ সোনার খাঁচা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে, আমায় মুক্তি দাও স্বামী!

সঙ্গ। চিতোরের মহারাণী তুমি! তুমি যাতে সুখী হও—আনন্দ পাও, তাই কর—আমি বাধা দেবো না।

মমতা। আমার ইচ্ছা—

সঙ্গ। থামলে কেন ? বল কি ইচ্ছা ?

মমতা। রাগ করবে না—বল!

সঙ্গ। কেন রাগ করবো ?

মমতা। তুমি যে রাজা!

সঙ্গ। রাজার কর্ত্তব্য কি রাণী উপর রাগ করা ?

মমতা। তবে শোন—আমি চাই আমার সেই বন—সেই তরুতল বাসী অন্ন বস্ত্রহীন শৈশবের সাথী। এই সোনার খাঁচার আবদ্ধ থেকে—আমি যে তাদের হারিয়েছি, স্বামি!

সঙ্গ। আমার হৃদয় বনভূমির অধিশ্বরী হয়েও কি তুমি আনন্দিত নও ? দেশের কোটী কোটী নরনারীর প্রার্থনা নিয়ে তোমার সিংহাসনের নীচে আকুল প্রতিক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সেবা করা কি তোমার কর্ত্তব্য নয় ? নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য-ভোগ বিলাসের জন্যই কি রাজারাণীর সৃষ্টি ? একটী সংসারে যেমন—তেমনি কোটী কোটী সংসারের

দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে রাজারাণীর উপর। লোকে বলে অতিথি সেবা পরম ধর্ম্ম, অসংখ্য অতিথি তোমার মুখ চেয়ে আছে সেই ব্রতের সুযোগ তুমি হেলায় হারাতে চাও মমতা ?

মমতা। এ কথা আগে তো কোন দিনই শুনিনি, এ উপদেশ তো কেউ দেয়নি ! ওগো গুরু ! অন্ধকে যদি দৃষ্টি শক্তি দিলে তবে তাকে তার নূতন কর্ম্মজগতের পথ চিনিয়ে দাও।

জগমলের প্রবেশ

জগমল। মহারাণা। আজমীর বিজয়ীবীর জয়সিংহ আপনার আদেশ অপেক্ষায় দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে।

সঙ্গ। মমতা ! তুমি এখন অন্তঃপুরে যাও

[মমতার প্রস্থান

যাও জগমল ! বিজয়ীর সম্মান দিয়ে তাকে এইখানে নিয়ে এস।

[জগমলের প্রস্থান

ঈশ্বর ! তোমারই করুণায় প্রথম জয়ের গৌরবে ভূষিত হলাম, তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম। প্রণাম

জয়সিংহের প্রবেশ।

সঙ্গ। এস বন্ধু ! তোমার বিজয়বার্ত্তা শুনে তোমারই প্রতিক্ষায়, দাঁড়িয়ে আছে মহারাণা !

জয়সিংহ। (অভিবাদন করিয়া) আপনার আশীর্ব্বাদে মাত্র তিন ঘণ্টায় আজমীর জয়ে সক্ষম হয়েছি মহারাণা !

সঙ্গ। বন্ধু ! তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা। আমার সিংহাসনে উপবেশনের পর মেবারের এই প্রথম জয়ের সংবাদ দেবতার আশীর্ব্বাদ রূপে দেশবাসী মাথা পেতে নেবে। হ্যাঁ—সেনাপতি সিলাইদি তোমার সহযোগিতা করতে কোনরূপ অবহেলা করেনি।

জয়সিংহ। না, তিনি বীরের মতই যুদ্ধ করেছেন, তাঁর রণকৌশলে

সকলেই মুগ্ধ হয়েছে। বিদায় দিন রাণা—এখুনি আমায় মালব সীমান্তের দিকে অভিযান করতে হবে।

সঙ্গ। যাও ভাই! তোমার বীরত্বের পুরস্কার—(আলিঙ্গন) তোমাকে দেওয়ার মত মূল্যবান সম্পদ এর বেশী আমার ভাণ্ডারে আর নেই।

জয়সিংহ। আপনার এই প্রীতিপূর্ণ ভালবাসাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মহারাণা!

সঙ্গ। মূর্খ মালব অধিপতি ধারণায় আনতে পারিনি যে, এমনি করে তার সকল আশা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তার ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে পৃথ্বীর গড়া লৌহবাহিনী মালব সীমান্তে ব্যূহরচনা করেছে। মালব শক্তিশালী প্রতিবেশী, কাবুল জয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে তার সাহায্য চাইলুম—শক্তিহীনতার অছিলায় সে আমায় প্রত্যাখ্যান করলে। ভারতের প্রবেশ দ্বার বাবর অধিকার করলে—নির্ব্বোধ দেশবাসী দেশের মঙ্গলের জন্য অস্ত্রধারণ করলে না—করেছে দেশবাসীর উচ্ছেদের জন্য। ঈশ্বর! তোমার ভারতবর্ষটা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে একটা ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে জগতের সামনে তুলে ধর, যেন সেই বিভীষিকার ছবি, পৃথিবীর লোকের চোখে সর্ব্বদা সজাগ থেকে যায়। তাহলে আর তারা কোন দিনই কুপথে যাবে না, ভাই ভায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না, শুধু এগিয়ে যাবে বিদেশীকে দমন করে ভারতের গৌরব গরিমা অক্ষয় অটুট রাখতে, তার রাষ্ট্রীয় পতাকা চির উন্নত রাখতে।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

চিতোর দুর্গ

মমতা ও জগমল

মমতা। দাদা! যুদ্ধের সংবাদ কি? আমরা জয়ী তো?

জগমল। হ্যাঁ বোন—আমরা জয়ী! মহারাণা আর সেনাপতি জয়সিংহের অক্লান্ত পরিশ্রমই চিতোরী সেনাকে জয়যুক্ত করেছে।

মমতা। ঈশ্বর! সন্তানদের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

জগমল। খাটৌল্লী সমরে দিল্লী ও মালব উভয় প্রদেশই আমাদের কাছে পরাজিত। মেবারের সামন্তরাজগণ মহারাণার যুদ্ধ কৌশলে আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছেন, সকলেই তাঁরা একবাক্যে তাঁকে মহারাণা সংগ্রাম সিংহ বলে অভিবাদন করেছেন।

মমতা। জগমল! ভাই! আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে পড়েছি। বল ভাই, চিতোরে ফিরতে তাঁর আর কত দেরী?

জগমল। বেশী দেরী নেই বোন! দিল্লির সংগে সন্ধি স্থাপন হয়েছে, মালবের সংগে শান্তি চুক্তি হলেই তিনি ফিরে আসবেন।

মমতা। ভাই! মহারাণার বিজয় সংবাদ দিয়ে তুমি আমাকে যে আনন্দ দিয়েছ, তার পুরস্কার যে কি দেবো—আমি স্থির করতে পারছি না।

জগমল। পুরস্কার পাওয়ার মত কাজ আমি কিছুই করিনি; কেউ করে থাকে তো সে করেছে তোমারই মত এক রমণী। যদি পার তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে—পুরস্কৃত কর। এক তুমি ছাড়া তাকে পুরস্কার দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তি এ চিতোরে আর কেউ নেই।

মমতা। কি বলছ ভাই?

জগমল। সত্য যা—তাই বলছি বোন! ইহলোকে এক তুমি ছাড়া অন্য কেউ তাকে পুরস্কৃত করতে সমর্থ হবে না। আসি বোন! খাটৌল্লী বিজয়ী সংগ্রাম সিংহের প্রত্যাবর্ত্তন তো নীরবে হবে না; আমি চললুম, সেই উৎসব আয়োজন করতে।

[প্রস্থান

মমতা। কে সেই নারী? জগমল বলে গেল—ইহলোকে আমি ছাড়া অন্য কেউ তাকে কোন পুরস্কারে সুখী করতে পারবে না। কি সে পুরস্কার?

চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিল

এঁ্যা—তাই কি? ভগবান! একি সত্য? সে কি আমার স্বামীকে চায়! আমার দেবতাকে—আমার সর্ব্বস্বকে—আমার জীবন মরণের সাথীকে—কি করে আমি অন্যের হাতে তুলে দেবো?

মিনতির প্রবেশ

মিনতি। আর একজন কি করে তুলে দিয়েছিল বোন!

মমতা। অ্যাঁ—তুমি কি সুন্দর।—এত সুন্দর তুমি! বাঃ—বাঃ—এত রূপ যেন কোন নিপুণ চিত্রকরের প্রাণ ঢালা সাধনা।

মিনতি। খাটৌল্লি হতে আশ্রমে ফিরছিলুম—ভাবলুম, মহারাণীকে একবার আমাদের জয়ের সংবাদটা দিয়ে যাই; এসে দেখলুম, অপর এক ভাগ্যবান আমার আগেই সে কাজ শেষ করেছেন। দুয়ার হতেই ফিরে যাচ্ছিলুম, মহারাণীর চিন্তা কাতর মুখখানি আমার গতি পথে পর্ব্বতের মত দাঁড়ালো—ফিরতে পারলুম না।

মমতা। দয়াময়ি! এসেছ যখন আজকের মত আমার আতিথ্য গ্রহণ কর। এইমাত্র তোমার কাছে বিনিময়ের কথা বলছি—

মিনতি। বিনিময় যে অসম্ভব রাণি!

মমতা। না—না অসম্ভব নয়। স্বামী আমার রণজয়ের গৌরবে ভূষিত হয়ে অতুল যশকীর্ত্তি অর্জ্জন করে দেশে ফিরে আসছেন! দেশবাসী তাঁকে আপন আপন সাধ্যমত উপঢৌকন দেবে বলে, ব্যাকুল আগ্রহে তাঁর আশা পথ চেয়ে বসে আছে। আর আমি কি শুধু বসে থাকবো?

মিনতি। কেন—বিজয়ীর পুরস্কারে তোমার সেবা যত্ন দিয়ে তাঁর রণক্লান্তি দূর করে দেবে।

মমতা। সে ত স্বামীর চিরপ্রাপ্য।

মিনতি। তা ছাড়া আর কি পুরস্কার দেবে বোন?

মমতা। যা আজ পর্য্যন্ত কোন নারী দিতে পারি নি—আমি তাই দেবো। ওগো অনাদৃত কুসুম!—ওগো নন্দনের পারিজাত! দেব ভবনের আঙিনা থেকে যখন ঝরে পড়েছ ধরনীর বুকে, তখন দেবতার কণ্ঠহার রূপে তোমাকেই ঢুলিয়ে দেবো দেবতার গলায়।

মিনতি। মহারাণি!

মমতা। তোমার কাছে মহারাণী নই—ছোট বোন! বোনের আবদার রাখ দিদি! এমনি করে হতাদরে নিজের জীবন বিফল করো না।

মিনতি। আমার জীবন তো বিফল হয়নি বোন! আমি দেব-সেবায় আত্ম নিবেদন করেছি। আমার জন্মভূমির স্নেহ কোমল অঙ্কে যে সব গণনারায়ণ বিরাজ করছে, আমি তাদেরই সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছি।

মমতা। এ তুমি কি বলছ বোন!

মিনতি। আমি ঠিকই বলছি রাণি! তুমি কখন মহাসিন্ধু দেখছ কি? দেখছ কি সেই অগাধ জলধির বুক হতে একটী ক্ষুদ্র উর্ম্মিকে তরঙ্গে

পরিণত হয়ে তটভূমে আছড়ে পড়তে? আমার জীবনও তেমনি বোন।।

মমতা। দিদি—দিদি—! তুমি মানবী না দেবি!

মিনতি। না বোন—আমি ক্ষুদ্র মানবী! যে দিন জগতের আলো প্রথম দেখি সেই দিন সেই আলোক রশ্মি—সেই আমার ক্ষুদ্র কুটীর আমার ভালবাসার বস্তু ছিল। জ্ঞান বিকাশের সংগে সংগে পিতা-মাতাকে ভালবাসতে শিখলুম—প্রতিবেশীদের ভালবাসতে শিখেছিলুম—তারপর আমার এই মুক্ত প্রাণ—হিন্দুস্থানের দখিনা মলয়ার মত ওই উজ্জ্বল নীল আকাশের নীচে দিয়ে সারা দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছি। বল বোন! আমার জীবন কি বিফল? আমার প্রেম—আত্মীয় প্রেম—জীবপ্রেম থেকে বিশ্ব প্রেমে পরিণত হতে চলেছে। এই আমার সাধনা! এই মহাব্রত উদ্‌যাপন শেষে ওই নীল সাগরের পরপারে গিয়ে আমার চিরবাঞ্ছিতের সোহাগ ভরা কোলে অনন্ত শয়ন লাভ করবো। স্বামি! পথ দেখাও স্বামী—হাত ধর—আলো দাও—আমি যেন পেছিয়ে না পড়ি।

[প্রস্থান

মমতা। দিদি—! দিদি! ফিরে এস—তোমার দেবতা তোমারই আছে।।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

পথ

মিনতি ও রাজপুত বালাগণ

রাজপুত বালাগণ। গীত।

জাগ—জাগ—জাগ ভারতবাসী
এখন কেন ঘুমে অচেতন বুকে ধরে প্রেয়সী ?
তন্দ্রা অলস নয়ন খোল,
বিলাস বাসনা সকলি ভোল,
ঘুচাও দুঃখ মুছাও অশ্রু কাঁদিছে দেশবাসী।
কৃষাণ শ্রমিক এক জোটে,
দেশের কাজে এসো ছুটে,
ওঠ জাগিয়া তরুণ তরুণী তোমরা দেশের বিভব রাশি॥

সসৈন্যে সিলাইদির প্রবেশ

সিলাইদি। কি সুন্দরি! চিনতে পারছো কি ?

মিনতি। খুব চিনেছি শয়তান!

সিলাইদি। আমি শয়তান ? তবে দেখ শয়তানের শয়তানী—

ধরিতে উদ্যত

মিনতি। আমায় ছুঁসনে লম্পট! সতীর অভিশাপ এইখানে এই মাটীর স্তূপের নীচে মহাসমাধিতে ডুবে আছে, তাকে জাগাসনে—তাহলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবি।

সিলাইদি। তার আগে তো তোমার অধর সুধা পান করে আমার পিপাসার উপশম করতে পারবো। সৈন্যগণ! তোমরা যতগুলি রমণী পাবে সবগুলি এখানে নিয়ে এস। [সৈন্যগণের প্রস্থান

এইবার দাম্ভিকা রমণী! দেখি কে তোকে রক্ষা করে ?—

সহসা শম্ভুজীর প্রবেশ

শম্ভুজী। এই নির্য্যাতীতার পিতা!

সিলাইদি। কি—কি বললে শম্ভুজী? এ তোমার কন্যা!

শম্ভুজী। সন্দেহ কেন রাজা?

সিলাইদি। বিশ্বাসঘাতক! তাহলে তুমিই আমার জীবনটাকে মরুভূমি করেছ?

শম্ভুজী। বুদ্ধিমান আপনি।

সিলাইদি। (তীব্রস্বরে) শম্ভুজী—

শম্ভুজী। চুপ। কে শম্ভুজী? কাকে শম্ভুজী বলছেন? শম্ভুজী যে ছিল আজ সন্ধ্যায় মরেছে-ইহলোকে তাকে আর খুঁজে পাবেন না—এ যাকে দেখছেন সে শুধু শম্ভুজীর কঙ্কাল।

সিলাইদি। বিশ্বাসঘাতক!

শম্ভুজী। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! সে ছিল একদিন—যখন আপনার রক্ত চক্ষুকে ভয় করতাম। সে আজ এক যুগ আগেকার কথা—চেয়ে দেখুন ওই দূরের কালো আকাশ—এই নীরব মৃত্তিকার স্তূপ, আর চেয়ে দেখুন, এই কালো মুখ খানা—চিনতে পারেন কি?

সিলাইদি। কে—কে তুমি?

শম্ভুজী। আমি—আমি বলদেব রাও—

সিলাইদি। আঁ্যা—

টলিয়া পড়িলেন। সহসা দুইজন সৈনিক আসিয়া বন্দী করিয়া ফেলিল; পশ্চাতে জগমল

জগমল। খাটৌল্লি যুদ্ধে রাণা সংগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে, আমি আপনাকে বন্দী করলাম সেনাপতি! আর শম্ভুজী, তুমিও আমাদের সংগে এসো। [সকলের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চিতোর রাজসভা

সিংহাসনে রাণা সঙ্গ ও পার্শ্বে জয়সিংহ দণ্ডায়মান

সঙ্গ। সেনাপতি জয়সিংহ! আজ সিলাইদির বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তার দেহরক্ষী অনুরক্ত শম্ভুজী সকল কথাই প্রকাশ করেছে। তার অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাকে কি দণ্ড দেবো তুমিই বল।

জয়সিংহ। মহারাণা সুবিচারক! বাপ্পারাওয়ের বংশধর! অপরাধিকে অপরাধ অনুযায়ী দণ্ড দিতে আশা করি কৃপণতা করবেন না।

সঙ্গ। উত্তম। কে আছ—বন্দী সিলাইদি আর শম্ভুজীকে নিয়ে এসো! পিতা! পিতা! আশীর্ব্বাদ করুন—পুত্র যেন আপনার মর্য্যাদা রাখতে সক্ষম হয়।

বন্দী সিলাইদি ও শম্ভুজীকে লইয়া একজন সৈনিকের প্রবেশ ও সৈনিকের প্রস্থান

শম্ভুজি! জগমলের মুখে আমি সবই শুনেছি। তবু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, তুমি কেন এসকল সংবাদ গোপন করে রেখেছিলে?

শম্ভুজী। নিজের হাতে প্রতিশোধ গ্রহণ করায় যে কত তৃপ্তি, তাকি আপনি জানেন না, রাণা! সব সময়েই প্রতিহিংসা রাক্ষসীটা আমার মনের ভিতর হতে আমায় উত্তেজিত করতো। অসহ্য যন্ত্রণা বুকে আঁকড়ে ধরে—শুধু প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য ছায়ার মত ওই শয়তানের

সংগে সংগে ঘুরে বেড়াতুম। বার বছরের রুদ্ধ যাতনা আমার বুকের প্রাচীরটাকে ভেঙে চুরমার করে, একটা আর্ত্তনাদে আকাশ পাতাল এক করে দিতে চাইতো—দুহাতে গলা চেপে ধরতুম। তারপর যখন সে বেগ কমে যেত—তখন আবার ধীর স্থির মস্তিষ্কে ওই লম্পট পাপিষ্ঠের সর্ব্বনাশ আয়োজন করতুম।

সঙ্গ। চমৎকার তোমার জীবন রহস্য। তারপর?

শম্ভুজী। ভগবান বাসুদেব লীলাছলে—নৃত্য চটুল চরণের তালে তালে প্রতি পদক্ষেপে কালিয়ের সহস্র ফণা একটার পর একটা করে যেমন ভেঙে দিয়েছিলেন, আমিও তেমনি ওই শতমুখ সর্পের উদ্যত ফণা প্রতি পদাঘাতে ধূলিকণায় মিশিয়ে দিয়ে উল্লাসে অধীর হয়ে নৃত্য করেছি।

সঙ্গ। সামন্তরাজ সিলাইদি! যতবারই আমি তোমাকে ক্ষমা করে তোমার পূর্ব্ব গৌরব প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছি, ততবারই তুমি তোমার কর্ত্তব্য ভুলে বিবেক ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে—বিশ্বাসঘাতকতা করে আমায় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছ; তোমার অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে—দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য আমি তোমায় প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করার সংকল্প করেছি।

শম্ভুজী। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। নীরব—নীথর—নিস্তব্ধ চারিদিক। প্রতিহিংসা রাক্ষসীটা আনন্দের সাগরে ডুব দিয়েছে—আর সে ভেসে উঠবে না—তার কাজ শেষ হয়ে গেছে—এইবার আমার ছুটি—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[প্রস্থান

সঙ্গ। কে আছ! ধর ধর, উন্মাদকে চিকিৎসাগারে নিয়ে যাও। সিলাইদি! মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার কিছু প্রার্থনা আছে?

সিলাইদি। মহারাণা, যদি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর না করেন ?

সঙ্গ। বল সিলাইদি—তোমার কি প্রার্থনা ?

সিলাইদি। আমার প্রার্থনা—মাত্র একটী মাসের জন্য আমি মেবারের প্রধান সেনাপতিত্ব চাই।

জগমলের প্রবেশ

জগমল। মহারাণা ! শম্ভুজী, পথিমধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করেছে।

সঙ্গ। এতদিনের পর হতভাগ্য শান্তিদেবীর কোলে স্থান পেলে।

জগমল। আর একটী সংবাদ আছে মহারাণা !

সঙ্গ। কি ?

জগমল। একজন মোগল অশ্বারোহী মহারাণার সাক্ষাৎ প্রার্থী।

সঙ্গ। যাও জগমল ! মোগল পত্রবাহককে এইখানে নিয়ে এস। হ্যাঁ—আর এক কথা, উপস্থিত বন্দীকে স্বতন্ত্র কক্ষে রাখার ব্যবস্থা কর।

[অভিবাদন করিয়া সিলাইদিকে লইয়া জগমলের প্রস্থান

জয়সিংহ। শুনলুম কাবুল জয়ী বাবর, পাণিপথ ক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লী অধিকার করেছে। নীরবে মোগল এ কার্য্য সম্পন্ন করলে অথচ ইব্রাহিম লোদি কোন সংবাদ পায়নি।

সঙ্গ। আমার বিশ্বাস—দিল্লীতে ইব্রাহিমের গুপ্তচরের অভাব ছিল না—তাদেরই চক্রান্তে আমাদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রাদি গোপন করেছে।

জয়সিংহ। বাবরের এ পত্র প্রেরণের উদ্দেশ্য কি ?

সঙ্গ। দিল্লী অধিকার করে তিনি সাহ, অর্থাৎ সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেছেন। আমরাও তাকে সাহ বলে গ্রহণ করি এই তার ইচ্ছা। এ ক্ষেত্রে উপায় ?

জয়সিংহ। যুদ্ধ।

সঙ্গ। এ সময় সিলাইদিকে দণ্ডিত করলে আভ্যন্তরিণ বিপ্লবের সম্ভাবনাও যথেষ্ট রয়েছে। বাইমানের জনরঞ্জক অধিপতি এই বিশ্বাস ঘাতক সিলাইদি।

জগমল ও মোগল দূতের প্রবেশ

মোগল দূত। (কুর্ণিশ করিয়া) আজ আমার ভৃত্যজীবন ধন্য হলো— ভারতের বীরশ্রেষ্ঠ মহারাণা সংগ্রামসিংহকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে।

পত্র দান

সঙ্গ। এই পত্রের মর্ম্ম তোমার বোধ হয় অবিদিত নাই? সবই জান?

মোগল দূত। হ্যাঁ মহারাণা!

সঙ্গ। আর এও বোধ হয় তোমরা নিশ্চয় জান যে, খাটৌল্লি যুদ্ধের পর দিল্লী আমার অধিনস্থ।

মোগল দূত। জানি।

সঙ্গ। আমার অধিকৃত রাজ্য আমার অজ্ঞাতে অধিকার করে, তোমার প্রভু আমার কাছে কিরূপ সৌহার্দ্য আশা করেন?

মোগল দূত। আমি দূত মাত্র, আমার কর্ত্তব্য—আপনার কর্ত্তব্য-বিষয় আমার প্রভুকে জানানো। এর অধিক কিছু বলার বা করার শক্তি আমার নাই, মহারাণা!

সঙ্গ। তোমার প্রভু—ভূতপূর্ব্ব দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীর মত আমার অধীনতা স্বীকার করতে রাজী আছেন কি?

মোগল দূত। না মহারাণা! বাদসাহ কখনো অধীনতা স্বীকার করেনি বা করবেনও না।

সঙ্গ। উত্তম। জয়সিংহ! তরবারি—

জয়সিংহ তরবারি ও রাণা সঙ্গ তরবারি লইয়া

দূত! তোমার প্রভুর পত্রের উত্তর এই উন্মুক্ত তরবারি।

মোগল দূত। যথা আজ্ঞা মহারাণা !

নতজানু হইয়া তরবারি গ্রহণ

সঙ্গ। সেনাপতি জয়সিংহ ! সসম্মানে মোগল দূতকে তোরণের বাইরে পৌঁছে দাও।

জয়সিংহ। যথাদেশ !

[মোগল দূতকে লইয়া প্রস্থান

সঙ্গ। জগমল ! বন্দী সিলাইদিকে নিয়ে এস !

[জগমলের প্রস্থান

মোগল ! তোমাদের ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ নিতে সঙ্গের তরবারি চিরমুক্ত। সম্মুখ যুদ্ধে তোমরা জয়ী হতে কখন পারবে না—পারবে শুধু শঠতায় জয় করতে।

জগমল সহ সিলাইদির প্রবেশ

সেনাপতি সিলাইদি ! আমার অনিচ্ছা সত্বেও শুধু সত্য পালনের জন্য আমি তোমায় মুক্তি দিলাম। মাত্র একমাসের জন্য তোমার প্রার্থনানুযায়ী মেবারের প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করলুম।

সিলাইদি। হে মহৎ মানব ! ন্যায় পরায়ণ—সত্যনিষ্ঠ রাণা ! আপনার এ করুণার দান জীবনে কোন দিনই ভুলবো না।

সঙ্গ। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমার বীরত্বে মেবার ধন্য হোক।

[প্রস্থান

সকলে। জয়—মহারাণা সংগ্রাম সিংহের জয়।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মোগল শিবির

হুমায়ুন

হুমায়ুন। মেহেরবান খোদা! হিন্দুস্থানের এই উজ্জ্বল নীল আকাশ—স্নিগ্ধ মধুর জ্যোৎস্না—নির্ম্মল বাতাস, তোমার প্রীতির দান—অনাবিল স্নেহের পরিচয়। এটা বুঝি তোমার আদরের সন্তানদের প্রবাস ভূমি? তাই তাদের অসহনীয় প্রবাসের শ্রান্তি দূর করে দেওয়ার জন্য—হিন্দুস্থানকে বেহেস্তের অনুরূপ গঠন করেছ?

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। (কুর্ণিশ করিয়া) জনাব। একজন চিতোরী আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।

হুমায়ুন। চিতোরী!

প্রহরী। হ্যাঁ—জনাবালি।

হুমায়ুন। কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যে চিতোরী সংগকে অস্ত্রের খেলা সুরু হবে, আর আজ—আচ্ছা, যাও - নিয়ে এস।

প্রহরী। যো হুকুম।

[কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান

হুমায়ুন। সমস্যার কথা! চিতোরী এই রাত্রে! কি প্রয়োজন তার? কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

সিলাইদির প্রবেশ

সিলাইদি। (মুসলমানী কায়দায় অভিবাদন) তসলিম জাঁহাপনা!

হুমায়ুন। (প্রত্যাভিবাদন) আদাব চিতোরী!

সিলাইদি। আপনিই সম্রাট বাবর সাহ—

হুমায়ুন। না—আমি তাঁর পুত্র! আপনি?

সিলাইদি। আমি চিতোরের প্রধান সেনাপতি !

হুমায়ুন। আপনিই কি জয়সিংহ ?

সিলাইদি। না জনাব ! অধীন বাইমান প্রদেশাধিপতি সিলাইদি ! রাণা সংগ্রাম সিংহ আমাকেই এ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নির্ব্বাচন করেছেন। যদি আপনারা আমার কথা মত কাজ করেন — ।

হুমায়ুন। আপনি এ যুদ্ধের বিষয়ে আমাদের কি পরামর্শ দেবেন ?

সিলাইদি। মোগল বাহিনীকে জয়ের পথে চালনা করার জন্য যে পরামর্শ প্রয়োজন আমি তাই দেবো। রাণা সংগ্রাম সিংহের এই অজেয় বাহিনী, যাদের রণকৌশলে এই হিন্দুস্থান প্রকৃত হিন্দুস্থান হয়ে গড়ে উঠেছে, মুহূর্ত্তে সেই বাহিনীকে নষ্ট করে দেওয়ার মত কৌশল আমি জানি।

হুমায়ুন। মোগল সম্রাটের প্রতি আপনার এ অনুগ্রহের বিনিময় কি চান ?

সিলাইদি। সে সব পরে হবে সাহাজাদা ! আপাততঃ আপনারা আমার প্রস্তাবে সম্মত হলে, যুদ্ধের প্রারম্ভেই আমি আমার অধীনস্থ সৈন্য আপনাদের অনুকূলে চালনা করি।

হুমায়ুন। অপরিচিত মহাপুরুষ ! সত্যই কি আপনি মেবারের প্রধান সেনাপতি !

সিলাইদি। হ্যাঁ—জনাব ! মেবার আমার জন্মভূমি—মেবার আমার দেশ—মেবারের সমস্ত পথ ঘাটই আমার ভালরকম জানা আছে। আমার সাহায্য অকিঞ্চিতকর হবে না সাহাজাদা !

হুমায়ুন। না—তা হবে না, সেটা আমি ভাল রকমেই জানি সেনাপতি ! কিন্তু আমি ভাবছি—

সিলাইদি। কি সাহাজাদা ?

হুমায়ুন। সত্যই কি আপনি মেবারী? মেবার আপনার দেশ—জন্মভূমি!

সিলাইদি। সন্দেহ কেন জনাবালী?

হুমায়ুন। সন্দেহ কেন শুনবেন? এই রাজপুত জাতি তিনশো বছর ধরে আপন মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কি অসাধ্য সাধন করেছে। চিতোরের দেশ-প্রেমিকদের ইতিহাস আমরা পিতাপুত্রে গ্রন্থের মত পাঠ করি। সেই বীরত্বের তীর্থভূমি, চিতোরে অক্লান্ত কর্ম্মী ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষগণের জন্মভূমির বুকে, আপনার মত লোকের অস্তিত্ব যে আমার স্বপ্নেরও অগোচর। যান, আমি আপনাকে অস্পৃশ্যজ্ঞানে দূরে পরিহার করছি। জাতিদ্রোহী—দেশদ্রোহী আপনি। আপনার মুখ দর্শনেও মহাপাপ।

সিলাইদি। তাহলে আমার সাহায্য আপনারা নেবেন না?

হুমায়ুন। না—না—না—

সিলাইদি। উত্তম। কাল প্রভাতেই রণক্ষেত্রে আমার নূতন পরিচয় পাবেন।

[ক্রুদ্ধভাবে প্রস্থান

হুমায়ুন। খোদা! আমার আশা তরু মুকুলিত হওয়ার আগেই নিরাশার উষ্ণশ্বাসে তাকে শুকিয়ে দিলে? চিতোর অভিযানের সঙ্কল্প নিয়ে যখন আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছিলাম; তখন মনে আমার বড় আনন্দ হয়ে ছিল যে, প্রকৃত যুদ্ধের সুযোগ এতদিনে পেয়েছি। কিন্তু এখন দেখছি, যুদ্ধ মোটেই হবে না।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ধান্নুয়া রণক্ষেত্র

নেপথ্যে কামান গর্জ্জন

বাবরসাহের প্রবেশ

বাবর। কি করলে মোগল—কি করলে? মুহূর্ত্তের কাপুরুষতায় দুরপনেয় কলংকের বোঝা মাথায় চাপিয়ে নিলে? আর কি কোন উপায় নেই! এ যুদ্ধের গতি কি আর ফেরানো যায় না?

সিলাইদির প্রবেশ

সিলাইদি। কেন ফেরানো যাবে না জাঁহাপনা? যদি আপনি আমার কথামত কাজ করেন, আমিও কথা দিচ্ছি যে, অবিলম্বে যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে আপনার কামান আপনারই হাতে তুলে দেবো।

বাবর। কে আপনি?

সিলাইদি। আমি মেবারের প্রধান সেনাপতি সিলাইদি!

বাবর। আপনিই মেবারের প্রধান সেনাপতি সিলাইদি? আমার মূর্খপুত্র আপনাকে শত্রু করেছে। সেনাপতি! দিল্লীর বাদসাহ আজ করযোড়ে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে—আজকের মত আমায় মুক্তি দিন; প্রতিদানে—দান করবো আপনাকে চিতোরের রাজ সিংহাসন!

সিলাইদি। জাঁহাপনা! প্রতারণায়—প্রবঞ্চনায় জীর্ণ হয়ে মানুষের কথায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি।

বাবর। কিসে বিশ্বাস হয়?

সিলাইদি। এই পত্রে একটী মাত্র স্বাক্ষর—

বাবর। যদি স্বাক্ষর করি।

সিলাইদি। তাহলে আজ মুক্তি পাবেন। উপরন্তু, আগামী যুদ্ধে আমার সৈন্যেরাও আপনাকে সাহায্য করবে।

বাবর। উত্তম। কে আছ—মস্যাধার—

জনৈক সৈনিক মস্যাধার লইয়া আসিল ও
চলিয়া গেল। বাবর স্বাক্ষর করিল

সিলাইদি। জাঁহাপনা! আজ হতে আপনি আমার শত্রু নন—মিত্র। হ্যাঁ, আমার একটা প্রয়োজন আছে।

বাবর। কি বলুন ?

সিলাইদি। আপনার দেহরক্ষীর মধ্য থেকে এমন একজন প্রয়োজন যে, সে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আমার আদেশ মত কাজ করবে।

বাবর। কাজটা কি জানতে পারি সেনাপতি ?

সিলাইদি। জয়সিংহকে গোপনে হত্যা করতে হবে, সে বেঁচে থাকতে মোগলের জয় অসম্ভব।

বাবর। উত্তম—চল বন্ধু! চল চিতোরি, মোগল বাহিনীর মধ্যে যাকে যাকে বিচক্ষণ মনে করবে, সেই তোমার আদেশ খোদার আশীর্বাদের মত মাথায় পেতে নেবে।

[উভয়ের প্রস্থান

নেপথ্যে ঘন ঘন কামান গর্জ্জন। মোগল সৈনিকের
সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে জয়সিংহের প্রবেশ এবং
মোগল সৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল

জয়সিংহ। আর একটীও শত্রু সৈন্য নেই—সবাই পালিয়েছে। (অসির প্রতি) হে আমার অক্লান্ত বন্ধু! হে আমার প্রিয় সহচর! এইবার তুমি বিশ্রাম কর।

রুমাল দিয়া অসির রক্ত মুছিতেছিল

সঙ্গের প্রবেশ

সঙ্গ। এ কি! বন্ধু! বন্ধু! বিজয়ী জয়সিংহ! তোমা হতেই রাণা সঙ্গ আজ বিজয়ী—বাবর বাহিনী ছত্র ভঙ্গ।

জয়সিংহ। জাতির শুভেচ্ছাই আমার আজ জাতির ললাটে জয়ের তিলক অংকিত করে দিয়েছে, মহারাণা!

সৈন্যগণ। (নেপথ্যে) জয় মহারাণা সঙ্গের জয়।

সঙ্গ। না—না—বন্ধুগণ! জয়গান কর তাদের - যারা জাতির স্বাধীনতা রক্ষায় বাবরের অস্ত্রের সামনে বুক পেতে দিয়েছে; সেই মহাত্মাদের পূত আত্মার উদ্দেশে কর মঙ্গল কামনা—আর ওই মিলিতকণ্ঠে বল—জয় সেনাপতি জয়সিংহের জয়।

নেপথ্যে। জয়—সেনাপতি জয়সিংহের জয়।

জয়সিংহ। আমাকে লজ্জিত করবেন না মহারাণা! আপনার উৎসাহ আর দেশপ্রেমিক সেনাদলের আত্মত্যাগই, মোগল যুদ্ধ জয়ের প্রথম সোপান নির্ম্মাণের সহযোগিতা করেছে।

সঙ্গ। তোমাকে পুরস্কার দেবার মত শক্তি আমার নেই বন্ধু, তবু এই নির্ম্মল আকাশতলে—এই মৃত্যুর প্রাংগনে দাঁড়িয়ে তোমায় অভিষিক্ত করছি—আমার হৃদয় সিংহাসনে। আশা করি—আমার অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন পথ আলোকিত হয়ে থাকবে তোমার দেখান জ্ঞানের প্রদীপ শিখায়; সে আলোর শিখা যেন সহস্র বিপদের ঝটিকাঘাতে নির্ব্বাপিত না হয়।

জয়সিংহ। মহারাণা! দাসকে পাপে লিপ্ত করবেন না। আমি যে আপনার সেবক—কর্ত্তব্যের দাস—ন্যায়ের পূজারী!

সিলাইদির প্রবেশ

সিলাইদি। মহারাণা! দাস যদি কোন অন্যায় করে থাকে তো তাকে মার্জ্জনা করবেন।

সঙ্গ। এমন কি অন্যায় করেছ সেনাপতি?

সিলাইদি। আমি মোগল সম্রাটকে পরাজিত করে, নিজের শক্তির মধ্যে পেয়েও তাকে ছেড়ে দিয়েছি।

সঙ্গ। কেন?

সিলাইদি। মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায়! পরাজিত বাবর আমার কাছে কাতর হয়ে মুক্তি প্রার্থনা করলে; আমি তার কাতরতা উপেক্ষা করতে না পেরেই এই সন্ধিসূত্রে তাকে মুক্তি দিয়েছি।

রাণা সঙ্গের হস্তে পত্রদান ও তাহার পদতলে তরবারি রাখিয়া

আমার কাজ শেষ—প্রায়শ্চিত্তও শেষ, মাস পূর্ণ হয়ে গেছে, আমাকে দণ্ড দিন রাণা!

রাণার পদতলে বসিল

সঙ্গ। ওঠ বন্ধু! তোমার কার্য্যের পুরস্কার গ্রহণ কর। যার সাহায্যে তোমাদের রাণা অষ্টাদশবার রণজয়ে সক্ষম হয়েছে—সংগ্রাম সিংহ নামে সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জ্জন করেছে—গ্রহণ কর রাণার সেই বিজয়ী অসি।

সিলাইদিকে তরবারি দান

জয়সিংহ। হে দেশকর্ম্মী—চিতোর মাতার বীর সন্তান—আমাকেও ধন্য করুন আলিংগন দিয়ে।

সিলাইদিকে আলিঙ্গন

সিলাইদি। (রাণার সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিল) মহারাণা! প্রভু! আমার জীবন রক্ষায় যে উদারতার পরিচয় দিলেন—জগতের ইতিহাসে তা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

রাণা সঙ্গ সিলাইদিকে হাত ধরিয়া তুলিতেছিল, নেপথ্যে পিস্তলের শব্দ ও সংগে সংগে জয়সিংহ উঃ-শব্দে আর্ত্তনাদ করিয়া মাটির বুকে ঢলিয়া পড়িল

জয়সিংহ। মহারাণা ! বিশ্বাসঘাতক—সরে দাঁড়ান।

সঙ্গ। (জয়সিংহের নিকট বসিয়া) কে—কে এ কাজ করলে ? জয়সিংহ ভাই !

সিলাইদি। ধর—ধর বন্দী কর ! রাণার মর্য্যাদা রাখতে যেমন করে পার বন্দী কর—পুরস্কারে দান করবো বাইমান প্রদেশ।

সঙ্গ। জয়সিংহ ! ভাই ! কথা কও—একটীবার উত্তর দাও।

সিলাইদি। মহারাণা ! শোকে অধির হবেন না। বিশ্বাসঘাতককে দণ্ড দিতে হবে—সেনাপতিকে হত্যা করার প্রতিশোধ নিতে হবে।

জয়সিংহ। মহারাণা—বড় যন্ত্রণা—উঃ—

সঙ্গ। দেখত—দেখত সিলাইদি। এখনও প্রাণ আছে, চেষ্টা করলে জয়সিংহকে এখনো ফিরে পেতে পারি। যাও, শুশ্রূষাগারে নিয়ে যাও।

[জয়সিংহকে লইয়া সিলাইদির প্রস্থান

এর চেয়ে যে পরাজয় ছিল ভাল ! কেউ পারলে না—গুপ্তঘাতককে ধরতে কেউ পারলে না। রাণার মর্য্যাদায় পদাঘাত করে ঘাতক অক্ষত দেহে চলে গেল—

মোগল সৈনিকের বুক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত পিস্তল হস্তে মিনতির প্রবেশ

মিনতি। তাও কি সম্ভব মহারাণা ! অর্দ্ধ ভারতের পবিত্র মন্দির কি শয়তানের স্পর্শে কলংকিত হতে পারে ? এই নিন মহারাণা ! এই যে গুপ্তঘাতক।

সঙ্গ। এনেছ—এনেছ মমতাময়ি ! রাণার অপহৃত মর্য্যাদা ফিরিয়ে এনেছ ? শত শত চিতোরীর করচ্যুত মর্য্যাদা - তোমার ওই পুষ্পপেলবময় বাহু দুটীতে বন্দী করে আনতে পেরেছ ?

মোগল সৈনিক। মহারাণা ! এতগুলো পুরুষেরা যা করতে পারেনি, তা পেরেছে শুধু এই শক্তিময়ি ! এই নারী সময় মত উপস্থিত না হলে

—এতক্ষণ হয়তো রাণা সংগ্রামসিংহের মর্য্যাদা—বাবরের শিবির তলায় গড়িয়ে পড়তো।

সিলাইদির প্রবেশ

সিলাইদি। মহারাণা!

সঙ্গ। সিলাইদি! জয়সিংহের অবস্থা কি?

সিলাইদি। পরলোকে।

সঙ্গ। এঁ্যা—পরলোকে!

কিছু সময় নীরব থাকার পর

বাবর বাহিনী কত দূরে?

সিলাইদি। পীলাখালে তারা শিবির স্থাপন করেছে।

সঙ্গ। তবে বাহিনী সাজাও—পীলাখাল অভিমুখে যাত্রা কর। আর সন্ধি পত্রের উত্তরএই

পত্র পদদলিত করিয়া

আমি চল্লুম জয়সিংহ হত্যার প্রতিশোধ নিতে—যদি পারি তবেই ফিরবো। নইলে, হে মেবার—ওগো আমার জন্মভূমি—বিদায়—

[প্রস্থান

মোগল সৈন্য। মহারাণা! আমার দণ্ড—

সিলাইদি। আমিই দিচ্ছি—গুপ্তঘাতক শয়তানের দণ্ড।

মোগল সৈন্য। শুধু প্রভুর আদেশে আমায় নীরব থাকতে হয়েছে। নইলে তোমার মত জাতিদ্রোহী—দেশদ্রোহীকে—

সিলাইদি। চুপ—কে আছ—

সৈনিকের প্রবেশ

আমার আদেশ—এখুনি এই নরঘাতককে হত্যা করবে। যাও নিয়ে যাও।

[মোগল সৈন্যকে লইয়া সৈনিকের প্রস্থান

মিনতির প্রতি

কি সুন্দরী ! দাঁড়িয়ে রইলে যে ? যাও, জয়সিংহের সৎকারের আয়োজন কর গে—মেবারের অদ্বিতীয় যোদ্ধার শেষের কাজটা খুব জাঁকজমকের সংগে হওয়া উচিত। কি গো ! মুখের দিকে হাঁ' করে চেয়ে দেখ্‌ছো কি ?

মিনতি। দেখছি দিনের পর দিন তোমার ধারাবাহিক অভিনয়ের চাতুর্য্য।

সিলাইদি। বটে !

মিনতি। জানতে পারি কি সেনাপতি। এই বুদ্ধি কি মূল্যে মোগল দরবারে বিক্রী করেছ ?

সিলাইদি। সাবধান নারি ! সিলাইদি আজ এ অপমান নীরবে সহ্য করবে না। তা জানো ?

মিনতি। বিলক্ষণ—

সিলাইদি। এই খানুয়া যুদ্ধে সিলাইদি বাবরকে হারিয়েছে—মেবার সামন্তগণকে হারিয়েছে—আর রাণা সংগ্রাম সিংহকে শুধু হারানো নয়—পাঁকে ফেলে দিয়েছি।

মিনতি। জানি, সব জানি ! আর এও জানি যে, সেনাপতি জয়-সিংহের হত্যাকারী মোগল নয়—বাবর নয়—হত্যাকারী তুমি—

সিলাইদি। কিসে বুঝলে ?

মিনতি। বুঝলুম—ওই বন্দী মোগল সৈনিকের অবজ্ঞার ভাষায়—আর তাকে হত্যা করবার আগ্রহের তৎপরতা দেখে।

সিলাইদি। বাস্তবিকই তোমার মত বুদ্ধিমতী যে ধন্যবাদের পাত্রী, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

মিনতি। আজ তুমি মেবারীর চোখে ধূলো দিয়ে তাদের হৃদয় অধিকার করে বসেছ। সে আসন হতে টেনে নামিয়ে আনা এই নারীর

পক্ষে খুব শক্ত হলেও—তা অসম্ভব নয়। ওকি অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন? জেনে রেখো বিশ্বাসঘাতক—জাতিদ্রোহী! এই নারী তোমাকে পরাস্ত করতে অক্ষম হলেও—মেবারীর অভিশাপে তুমি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

[প্রস্থান

সিলাইদি। তার আগে তোমার রূপের গর্ব্ব চূর্ণ করবো। আমার প্রেম-পিপাসা চরিতার্থ করবো। সাধারণ গণিকার মত তোমার যৌবন সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'রে—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

শিকারী রণস্থল

নেপথ্যে। জয়—হর—হর শঙ্কর।

মোগল। (নেপথ্যে) আল্লা—আল্লা হো—

মুহুর্মুহু কামান গর্জ্জন শোনা গেল

নেপথ্যে। পালা—পালা, মহারাণা বাবরের তোপের মুখে উড়ে গেছে।

সৈনিকের বেশে মিনতির প্রবেশ

মিনতি। মিথ্যা কথা—আমি দেখে এসেছি—তিনি বাবরের কামানের মুখে পাথরের প্রাচীর তৈরী করে দাঁড়িয়ে আছেন। কে আছ মেবারী! কে আছ রাণা সংগ্রাম সিংহের অষ্টাদশ রণজয়ীর—এই বিপদ মুহূর্ত্তে ছুটে এস—রাণার পাশে দাঁড়িয়ে—মোগল সৈন্যের উপর মৃত্যু বর্ষণ করবে এসো।

নেপথ্যে কামান গর্জ্জন

নেপথ্যে। আল্লা—আল্লা হো—

নেপথ্যে। পালাও—পালাও—ছুটে পালাও—মোগল-মোগল—

মিনতি। পালিও না—পালিও না—ক্ষত্রিয়গণ! রাজপুতের শতাব্দী ব্যাপী বীরত্বের ইতিহাস এমনি করে কলংকিত করে যেও না।

কিছু পরে

না, কেউ শুনলে না—আমার আহ্বান উপেক্ষা করে চলে গেলে। তবে আর উপায় নেই—মেবার---মেবার—আমার সাধের মেবার—তোমার রক্ষার আর কোন উপায নাই।

কাঁদিয়া ফেলিল

ঈশ্বর! তোমার মনে এই ছিল? তবে আর কেন নারীত্বের কোমলতাকে কঠিনতার আবরণে ঢেকে রাখি।

তরবারির প্রতি

তবে যাও, আমার বিপদের বন্ধু—ব্যথার সাথী—আর কেন কষ্ট পাবে আমার সংগে থেকে? বিদায় বন্ধু—চির বিদায়—

তরবারি ত্যাগ করিয়া

ওগো আমার সাধনার দেবী—ওগো আমার মেবারের মাটী—বিদায়—বিদায়—

[প্রস্থান

রক্তাক্ত কলেবরে সঙ্গের প্রবেশ

সঙ্গ। মোগলের অনলবর্ষী কামানের মুখে অনাবৃত দেহটা নিয়ে দাঁড়ালুম—গোলা আমায় স্পর্শ করলে না। যারা আশে পাশে প্রাণভয়ে পালাচ্ছিল—তারা সকলেই মরণকে আলিংগন করে আমায় ঘিরে একটী শবদেহের প্রাচীর নির্ম্মাণ করলে—আর হতভাগ্য আমি—সেই শবস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে রইলুম। মৃত্যু আমার কানের পাশ দিয়ে অট্টহাসি হেসে চলে গেল।

ব্যস্তভাবে জগমলের প্রবেশ

জগমল। মহারাণা!

সঙ্গ। কে? জগমল! ভাই! আর কেন এ হতভাগ্যের অনুসরণ করে কষ্ট পাচ্ছ, চিতোরে ফিরে যাও।

জগমল। আপনিও চিতোরে ফিরে চলুন মহারাণা! দেশবাসী আপনাকে পেলে আবার তারা নব বলে বলিয়ান হয়ে উঠবে—মোগলের গতিরোধ করবে—চিতোরের প্রবেশ দুয়ার বন্ধ করে দেবে।

সঙ্গ। মোগলের চিতোর প্রবেশ এখনো কি বাকি আছে জগমল? সিলাইদি যে অগ্রদূত রূপে ডেকে নিয়ে গেছে। রাণা সঙ্গের প্রাণপাত পরিশ্রমের সম্পদ—একটী ধূপের মত পৃথিবীর চোখ মুহূর্ত্তের জন্য ঝলসে দিয়ে আঁধারের বুকে বিলিন হয়ে গেছে। বুক চিরে রক্ত দিলেও আর তা ফিরে আসবে না। শত্রুর শির লক্ষ্য করে তরবারি উত্তোলন কর—সে পড়বে তোমারই মাথায়। অভিশপ্ত এ দেশ—অভিশপ্ত এ জাতি—অভিশপ্ত এ মুকুট—

মুকুট ফেলিয়া দিল

জগমল। মহারাণা! ধৈর্য্য হারাবেন না; এখনো চেষ্টা করলে হয়তো এই মরণোন্মুখ জাতিকে রক্ষা করতে পারবেন।

সঙ্গ। ঈশ্বরের অভিশাপ মুক্ত করতে—এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেউ পারবে না। জগমল! চিতোরে ফিরে যাও—যেমন করেই হোক তোমাকে চিতোরে যেতেই হবে!

জগমল। দাসকে আর ও আদেশ করবেন না, মহারাণা!

সঙ্গ। উপায় থাকলে হয়ত করতাম না। চিরদিন সঙ্গের বিজয় বার্ত্তা বয়েছ, আর আজ তার প্রথম ও শেষ পরাজয়ের খবরটা নিয়ে যেতে কুন্ঠিত হয়ো না ভাই, আমার পরাজয় সংবাদ এতক্ষণ মেবারে ছড়িয়ে

পড়েছে, তুমি চিতোরে প্রবেশ করে দেখবে যে কেউ তোমাকে সম্ভাষণ করবে না, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। তবুও তোমাকে চিতোরে যেতেই হবে। তোমার মহারাণার—তোমার বংশের মর্য্যাদা তোমাকে রাখতেই হবে। তোমাদের রাণার এই শেষ অনুরোধ পালন কর ভাই!

জগমল। অনুরোধ নয়—আদেশ করুন মহারাণা, আমায় কি করতে হবে?

সঙ্গ। রূপকথায় শুনেছ যে, রাক্ষসগুলো শিকারে যেত, কিন্তু তাদের প্রাণ ভোমরা ভোমরী একটা আধারের মধ্যে খুব গোপনে লুকানো থাকতো, তাই তাদের সহজে কেউ মারতে পারতো না। বিশ্বাসঘাতক সিলাইদি—মোগল বাবর—কেউ সে সন্ধান জানে না—আমার প্রাণ ভ্রমরী যে কোথায় লুকানো আছে। আমি তোমাকে আমার সেই মর্ম্মস্থানের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তুমি সেখানে গিয়ে আমার পরাজিত জীবনের উপর নিজের হাতে মৃত্যুর যবনিকা টেনে দাও। মোগল স্পর্শে কলংকিত হয়ে আমি মরতে পারবো না; তারা সেখানে পৌছবার আগেই তোমার কাজ শেষ করতে হবে। বল বন্ধু—পারবে?

জগমল। অর্দ্ধভারতের অধিশ্বর সংগ্রাম সিংহের এ অবস্থা দেখবার আগে আমার মৃত্যু হলো না কেন?

সঙ্গ। যাও দোসর! দেরী করো না, সেই প্রতীক্ষায়মানা ভ্রমরীকে বলো—এই চিতোর প্রাচীর রেখার প্রকোষ্ঠে একদিন রাণী পদ্মিনী জহর-ব্রত পালন করেছিলেন। বলো, যে আজ সেই অতীত দিনের অতীত মুহূর্ত্তগুলি ফিরে এসেছে। ব্যস, আর কিছুই বলতে হবে না, মর্য্যা নিজেই নিজের কর্ত্তব্য বেছে নেবে।

জগমল। আসি তবে মহারাণা!

সঙ্গ। এস ভাই! এস বন্ধু—

আলিঙ্গন

জগমল। আবার কোথায় দেখা হবে মহারাণা?

সঙ্গ। ওই উর্দ্ধে—

[মুখ ফিরাইয়া সজল চোখে চাহিতে চাহিতে জগমলের প্রস্থান

আজ মেবার আমার স্বপনে ছেয়ে গেছে। এই আর্য্যস্থানের রক্ত রাঙা বুকের উপর দিয়ে আমার বিজয়ী শকট অষ্টাদশবার সগর্ব্বে চালিয়ে গেছি। কি ভীষণ মূল্যে অর্দ্ধভারতে স্বাধীনতা ক্রয় করেছিলাম—ওঃ—

অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল

বাবর সাহের প্রবেশ

বাবর। (অদূর হইতে) ভারতের অদ্বিতীয় বীর রাণা সংগ্রামসিংহ এই সমর ভূমে চিরনিদ্রায় শয়ন করেছে। জীবনে সেই মহাপুরুষকে জীবিত দেখবার সৌভাগ্য হয়নি—সেই সৌভাগ্য অর্জ্জনের জন্য ছুটে এসেছি, একবার যদি তাঁর মৃত দেহটী দেখতে পাই।

সঙ্গ। ঈশ্বর! এখনো তুমি এই মূর্খকে অকৃতজ্ঞ বলে ত্যাগ করনি। এখনো উপায় আছে—এখনো মরতে পারি? করুণাময়! ধন্য তোমার করুণার দান! বাবর সাহ!—

বাবর। কে—কে তুমি? নীরবতা ভেদ করে আমায় বাবর সাহ বলে ডাকলে—কে তুমি?

সঙ্গ। জীবিত অবস্থায় যাকে দেখতে পাওনি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলে—আমি সেই—

বাবর। তুমি অর্দ্ধভারতের অধীশ্বর মহারাণা সংগ্রামসিংহ!

সঙ্গ। আমার পরিচয় সম্বন্ধে আগে সন্দেহ মুক্ত হোন।

তরবারি উত্তোলন

বাবর। আর যুদ্ধের প্রয়োজন কি মহারাণা ?

সঙ্গ। অনার্য্য মোঘল বুঝবে না—বুঝতে পারবে না ; আর্য্যের যুদ্ধের কি প্রয়োজন। প্রস্তুত হও বেইমান•—।

বাবর। বেইমান! পরাজিত কাফের! বাবর বেইমানি করে জয়লাভ করেনি—

সঙ্গ। সে জয়লাভ করেছে—দেশদ্রোহী—জাতিদ্রোহী শয়তানের সাহায্যে। ক্ষত্রিয় যে যুদ্ধকে ঘৃণা করে—সেই অন্যায় অধর্ম্ম যুদ্ধে আমায় পরাজিত করেছো, নইলে এতক্ষণ বাবরের উদ্ধত গর্ব্ব অহঙ্কার পদাঘাতে চুর্ণ বিচূর্ণ করে দিতাম। ধর—অস্ত্র ধর—

বাবর। এসো তবে গর্ব্বিত কাফের! এইখানে পতিত হোক তোমার গর্ব্বিত জীবনের যবনিকা।

উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে সঙ্গ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, বাবর সঙ্গের উদ্দেশ্যে তরবারি লক্ষ্য করিবা মাত্র সহসা মিনতি আসিয়া বাবরের তরবারির নিম্নে বুক পাতিয়া দিল

মিনতি। উঃ, প্রভু—

সঙ্গের পদতলে লুটাইয়া পড়িল

সঙ্গ। কে—কে? মিনতি! কি করলে মিনতি! এই অন্যায় মমতায় প্রাণ দিলে!

মিনতি। অন্যায় মমতায় প্রাণ দিইনি মহারাণা! সারা জীবনের সঞ্চিত ব্যথা এতদিন কর্ত্তব্যের চাপে যা মনের কোণে চেপে বসে ছিল, তা আজ কর্ত্তব্য শেষে নিজেকে সামলাতে না পেরে আপনার সন্ধানে ছুটে এলাম।

সঙ্গ। এসে আরও বাড়িয়ে দিলে আমার দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা।

মিনতি। ক্ষত্রিয়ের গর্ব্ব নিয়ে মোগল সম্রাটকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন, সত্য বলুন তো—আপনি প্রকৃত যুদ্ধ করছিলেন কি! সামান্য

বালকে যা প্রতিরোধ করতে পারে—আপনি তা স্বইচ্ছায় নিজের দেহে ধারণ করছিলেন ; এর নাম যুদ্ধ নয় মহারাণা—আত্মহত্যা।

বাবর। ঠিকই বলেছ মা! যুদ্ধে রাণা সম্পূর্ণ অমনোযোগী ছিলেন।

মিনতি। বলুন তো মোগল সম্রাট! আত্মহত্যা কি পাপ নয়?

বাবর। সহস্রবার দেবি!

মিনতি। আর যদি অন্য একজন সেই পাপে সাহায্য করে বলুন, তিনিও পাপী?

বাবর। মা—মা! আমি পাপী মহাপাপী। খানুয়া যুদ্ধের অপমানে আত্মহারা হয়ে হৃদয়হীনের কাজ করেছি। মহারাণা! আমাকে ক্ষমা করুন—বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে আপনাকে পরাজিত করেছি—একটা জাতির সম্মান খর্ব্ব করেছি। দণ্ড দিন মহারাণা! খোদার অভিশাপ হতে আমায় রক্ষা করুন।

সঙ্গ। দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা সিলাইদির চাতুরীতে হারিয়েছি, মূর্খ আমি। অভিযোগ করবার মত আমার কিছুই নেই।

মিনতি। মহারাণা! তবে আসি—বিদায়—

সঙ্গ। বিদায়! বিদায় কেন মিনতি?

মিনতি। কাজ ফুরিয়েছে—আমার ব্যথা জেগে উঠেছে! সারা জীবনের সঞ্চিত অশ্রুরাশি—সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে ছুটে আসছে—শত চেষ্টাতেও—তাকে বাধা দিতে পারছি না। কই—কাছে আসুন।

সঙ্গকে ধরিল

সঙ্গ। মিনতি! মিনতি! আমাকে এই মরুভূমে ফেলে তুমি একা কোথা যাবে?

মিনতি। সেই দেশে—যেখানে অনাদর নেই—বিরহ বিচ্ছেদ নেই—প্রত্যাখ্যান নেই—সেই চিরমিলনের দেশে। পায়ের ধুলো দিন—

পদধূলি গ্রহণ

সঙ্গ। মিনতি! কৃতজ্ঞতার বাঁধন ঠেলতে না পেরে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মমতার বরমাল্য আমায় গ্রহণ করতে হয়েছিল।

মিনতি। মেবারের সৌভাগ্যবলে অমন দেবী প্রতিমাকে রাণী রূপে পেয়ে ছিল—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর

মহারাণা—

সঙ্গ। কি বলছ—বল?

মিনতি। বলবো?

সঙ্গ। বল না।

মিনতি। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে প্রাণের সমস্ত ব্যথা সুধা ধারায় ডুবিয়ে দিয়ে বলবো?

সঙ্গ। সংকোচের কোন প্রয়োজন নেই, কি বলবে—বল মিনতি!

মিনতি। প্রিয়তম—স্বামি!

সঙ্গ। মিনতি—প্রিয়তমে—

মিনতি। প্রি-য়-ত-ম—বি-দা-য়—

মৃত্যু

সঙ্গ। মিনতি! মিনতি! প্রিয়তমে! কথা কও—অভিমানিনি কথা কও—একটী বার কথা কও—

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কিছু পরে

দীপ নিভে গেল। তবে যাও মরতের অনাদৃত চির কাঙালিনী—চলে যাও, তোমার বাঞ্ছিত রাজ্যের রাণী হয়ে বসে থাক গে। এই শ্রান্ত ক্লান্ত

কায়া মুক্ত হয়ে যখন তোমার রাজত্বে পৌছাব—তখন ওগো দেবি! আমাকে যেন সে আশ্রয় হতে বঞ্চিত করো না।

মিনতির দেহ স্কন্ধে করিয়া প্রস্থানোদ্যত

সহসা বাবরের প্রবেশ

বাবর। কোথা যাও মহারাণা?

সঙ্গ। ওই পূর্ণলোকে—চির মিলনের দেশে—

[প্রস্থান

বাবর। ফের—ফের বন্ধু! ফের অর্দ্ধ ভারতের অধিশ্বর—ফের! তুমি পরাজিত হয়েও মোগল জয় করেছ। এ জয় আমার জয় নয়—কলংক! ভাই! মহারাণা! বন্ধু! আমার কলংক মুক্ত কর।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

চিতোর অন্তঃপুর

মমতা ও জগমল

মমতা। বল ভাই! তার সঙ্গে আর কি দেখা হওয়া সম্ভব?

জগমল। এখন অসম্ভব—তবে দেরী করো না।

মমতা। চল—

জগমল। শিলাইদ্দির অধিনায়কত্বে তারা চিতোর তোরণ অতিক্রম করেছে

মমতা। তবে কি মোগল যুবরাজ আমার পাঠান রাখী প্রত্যাখ্যান করেছে?

জগমল। চঞ্চল হয়েনা বোন! চল, রাণা তোমার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন।

মমতা। চল জগমল! নিয়ে চল আমায় রাণার কাছে।

জগমল। যেতে পারবে? অতি দুর্গম পথ! একা যেতে পারবে?

মমতা। কেন—তুমি তো সঙ্গে থাকবে।

জগমল। না বোন! আমায় অন্য পথে যেতে হবে; পৌঁছতে পারবো কি না জানি না। আমি শুধু তোমায় পথ দেখিয়ে দিয়েই বিদায় নেব।

মমতা। সে পথের শেষে মহারাণাকে দেখতে পাবতো?

জগমল। শুধু দেখা নয় বোন! তাঁর পাশে তোমার আসন চির-প্রতিষ্ঠিত হবে।

মমতা। বল জগমল! বল ভাই! তিনি কোথায়?

জগমল। বল, ভয় পাবে না? কাতর হবে না?

মমতা। ক্ষত্রিয়নান্দনী আমি—অষ্টাদশ রণজয়ী বীর মহারাণা সংগ্রাম সিংহের ধর্ম্মপত্নী আমি—এ কথা ভুলে যাচ্ছ কেন ভাই? বল, তিনি কোথায়?

জগমল। ওই ঊর্দ্ধে নীলিমার পেছনে।

মমতা। এঁ্যা—

জগমল। স্থির হও বোন।

মোগল সৈন্য। আল্লা—আল্লা হো—

জগমল। ওই দেখ—পিপীলিকা শ্রেণীর মত মোগল সৈন্য দুর্গে প্রবেশ করেছে; চলে এসো বোন! দেরী করলে রাণার আদেশ পালন করা হবে না। তাঁর আত্মা তৃপ্তি পাবে না।

মমতা। মহারাণা! স্বামি! দেশদ্রোহীকে ক্ষমা করেছ—এ

অভাগীনিকে ক্ষমা কর। জীবনে যাকে সঙ্গিনী করেছিলে—মরণেও তাকে সঙ্গিনী করে নাও। বড় দেরী হয়ে গেছে—অপরাধ করেছি। ওগো আমার চিরন্তন পথের সাথী—টেনে নাও তোমারই আঙিনা তলে।

[জগমল সহ প্রস্থান

ক্রুদ্ধ হুমায়ুনের প্রবেশ

হুমায়ুন। কই—কই—আমার বহিন কই? পিতা! পিতা! যুদ্ধ জয় করে আপনি যে সম্পদ লাভ করেছেন—আর আমার বিনা যুদ্ধের পাওয়া (মণিবন্ধের রাখী দেখাইয়া) এই অযাচিত সম্মানের কাছে আপনার সে সম্পদ অতি তুচ্ছ। হুমায়ুন! ভাগ্যবান তুই—মেবারের মহারাণীর দেওয়া রাখী হস্তে ধারণ করে—মেবারেশ্বরীর ভাই বলে পরিচয় দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিস। অপমানিত দলিত বীনা! মিলনের সুরে বেজে ওঠে চিতোরের আকাশ বাতাস মুখর করে দাও। হুমায়ুনের আনন্দ উচ্ছ্বাস পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে আসমান স্পর্শ করুক। না—না দেখতে হ'লো কোথায় আমার বহিন।

[প্রস্থান

রক্তাক্ত কলেবরে জগমলের প্রবেশ

জগমল। মহারাণা! প্রভু! আপনার শেষ আদেশ পালন করেছি। এইবার এই হতভাগ্যকে তোমার করুণার দুর্গে স্থান দাও, আর যে পৃথিবীর উত্তাপ সইতে পারছি না। বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—শান্তি দাও—

দুইজন সৈনিক আসিয়া জগমলকে বাঁধিয়া ফেলিল।

পশ্চাতে সিলাইদির প্রবেশ

জগমল। বাঃ—বাঃ—রাজপুত কলংক! অজ্ঞাতে চোরের মত পেছু হ'তে বন্দী করে বীরত্বের উপযুক্ত পরিচয় দিয়েছিস। বিশ্বাসঘাতক!

সিলাইদি। চুপ—আমার আদেশ—নীরব থাক।

জগমল। জাতির অভিশাপ তুই—মোগলের পদলেহী কুক্কুর তুই—তোর আদেশকে আমি পদাঘাত করি।

সিলাইদি। (সৈনিকের প্রতি) দেখছিস কি বন্দীকে হত্যা কর।

হুমায়ুনের প্রবেশ

হুমায়ুন। বন্দীকে মুক্ত কর।

সৈন্যদ্বয় কুর্ণিশ করিয়া দূরে দাঁড়াইল

সিলাইদি। সাহাজাদা! এ রাণা সঙ্গের শ্যালক!

হুমায়ুন। তুমি—তুমিই সেনাপতি জগমল? তোমারই বাহুবলে আমি খানুয়া যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলুম! তুমি মুক্ত বীর।

বাঁধন খুলিয়া দিল

তোমার সঙ্গে আজ আমার কি সম্বন্ধ জান?

জগমল। বিজয়ী ও বিজিতের সম্বন্ধ সাহাজাদা!

হুমায়ুন। আমি সে সম্বন্ধের কথা বলছি না!

জগমল। তবে?

হুমায়ুন। আজ সকালে এক বেহেস্তের দেবী—আমাদের দুজনকে ভ্রাতৃত্ব বাঁধনে বেঁধে দিয়ে গেছেন। তাই দেবী দর্শনের আশায় ছুটে এসেছি—দেবী দর্শন ভাগ্যে ঘটেনি।

জগমল। সাহাজাদা! কি বলছেন আপনি?

হুমায়ুন। দেখ—দেখ জগমল! আমার মণিবন্ধের দিকে চেয়ে দেখ—রাজপুতনার পর্ব্বত প্রাচীরের ঘেরা এই জনহীন দেশের উপর কি রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছি দেখ।

রাখি দেখাইল

জগমল। একি! হিন্দুর রাখী! আমার ভগ্নীর স্বহস্তের রচিত রাখী।

হুমায়ুন। তোমার ভগ্নী যে আমারও ভগ্নী ভাই! তার নিদর্শন স্বরূপ এই রাখি আমায় উপহার দিয়েছেন। জগমল! তোমার এই মুসলমান ভাইকে ভাই বলে স্বীকার করতে পার না কি?

জগমল। এস সাহাজাদা! মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে হিন্দু মুসলমান— একই পিতার সন্তান ভেবে ভ্রাতৃত্বের নির্ম্মল আলিঙ্গনে আবদ্ধ হই।

উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ

সিলাইদি। সাহাজাদা!

হুমায়ুন। ওঃ। হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। সিলাইদি! আমাদের এই ভ্রাতৃমিলনের মুহূর্ত্তে আমি তোমায় যে পুরস্কার দেবো সে পুরস্কার ন্যাযতঃ তোমারই প্রাপ্য। মোগলের কাজ শেষ হয়েছে—বল কি পুরস্কার চাও?

সিলাইদি। সম্রাট বাবর-শা বলেছিলেন—যুদ্ধ শেষে চিতোর সিংহাসন আমায় দেবেন।

হুমায়ুন। তা হলে আপনি পিতার কাছেই পুরস্কার নেবেন, আমার দেওয়া পুরস্কারে আপনার আপত্তিও থাকতে পারে।

সিলাইদি। সম্রাট আর সম্রাট পুত্রে আমি তো কোন পার্থক্য দেখি না।

হুমায়ুন। আমাদের জয়লাভের জন্য তোমার যা উপযুক্ত পুরস্কার আমি তোমাকে তাই দেবো।

সৈনিকদ্বয়ের প্রতি

এই বেইমানটার অস্ত্র কেড়ে নিয়ে—ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে এই দেবী-মন্দিরের বাইরে নিয়ে যা। আর এর নাক কান কেটে প্রকাশ্য রাজপথের উপর দিয়ে পাদুকা প্রহার করতে করতে সারা নগর ভ্রমণ করাবি। এই দেশদ্রোহী—জাতিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের পরিণাম দেখে—এরই মত পশুগুলো যদি মানুষ হতে চেষ্টা করে। যা—নিয়ে যা—

সিলাইদিকে সৈনিকদ্বয় ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া গেল

জগমল। মহানুভব সাহাজাদা! তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

হুমায়ুন। আর দেরী করো না ভাই! আমায় নিয়ে চল আমার সর্ব্বহারা বহিনের কাছে। দেবী দর্শনে নিয়ে যেতে কৃপণতা করো না। আমার জীবন সার্থক করে দাও। ভাই চাইছে -বোনের সংগে দেখা করতে; এতে তো ইতঃস্তত: করবার কিছুই নেই

অদূরে চিতা জ্বলিয়া উঠিল

ও কি! ওখানে আগুণ জ্বলে উঠলো কিসের আগুণ?

জগমল। চিতার আগুণ। ওই জ্বলন্ত চিতায় তোমায় বহিন জীবন আহুতি দিয়ে চির মিলনের দেশে চলে গেল।

হুমায়ুন। সর্ব্ব শক্তিমান খোদা! ফিরিয়ে নাও—ফিরিয়ে নাও বাবর শাহের এই জয়। মোগলের জীবন বিনিময়ে এই জাতিকে পুনর্জ্জীবিত করে তোল। উঃ, কি ভুলই না করেছি। সময়ে এসে পড়লে আমার এ সর্ব্বনাশ হতো না, দেবী বহিনকে দেখে আমার জীবন সার্থক করতে পারতুম।

জগমল। দুঃখ করো না সাহাজাদা! হিন্দু নারীর ধর্ম্মই যে এই! জীবনে যার ছিল সঙ্গিনী—মরণে হলো তাঁরই সাথী।

হুমায়ুন। চল জগমল! এই বংশতরুর বীজ কোথায় অবশিষ্ট আছে আমায় দেখিয়ে দেবে চল—আমি বুকের রক্ত দিয়ে তাকে পুনর্জ্জীবিত করে তুলবো। ওগো চিতোর! সত্যই তুমি বীর প্রসবিনী আবার যেন তোমার কোলে দেখতে পাই এমনি ধারা শত শত বীরসন্তান—আর তাদেরই শৌর্যে বীর্য্যে যেন পুনরুদ্ধার হয় -চিতোর গৌরব

যবনিকা